মালতী ভাবিয়াছিল, দ্বার খুলিয়া বাহির হইয়া গিয়া সরলাকে ডাকিবে।

এখন সরলার আহ্বান শুনিয়া সন্তর্পণে সে নিজের ঘরের দ্বার খুলিল ···দ্বার খুলিবামাত্র ভীত কম্পিত নয়নে সরলা আসিয়া তার ঘরে ঢুকিল। ঢুকিয়াই দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। দ্বার বন্ধ করিয়া কম্পিত কণ্ঠে সরলা বলিল—শুনেছিস ?

মালতী বলিল—কি ?

—নীচে শব্দ হচ্ছে !

মালতী বলিল,—শুনেছি···

সরলা বলিল—ঘুমোস্‌নি তাহলে ?

মালতী বলিল—ঘুমিয়েছিলুম নিশ্চয়।···মনে হলো, যেন কুকুরের ডাকে ঘুম ভেঙ্গে গেল ! খানিক আগেই যেন !···এখনো সে কুকুরটা ডাকছে ঐ···দূরে··! তারপর ঘুম আসছিল না।···এখন রাত কত ?

সরলা বলিল—চারটে বেজেছে।

মালতী আবার উৎকর্ণ হইল···ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া বলিল—শুনতে পাচ্ছিস্‌···নীচেকার অফিস-কামরায় যেন কার পায়ের শব্দ···

সরলা বলিল—বাবা নীচে আছেন···

মালতী বলিল—মামাবাবু নীচে আছেন বলেই আমার ভয় !··· অফিস-কামরার পাশেই তাঁর ঘর।

সরলা বলিল—জ্যোৎকুমার বাবুও তো নীচে আছেন···

মালতী বলিল—তিনি থাকেন দূরে—আউট-হাউসে। মাঘ মাস ···দোর-জানলা বন্ধ···শব্দ হলে তিনি কি সে শব্দ শুনতে পাবেন ?

তারপর দুজনেই চুপ···মালতী চাহিয়া রহিল সরলার পানে,

সরলা চাহিয়াছিল মালতীর পানে···কি করিবে, ভাবিয়া দুজনের আকুলতার সীমা নাই! চীৎকার করিয়া কাহাকেও ডাকিবে? চাকর-বাকরদের?

সাহস হইল না। নিজেরা জাগিয়া কথা কহিতেছে, সে কথার স্বরে দুজনে যেন কুণ্ঠিত হইয়া আছে! তারা জাগিয়া আছে· যদি ওরা জানিতে পারে? জানিয়া যদি এমন-কিছু করিয়া বসে?

দু'জনের মনে এক-চিন্তা···এক-ভয়···দুজনেই মনে মনে শিহরিয়া উঠিল!···

মালতী কিন্তু আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না···সন্তর্পিত-পায়ে খোলা খড়খড়ির পিছনে আসিয়া আবার দাঁড়াইল···দু'চোখের উদ্‌গ্র দৃষ্টি যেন উৎসারিত করিয়া দিল বাহিরে নীচে ঐ বাগানের দিকে···

সঙ্গে সঙ্গে চোখে-মুখে আতঙ্ক··একখানা হাত পিছনে প্রসারিত করিয়া দিল সরলা ছিল ঠিক পিছনে। সে হাত গিয়া সরলাকে স্পর্শ করিল। এবং পিছনে না ফিরিয়া সরলাকে কাছে টানিয়া খুব চাপা গলায় মালতী বলিল—একজন মানুষ···পুকুর-ঘাটের কাছে··· দেখেছিস?

সত্যই একজন লোক!···দ্রুত-পায়ে ঘাটের পাশ দিয়া চলিয়া যাইতেছে। তার হাতে কাগজে-মোড়া মস্ত একটা ভারী জিনিষ··· কি-জিনিষ, সরলা বা মালতী বুঝিতে পারিল না! তবে জিনিষটা ভারী···লোকটার পায়ে বাধিতেছিল··সেজন্য তার গতি প্রতি-পদে ব্যাহত হইতেছিল!

মালতী ও সরলা নিস্পন্দ দাঁড়াইয়া দেখিল, লোকটা ঘাটের ধার

ঘুরিয়া বাতাবি-ঝাড়ের ওদিকে ঐ মালীর ঘরের দিকে চলিয়াছে। মালীর ঘরের একটু দূরে উঁচু ঘেরা-পাঁচিল। সেই পাঁচিলের গায়ে ছোট একটা দরজা আছে। লোকটা সেই দ্বারের দিকে চলিল।··· ও দ্বার-পথ এখন ঝোপে-ঝাপে দুর্গম হইয়া আছে···পূর্ব্বে ফটক বন্ধ থাকিলে পিছনের ঐ দ্বার-পথে মালী ও ভৃত্যেরা বাহিরে যাতায়াত করিত। এখন ও-দ্বার তালাবন্ধ থাকে।

লোকটা ওদিকে যেন অদৃশ্য হইয়া গেল! দেখিয়া দুজনেই স্থির করিল, নিশ্চয় ও-দ্বার খোলা আছে···এবং ঐ দ্বার-পথে ও-লোকটা নিশ্চয় বাহির হইয়া গেল···

দ্বার খোলার শব্দ কিন্তু কেহ শুনিল না।

মৃদু কণ্ঠে সরলা বলিল—আপিস-কামরার দিক থেকেই ও গেছে··· নিশ্চয়!

মালতী বলিল—না। তা যদি যেতো, তাহলে ঘাটের ওদিক দিয়ে খোলা পথ ছিল···তবে?

খড়খড়ির গায়ে কোমরের ভর রাখিয়া রাখিয়া মালতী ঘাড় বাঁকাইয়া বাহিরে যতদূর পারে, দেখিয়া লইল।

দেখিল, পাশের দেওয়ালে একটা মই লাগানো···তার ঘরের ওদিকে দু'খানা ঘরের পরে মই আসিয়া ওদিককার ঘরের বাহিরে যে ছোট বারান্দা আছে, সেই বারান্দার গায়ে লাগিয়াছে। ও মই ওখানে থাকে না···ও মই কে আনিল? কেন আনিল?

নির্ব্বাক স্তম্ভিত দৃষ্টিতে মালতী মইখানার পানে চাহিয়া রহিল··· তারপর ফিরিয়া সরলার পানে চাহিয়া বলিল—একখানা মই··· দোতলায় কে যেন উঠেছে ঐ মই দিয়ে!

সরলার বুকখানা ছাঁৎ করিয়া উঠিল! আতঙ্কে দেহের রক্ত ছলাৎ করিয়া মাথায় উঠিল!

ভয়ে মালতীকে সে জড়াইয়া ধরিল···

তার বন্ধন হইতে মালতী নিজেকে মুক্ত করিয়া মৃদু কণ্ঠে বলিল—ছাড়্ দেখতে দে ভাই···

মালতী আবার খড়খড়ি দিয়া দেহ ঝুলাইয়া ঘাড় বাঁকাইয়া ওদিকে চাহিল চাহিয়াই সরিয়া আসিল···বলিল—একজন লোক ···মই দিয়া নীচে নামছে রে!

সরলার মাথা ঘুরিয়া গেল···এখনি বুঝি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যাইবে! আশ্রয়ের জন্য মালতীকে প্রাণপণ-বলে সে আবার জড়াইয়া ধরিল। কম্পিত মৃদু কণ্ঠে বলিল—কাকেও ডাকি···

মালতী বলিল,—কে আসবে সে-ডাক শুনে? মামাবাবু যদি শোনেন? শুনে তিনি যদি···কিন্তু আসবেন তিনি? এর সঙ্গে যদি আরো লোক থাকে? তারা যদি মামাবাবুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে?

সরলা বলিল,—তার চেয়ে এক কাজ কর্, মালতী···চাকরদের ঘরে বেল্ আছে···তুই সুইচ্ টিপে সেই বেল্ বাজিয়ে দে। বেল্ শুনে ওরা আসবে'খন···চেঁচামেচি করে কাকেও ডাকতে হবে না!

—তাই করি। বেলের কথা আমার মনে হয়নি···সত্যি···

বেল্ ছিল ঘরের বাহিরে। মালতী গিয়া সুইচ্ টিপিল···রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া দূরে বাগানের মধ্যে চাকরদের ঘরে সে-[illegible] আওয়াজ তুলিল···বেলের সে-ধ্বনি দুজনে শুনিল···স্পষ্ট!

তারপর দুজনে ঘরে আসিয়া আবার তেমনি নিস্পন্দ দাঁড়াইয়া রহিল। কোথাও কোনো সাড়া নাই···শব্দ নাই! কি দারুণ স্তব্ধতা

…মনে হইল, ভারী পাথরের মতো সেটা বুকের উপর চাপিয়া বসিতেছে…সে-ভারে নিশ্বাস বুঝি বন্ধ হইয়া যাইবে!

সরলা আর দাঁড়াইতে পারে না… ভয়ে সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছে… সে টলিতেছিল! বলিল—আমার ভারী ভয় করছে মালতী। আমি দাঁড়াতে পারছি না…

এ-কথা বলিয়া টলিতে টলিতে কোনোমতে গিয়া সে মালতীর খাটের বিছানার উপরে আশ্রয় লইল। মালতী তখনো নিস্পন্দ দাঁড়াইয়া আছে…উৎকর্ণ…উদ্‌গ্রীব…

সহসা নীচের তলার ঘরে প্রচণ্ড শব্দ…যেন একটা ধ্বস্তাধ্বস্তি… সঙ্গে সঙ্গে ফুলদানী পড়িয়া গেল…মড়-মড় শব্দে চেয়ার-টেবিল পড়িল …ভর্ৎসনা-চীৎকার…এবং অচিরে আহতের আর্ত্ত কণ্ঠ! প্রচণ্ড আঘাতে মূর্চ্ছিতপ্রায় হইলে মানুষ যেমন গোঁঙানি-রব তোলে, তেমনি গোঁঙানি…

মালতী ছুটিয়া দ্বারের কাছে আসিল…

সরলা আসিয়া মালতীকে চাপিয়া ধরিল। ভীত কম্পিত কণ্ঠে বলিল,—না, না, আমাকে ফেলে যাস্‌নে তুই? আমি একা…আমি তাহলে মরে যাবো।

সরলার হাত ধরিয়া তাকে টানিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া মালতী ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইল…

ঘরের বাহিরে টানা দালান—ঢাকা…সেই দালানের প্রান্তে নীচে নামিয়াই সিঁড়ি…মালতী সিঁড়ির দিকে চলিল। সরলা ঘরে পড়িয়া

থাকিতে পারিল না···কোনোমতে নিজের দেহটাকে টানিতে টানিতে স্খলিত চরণে মালতীর পিছনে ছুটিল।

সিঁড়ি দিয়া মালতী নীচে নামিয়া আসিল।

নীচে দোতলার মতোই লম্বা ঢাকা দালান। সিঁড়ির নীচে আসিবামাত্র মালতী দেখে, আপিস-কামরার মধ্য হইতে একটা লোক বাহির হইয়া দালানে আসিয়াছে···তার হাতে বড় টর্চ্চ···সেই টর্চ্চের তীব্র আলো মালতীর মুখে নিবদ্ধ করিয়া লোকটা ওদিককার খোলা দ্বারের দিকে চলিয়াছে। টর্চ্চের আলোর তীব্র জ্যোতিতে ক্ষণেকের জন্য মালতীর দৃষ্টি বন্ধ হইয়া গেল!

মালতীর পিছনে সরলাও নীচে আসিয়াছিল। তার চোখেও টর্চ্চের আলোর তীব্র রশ্মি! দুজনে স্তম্ভিতপ্রায়···লোকটাকে দুজনে দেখিল, ঠিক চিনিতে পারিল না···লোকটার মাথায় খদ্দরের টুপি···লোকটা দুইবোনের মুখে টর্চ্চের আলোক-রশ্মি নিবদ্ধ করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

লোকটা অদৃশ্য হইবামাত্র সরলার যেন চেতনা ফিরিল! মালতী তখনো নিস্পন্দের মতো দাঁড়াইয়া আছে···

দেওয়াল ধরিয়া ধরিয়া সরলা অগ্রসর হইয়া আসিল। কামরার এ ধারে বসিবার যে ঘর, সেই ঘরে ঢুকিল। ঢুকিয়া যা দেখিল···শিহরিয়া আর্ত্ত কণ্ঠে বলিল,—বাবা··তুমি! কি হয়েছে?

মালতীর চমক ভাঙ্গিল। মালতী ঢুকিল বসিবার ঘরে।

সরলার পিতা সতীপদ রায় মেঝেয় পড়িয়াছিলেন···মেয়ের কণ্ঠ শুনিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, জড়িত কণ্ঠে বলিলেন—ভয়

নেই মা। আমায় চোট লাগেনি···কিন্তু জ্যোৎকুমার···? জ্যোৎকুমার বেঁচে আছে তো ?···ছোরা ?···সে-ছোরা ?

এ কথার কেহ উত্তর দিল না···সতীপদর প্রশ্নশেষের সঙ্গে সঙ্গে দুজন ভৃত্য আসিয়া ঘরে ঢুকিল।

মালতী দাঁড়াইল না···তখনি বাহির হইয়া অফিস-কামরায় ছুটিল ···ঘরে সুইচ টিপিয়া আলো জ্বালিল···সে-আলোয় দেখে, মেঝের কার্পেটের উপর মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া আছে জ্যোৎকুমার। প্রাণহীন দেহ···রক্তাক্ত কণ্ঠ···

দেখিয়া মালতী শিহরিয়া উঠিল। বসিবার ঘরের পাশে লাইব্রেরী-ঘর···সে লাইব্রেরী-ঘরে আসিল···কোণে ছিল বন্দুক। বন্দুক লইয়া তাহাতে কার্টরিজ ভরিল···এবং তখনি সেই কার্টরিজ-ভরা বন্দুক হাতে লইয়া ঢাকা-বারান্দা দিয়া ওধারের খোলা দ্বার-পথে আসিয়া সে দাঁড়াইল। এই দ্বার-পথে টর্চ্চ-হাতে সে-লোকটা বাহির হইয়া গেছে···

মালতী নিঃশব্দে চারিদিকে চাহিল···ঝোপঝাপের মধ্য দিয়া ঐ যায়···টর্চ্চের আলো ফেলিয়া পথ খুঁজিয়া···ঐ সে লোক···

নিমেষের দ্বিধা নয়! চিন্তা নয়! বন্দুক ধরিয়া সেই আলোর শিখা লক্ষ্য করিয়া মালতী বন্দুক ছুড়িল···

সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা ধোঁয়া···

টর্চ্চের আলো নিবিয়া গেছে···সে লোকটা ?···ঐ পড়িয়া গিয়াছে···

বন্দুকের শব্দে সতীপদর ভৃত্যদ্বয় চঞ্চল হইয়া ছুটিয়া আসিল··· মেঘু আর সোনা।

সোনা বলিল—ছোটদিদিমণি গুলি ছুড়লে…

মালতীর মুখে কথা নাই! যেন পাথরের পুতুল…তেমনি নির্ব্বাক…নিস্পন্দ!

সোনা বলিল—আমি গিয়ে দেখে আসি…

মালতী বলিল,—না…লোকটা উঠেছে…তার চেয়ে এক কাজ কর্ সোনা…

সোনা বলিল—বলো…

মালতী বলিল,—মালীর ঘরের ওদিকে যে ছোট দরজা, সে দরজা খোলা আছে। যাস যদি তো সেই দোরের কাছে যা…লাঠি নে সঙ্গে। শুধ্ হাতে যাস্‌নে! খবর্দ্দার!

সোনা বলিল—লাঠি নিয়ে যাচ্ছি, ছোটদিদিমণি…

সোনা তখনি ছুটিল। মালতী চাহিল মেঘুর পানে, বলিল—দেখতে পাচ্ছিস মেঘু…সে লোকটাকে?…ঐ যে কল্‌কে-ফুলের গাছ…তার সাম্‌নে মনসার ঝোপ?

—হ্যাঁ, ছোটদিদিমণি…লোকটা গুঁড়ি মেরে গুঁড়ি মেরে চলেছে…পা বোধ হয় ভেঙ্গেছে…

মালতী বলিল—তুই শুধু ছাখ্ ও কোনদিকে যায়…

মেঘু বলিল—পালাতে পারবে না ছোটদিদিমণি…মালীর ঘরের পরেই কাঁটানোটের ভীষণ জঙ্গল…বাস্ রে!

মালতী কি চিন্তা করিতেছিল, বলিল—তুই এদিকে নজর রাখ্…খুব হুঁশিয়ার…এখান থেকে খবর্দ্দার নড়বি নে…

বলিয়া মালতী অগ্রসর হইতেছিল,…মেঘু বলিল,—তুমি ওদিকে যাবে না কি ছোটদিদিমণি?

—যাবো। বন্দুকে আর একটা কার্টরিজ ভরা আছে যদি ওরা পালাবার চেষ্টা করে···

কথা শেষ না করিয়াই মালতী নামিল পথে। মেঘু দাঁড়াইয়া দেখিল, মালতী চলিয়াছে···ঐ ঝোপ্-ঝাপ ঠেলিয়া মালীর ঘরের দিকে···

মেঘু বলিল—কপি-ক্ষেতের দিকে যাচ্ছে, ছোটদিদিমণি ! না, না, আর দেখতে পাচ্ছি না। খুব সাবধান ছোটদিদিমণি !

মালতী দ্রুত-পায়ে চলিয়াছিল। মালীর ঘরের ওদিকে পাঁচিলের গায়ে সেই ছোট দরজা···হঠাৎ কি মনে হইল, ওদিকে দোতলার ঘরে ছোট বারান্দায় যে মই লাগানো ছিল, সেদিকে চাহিল। দেখিল, মই নাই···বাঃ ! ইতিমধ্যে সে-মই কে নামাইল ?

মালতী আবার চলিল—বন্দুক খাড়া করিয়া···

বন্দুকের শব্দে মালীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। মালী বাঙ্গা এবং তার জোয়ান ছেলে বাওয়া···দুজনে বাহিরে আসিয়াছিল।

মালতী বলিল—পাঁচিলের ঐ ছোট দরজা···

বাঙ্গা বলিল—ও দোরে তালা লাগানো থাকে।

বাওয়া বলিল—ওর চাবি আমাদের কাছে। আনবো ছোট-দিদিমণি ?

মালতী বলিল—খুনী ও-দোর দিয়ে পালাচ্ছে···

বাঙ্গা ও বাওয়া অভিভূতের মতো চারিদিকে চাহিল···

সোনা আসিয়া বলিল—ওদিকে কেউ নেই ছোটদিদিমণি···আমি চারিদিক ঘুরে দেখে এলুম।

মালতী বলিল—নিশ্চয় তাহলে ঐ ঝোপের মধ্যে কোথাও লুকিয়ে আছে···

সকলে মিলিয়া সন্ধান করিল—জঙ্গল ঠ্যাঙাইয়া, ঝোপ ঠেলিয়া··· গাছ-পালার ফাঁকে-ফাঁকে···কোথাও নাই! সকলের চোখের সামনে দিয়া লোকটা উবিয়া গেল? আশ্চর্য্য!

তবে একটা জিনিষ পাওয়া গেল—গুলি খাইয়া লোকটা যেখানে পড়িয়া গিয়াছিল···সেখানে মিলিল কালো রঙের খদ্দরের একটা টুপি···এই টুপি ছাড়া আর কিছু মিলিল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভেল্‌কির জের

ভোর হইতে না হইতে মাণিকতলার পুলিশ আসিয়া উপস্থিত হইল।

সকলের জবানবন্দী লইয়া সব কথা শুনিয়া পুলিশ বলিল—মানুষ এমন করে গুলি খেয়ে পালিয়ে গেল!···আশ্চর্য্য!

তারপর পুলিশ চারিদিকে তল্লাস সুরু করিল। বাড়ী বাগান পুকুর লইয়া এই কম্পাউণ্ডে জমির পরিমাণ প্রায় বিশ বিঘা। পুলিশ এই বিশ বিঘার সার্চ্চ বা সন্ধান যতক্ষণ করিতেছে, আমরা ততক্ষণ এই বাড়ী, বাগান ও সতীপদ রায়ের পরিচয় সংগ্রহ করি!

এ বাড়ী-বাগানের ইতিহাস সাহিত্য পরিষদের কোনো পুঁথিপত্রে লেখা নাই। রাজমোহন গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত 'কলিকাতা সুতানুটী'

নামে যে গ্রন্থ ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল, সে গ্রন্থের ষোড়শ পরিচ্ছদে মাণিকতলা বাগমারির এ বাড়ী-বাগানের উল্লেখ আমরা দেখিয়াছি। গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের লেখা সে "কলিকাতা সুতানুটী" গ্রন্থ আর পাওয়া যায় না,—শেষ যে কাপি ছিল, সেখানি সাহিত্য পরিষৎ পূর্ব্বে ১৩২ নম্বর কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের বাড়ীতে যখন অবস্থিত ছিল, তখন আমাদের ছেলেবেলায় আমরা সে-গ্রন্থ দেখিয়াছি। তারপর সাহিত্য পরিষদ যখন সার্কুলার রোডের এই প্রাসাদ-ভবনে উঠিয়া আসে, তখন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের লেখা 'কলিকাতা সুতানুটী' গ্রন্থখানির পোকায়-কাটা মলাট ছাড়া একখানি পৃষ্ঠাও আর অবশিষ্ট পাওয়া যায় নাই। দুষ্ট উইপোকা সে অমূল্য গ্রন্থখানি খাইয়া শেষ করিয়া দিয়াছিল। সে গ্রন্থের ষোড়শ পরিচ্ছদে এই বাড়ী-বাগানের যে পরিচয় ছাপা ছিল, তার মর্ম্ম এইরূপ—

অর্থাৎ এ বাগানখানি ছিল নবাব সিরাজউদ্দৌলার বয়স্য ভূধরচন্দ্র রায় খান্‌খানান্ মহাশয়ের। নবাব বাহাদুর এ বাগান তাঁকে দান করিয়াছিলেন। ভূধর রায় খান্‌খানান্ বাহাদুর এ বাগানে চমৎকার বাড়ী তৈয়ারী করেন, মস্ত দীঘিকা খনন করান, এবং সে দীর্ঘিকার বুকে একটি চমৎকার জলটুঙ্গি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। সেই জলটুঙ্গিতে নবাব সিরাজউদ্দৌলা মহোদয় কলিকাতায় অবস্থান-কালে দু-চারদিন আসিয়া বাস করিতেন। তারপর নবাবী আমলের অবসানে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হইলে এ বাড়ীর দুই ওয়ারীশন কোম্পানির মুৎসুদ্দি হইয়া কলিকাতা সহরের বুকে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া সেইখানে পারিবারিক আস্তানা বাঁধেন। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর যে-বৎসর বিলাত হইতে ফিরিয়া আসেন, সে বৎসর এ-বংশের দৌহিত্র গুরুপদ রায় পাশ্চাত্য

শিক্ষা-সভ্যতায় দীক্ষা লইয়া কলিকাতা ছাড়িয়া এই বাগান-বাড়ীতে ফিরিয়া আসেন। এ বাড়ী-বাগান তিনি মাতামহের কাছ হইতে দান-সূত্রে পাইয়াছিলেন। গুরুপদ বাড়ী আসিয়া বাড়ী-বাগানের সংস্কার সাধন করেন। বাড়ীকে সে সময় দুই-মহলে এমন কৌশলে ভাগ করিয়া দেন যে এক-মহলে হিন্দুয়ানী পূরামাত্রায় তার বিগ্রহ তুলসী গঙ্গাজল গোবর লইয়া যেমন অক্ষুণ্ণ রহিল, অন্য-মহলে তেমনি বাবুর্চি, মুর্গীর মাংস, পেঁয়াজ, রশুনে সুরভিত হইয়া উঠিল। বিলাতী-মহল হইতে হিন্দু-মহলে পেঁয়াজের গন্ধ পর্য্যন্ত না আসে, সেজন্য বিধি-ব্যবস্থায় এতটুকু ত্রুটি ছিল না। গুরুপদ রায় মারা গেলে তাঁর পুত্র শ্যামাপদ রায় ঐ বাড়ীর গদি অধিকার করেন। শ্যামাপদ বিলাত ঘুরিয়া আসিয়াছিলেন। সাহিত্যে ও ললিত-কলায় তাঁর ছিল অখণ্ড অনুরাগ; এবং বিলাত হইতে আসিবার সময় তিনি ইতালী সুইজার্লাণ্ড ও জার্ম্মান শিল্পীদের আঁকা বহু ছবি অনেক টাকা দাম দিয়া সংগ্রহ করিয়া আনেন। সে সব ছবি এখনো এ বাড়ীর একতলার ও দোতলার বহু কক্ষকে সমলঙ্কৃত রাখিয়াছে। সে সব ছবির খ্যাতি এমন বিশ্ববিশ্রুত যে, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, আমেরিকা, জার্ম্মানি, ইতালী হইতে কোনো পর্য্যটক কলিকাতায় আসিলে চোর-বাগানের মার্ব্বেল-প্যালেস না দেখিয়া যেমন ফিরিতে পারেন না, তেমনি এ বাড়ীতে আসিয়া সে সব ছবি দেখিতে ভোলেন না! শ্যামাপদর দুই সন্তান—পুত্র সতীপদ এবং কন্যা রাধারাণী।... রাধারাণীর বিবাহ হইয়াছিল রংপুরের ওদিকে এক জমিদার বাড়ীতে। রাধারাণী এবং রাধারাণীর স্বামী আজ বাঁচিয়া নাই, আছে তাঁদের একটি মাত্র মেয়ে...মালতী। আজ দু'বৎসর মামার কাছে

আসিয়া সে বাস করিতেছে। সতীপদর একটি কন্যা সরলা। স্ত্রী বিন্দুবাসিনীর মৃত্যু হইয়াছে আজ চার বৎসর।

সতীপদ রায়ের মস্ত জমিদারী! তার উপর তিনি দু'তিনটা কাপড়ের মিল খুলিয়াছেন। খাতায়-কলমে সব কাজ তিনি নিজের চক্ষে দেখাশুনা করেন। তাঁর কাজে সহায়তা করিতে আড়াইশো টাকা বেতনে একজন যুবাকে সেক্রেটারি রাখিয়াছেন। সেক্রেটারির নাম জ্যোৎকুমার। হ্যাঁ...যে-জ্যোৎকুমার ছুরির আঘাতে খুন হইয়াছে, সেই জ্যোৎকুমারই!

সতীপদর দাস-দাসী মালী-দরোয়ান ড্রাইভার আছে। ওদিকে লোকজনের অভাব নাই, তবে সংসারে আপন বলিতে আছে শুধু মেয়ে সরলা এবং ভাগিনেয়ী মালতী। সরলা এবং মালতী এক-বয়সী —পরস্পরকে তারা নাম ধরিয়া ডাকে। কেহ কাহাকেও দিদি বলে না! কোষ্ঠী-বিচার করিতে গেলে সরলা হয়তো মালতীর চেয়ে দু' এক মাসের বড় হইবে। সে হিসাব ধরিয়া সরলা মাঝে মাঝে মালতীকে বলে, আমাকে আজ থেকে দিদি বলবি! সত্যি তোর চেয়ে বয়সে বড় হই।...হাসিয়া মালতী জবাব দেয়, ওঃ, এক-মাসের কি দু'মাসের বড়...তোকে দিদি বলে মান্য করতে হবে! বয়ে গেছে আমার!

মালতী ও সরলা বেথুন কলেজে পড়ে—এবং তাদের থার্ড ইয়ার।

বি-এ পড়িলেও সরলার মন তার বিধি-দত্ত মেয়েলি ছাঁচ ছাড়িতে পারে নাই। মালতীর মন কিন্তু পুরুষালি ছাঁচে গড়িয়া উঠিয়াছে। ভয়-ডর সে জানে না...গোলদীঘি-হেদুয়ার পাশে তরুণ-মহলের ভিড়...টপ্পা-গান, রসালো ইঙ্গিত—এ গুলায় তার

ভ্রূক্ষেপ নাই। বাপ মৃত্যুঞ্জয় ছিলেন শীকারী। বাপের সঙ্গে ছোট-বয়সে সে শীকারে যাইত। বাপের কাছে বন্দুক ছোঁড়া শিখিয়াছে···বন্দুকে মালতীর তাগ একেবারে অব্যর্থ!

দু'মাস আগে একদিন সন্ধ্যার পর কি প্রয়োজনে মালতীকে বাহিরে যাইতে হইয়াছিল। রাত্রে ফিরিবার সময় সে আসিতেছিল ছায়া সিনেমার সামনে দিয়া। অতি-প্রগতিবাদী একদল তরুণ-দর্শক ছিল সিনেমার সামনে···টিকিট পায় নাই বলিয়া আক্রোশে-হিংসায় দুনিয়াকে যেন বিদীর্ণ করিয়া দিবে, সিনেমাওয়ালাদের বাক্যবাণে জর্জ্জরিত করিতেছিল, এমন সময় সপ্রতিভ ভঙ্গীতে রূপসী তরুণী মালতীকে পাশ দিয়া যাইতে দেখিয়া তাদের একজনের মনে ভাব-তরঙ্গ এখন উদ্বেলিত হইল যে সে-ভাবোচ্ছ্বাসে ছোকরা গান ধরিয়া দিল—

পাশ দিয়ে হায় চলে গেলে, তুমি রূপসী!
চোখে দেখে গেলে না গো, আমি উপোসী!

গানের সঙ্গে সঙ্গে এক-তালে হাস্যোচ্ছ্বাস এবং সমস্বরে ধ্বনিত হইল,—জয় লাল শাড়ী!

গান এবং এ জয়ধ্বনি মালতীর কাণে গিয়াছিল। শুধু ঐ গানে তার মনে কোনো দোলা জাগে নাই! কিন্তু গানের সঙ্গে ঐ অভদ্র ইঙ্গিত···জয় লাল শাড়ী···

মালতীর পরণে ছিল লাল রঙের শাড়ী! ভদ্র ঘরের তরুণ ছেলের দল···লেখাপড়া শিখিতেছে বলিয়া মনে অহঙ্কার আছে, তারা এমন ইতর! মালতীর মনে যেন আগুন জ্বলিল! আগুনের একটা স্ফুলিঙ্গ! মালতী ভাবিল, না···এ স্পর্দ্ধার শাস্তি দেওয়া চাই।

এ অভদ্রতা আমি অগ্রাহ্য করিতে পারি, কিন্তু আর-কোনো ভদ্র ঘরের মেয়ে···বিশেষতঃ যে-সব মেয়েকে দায়ে পড়িয়া হাঁটিয়া পথ চলিতে হয়···ভয়ে-লজ্জায় জড়োসড়ো হইয়া যারা পথ চলে? তাদের কাহাকেও হয়তো আরো বেশী অপমান করিতে সাহসী হইবে!···

মালতী ফিরিল—বিদ্যুতের চমকের মতো! ফিরিয়া একেবারে সেই বর্ব্বর তরুণদের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। দু'চোখে আগুন··· মালতী বলিল—কে গান গাইছিলেন?

মালতীকে ফিরিতে দেখিয়া তরুণের দলে বিস্ময়ের চাঞ্চল্য জাগিয়াছিল! পরস্পরের চোখে-চোখে ইঙ্গিতে-ভঙ্গীতে বিচিত্র কৌতূহল···তার মধ্যে মালতী আসিয়া ভ্রূকুটি-ভঙ্গীতে প্রশ্ন করিল, কে গান গাহিতেছিল?

স্তম্ভিত জনতার মধ্য হইতে একজন নির্দ্দেশ করিয়া দিল গায়ককে···

মালতী বলিল—আপনি ভদ্রলোক? ভদ্র-বংশে আপনার জন্ম?

গায়ক চুপ···তার মুখে অপরাধীর লজ্জা কুণ্ঠা ভয়···

আর-একজন বলিল—আপনিই বা কেমন ভদ্র···

মালতী বলিল—তার বিচার তুমি করবে না! আচারে-ব্যবহারে ওদিককার ফুটপাথে ঐ যে সব ম্যাথর-মুর্দ্দাফরাশ্ বাস করে, তাদের চেয়েও যে অধম ··

ছোকরা বলিল—তার মানে?

মালতী বলিল—তার মানে, ওরা ছোটলোকে বলে ওদের তুমি ঘৃণা করো···অথচ মদ খেয়ে বেহুঁশ মাতাল না হলে পথের লোককে ওরা··· বিশেষ মেয়েদের এমন ইতর ঠাট্টা-তামাসা করে না! ওরা

লেখাপড়া শেখেনি, বাবু সাজে না, তাই বুঝি তোমাদের মতো এতখানি অভদ্র হতে পারে না!

ছোকরার রোখ তবু যাইতে চায় না! সে বলিল,—আপনাকে কে কি ঠাট্টা-তামাসা করেছে? পুরুষালি-চালে পথ চল্‌বেন···

মালতী বলিল—Shut up. তোমার মতো এতখানি বেহায়া তোমার এই সঙ্গীরা নন, মনে হচ্ছে! এঁদের তুমি জিজ্ঞাসা করো··· চুপচাপ গল্প করতে-করতে হঠাৎ ঐ গানের নেশা জাগ্‌লো···সঙ্গে-সঙ্গে লাল শাড়ীর জয়ধ্বনি···even a rat could smell this rot···(একটা ইঁদুরও এ দুর্গন্ধ উপলব্ধি করে)!

মালতীর দৃপ্ত ভঙ্গী; তার ভর্ৎসনা; এবং বিশুদ্ধ উচ্চারণ-সম্বলিত ইংরেজী মন্তব্য··· ইহাতে ছোকরা আর মাথা তুলিতে পারিল না।

মালতী বলিল—আমি এসে সামনে দাঁড়িয়েছি···কোন্‌ উপোসীকে দেখতে হবে, বলুন? কে সে উপোসী?

তরুণের দল তখন সরিয়া পড়িবার পথ পায় না! মালতী বলিল—বাপের পয়সা, আর ধোপ্‌দোস্ত্‌ কাপড়-চোপড়···এতেই ভদ্র-পরিচয় প্রকাশ পায় না···ভদ্র-পরিচয় প্রকাশ পায় মানুষের ভদ্র ব্যবহারে!···আপনাদের এ স্পর্দ্ধার শাস্তি আমি দিতে জানি। যদি বলেন···

মালতীর হাতে ছিল ফ্যান্‌···সেই ফ্যান্‌টা বিস্তার করিবা-মাত্র তার মধ্য হইতে হাণ্টার-চাবুক বাহির হইল···

মালতী বলিল—পথে বেরুবার সময় এটা নিয়ে বেরুই···যদি কখনো গুণ্ডা-বদমায়েস কোনোরকম বদমায়েসী করে, তাদের শায়েস্তা করবার জন্য! কিন্তু দুঃখ হচ্ছে, গুণ্ডা বদমায়েস নয়—বাঙালী ভদ্র-

সাজা ইয়ংমেন্ · তাদের জন্যও যদি আমাদের এই হাণ্টারে সশস্ত্র হয়ে বেরুতে হয়! ছি···

তরুণ-দলের মুখ লজ্জায় রাঙা···বিনীতভাবে একজন বলিল—ক্ষমা করবেন। আমাদের মধ্যে সকলেই ম্যাথর-মুর্দ্দাফরাশ নয়···

মালতী বলিল—সে কথা আমি বিশ্বাস করি! এবং খুশী হবো যদি দেখি, ভদ্র বেশে যে-সব ম্যাথর-মুর্দ্দাফরাশ আপনাদের সঙ্গে মেশবার স্পর্দ্ধা রাখে, তাদের আপনারা জুতো মেরে বিদায় করে দেছেন!

এ কথা বলিয়া তেজোময়ী বিদ্যুৎ-শিখার মতো মালতী চলিয়া গেল···তরুণের দল স্তম্ভিত নিস্পন্দ দাঁড়াইয়া দেখিল, ঐ যায় এ-কালের মহিমাময়ী বাঙালী তরুণী! যেন অগ্নিশিখা!

এমন ধাতের মেয়ে···মালতী।

চারিদিক দেখিয়া-শুনিয়া মাণিকতলার ইন্স্পেক্টর বিজয় বাবু যখন সতীপদর ড্রয়িং-রুমে আসিয়া বসিলেন, বেলা তখন নটা বাজিয়া গিয়াছে।

সতীপদ রায় বলিলেন—কি বুঝলেন?

বিজয় বাবু প্রশ্ন করিলেন—আপনার কিছু চুরি গেছে?

সতীপদ বলিলেন—না···যতদূর দেখেছি, চুরি মনে হচ্ছে না।

—ভালো করে দেখেছেন?

সতীপদ বলিলেন—যা দেখেছি, সব ঠিক আছে। তাছাড়া টাকা-কড়ি কিম্বা জুয়েলারী চুরি করবে, তার উপায় কৈ? দামী যে-সব

জুয়েলারী, তা আছে আমার ব্যাঙ্কে। অন্য যা-কিছু অর্থাৎ সাধারণ গহনাগাঁটি, সে-সব থাকে দোতলার ঘরে সিন্দুকে। সে সিন্দুক থাকে ষ্ট্রং-রুমে···আর তার চাবি আছে আমার মেয়ে আর ভাগনীর বাক্সে। তাদের কেশও এরা স্পর্শ করে নি···

বিজয় বাবু বলিলেন—হুঁ···

তারপর তিনি কি ভাবিলেন, ভাবিয়া প্রশ্ন করিলেন—আপনি এখানে একলা থাকেন···নিশ্চয় বৈরাগ্য-বশে নয়?

সতীপদ বলিলেন—বৈরাগ্য মানে?

মৃদু হাস্যে বিজয় বাবু বলিলেন—মানে, বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন হামেশা এখানে আসেন, নিশ্চয়? আপনি ধনাঢ্য বলে' আপনার কাছে নাগাল পাবেন না বলে' আত্মীয়-বন্ধুরা আসেন না, এমন তো নয়?

সতীপদ বলিলেন—বহু লোক আসে···মেয়ে-পুরুষ। আমরা বহু-কালের বাসিন্দা, মশায়। আমাদের আত্মীয়-বন্ধু কি অল্প?···বন্ধু-বান্ধব আসেন, আত্মীয়েরা আসেন···প্রায় আসেন। তাছাড়া কাজ-কারবার আছে···দশ রকমের বাহিরের লোকও প্রায় আসেন। সহরের প্রান্তে বনের কোণে থাকলেও এ তো বৈরাগ্যের তপোবন নয়, ইন্‌স্পেক্টর বাবু! তাছাড়া বাগমারি একদিন ছিল বটে সহরের লোকের পক্ষে দারুণ দুর্গম। এখন এই ট্রাম-বাস মোটর-রিক্‌সার দিনে · বাগমারির পথে ভিড়টা তো আপনি স্বচক্ষে দেখেন। আপনার থানা ঐ মাণিকতলা পুলের ওপারে নেমেই বাঁয়ে··· ছোট্ট দোতলা বাড়ীখানি · সামনে এক-ছটাক বাগান!···ওখানে বসে পথের পানে কোনোদিন চেয়ে ছাখেন নি?

লেকচার শুনিয়া বিজয় বাবু নীরবে শুধু মাথা চুলকাইলেন।

সতীপদ বলিলেন—হঠাৎ একটা দারুণ বিপর্য্যয়···গভীর রাত··· আমি ঘুমোচ্ছি···

কথা শেষ হইল না। বাহিরের গাড়ী-বারান্দার কাছে মোটর আসিয়া দাঁড়াইল। মোটরে এ্যাসিষ্টাণ্ট কমিশনার চক্রবর্ত্তী সাহেব, মাণিকতলার ছোট অফিসার এবং ডিটেকটিভ-অফিসার সমর মিত্র।

বিজয় আসিয়া অভ্যর্থনা করিল; সতীপদর সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন।

এ্যাসিষ্টাণ্ট কমিশনার বলিলেন—তোমার থানা থেকে বটকেষ্ট আমায় ফোন্ করলে···বাগমারিতে রয়-ভিলায় mysterious robbery and murder (রহস্যজনক ডাকাতি এবং খুন)! সকালে সমর বাবু এসেছিলেন আমার কাছে···বিশেষ কাজে।···টেলিফোনে খপর পেয়ে তাড়াতাড়ি স্নান সেরে তৈরী হয়ে নিলুম···তারপর সমর বাবুকেও ছাড়লুম না। ধরে নিয়ে এসেছি। তারপর···কিছু হদিশ পেলে?

বিজয় বাবু বলিল—কিছু না। আসামীদের একজনের মাথায় ছিল কালো-রঙের একটি খদ্দরের টুপি। সেই টুপি ছাড়া আর-কিছু পাওয়া যায় নি। একবার দেখবেন, স্যর? একটা লোক পালাচ্ছে দেখে সতীপদ বাবুর ভাগ্নী তাকে বন্দুকের গুলি মেরেছিলেন·· সে-গুলি তার পায়ে লেগেছিল,—লোকটা পড়েও গিয়েছিল···তারপর সকলের চোখের সামনে দিয়ে এমন সরে পড়েছে···পাওয়া গেল না! যেন ভৌতিক ব্যাপার!

এ্যাসিষ্টাণ্ট কমিশনার বলিলেন—চলো, একবার দেখে আসি। বলিয়া তিনি চাহিলেন সতীপদর পানে, বলিলেন—আপনার ভাগ্নী

গুলি করেছিলেন···আশ্চর্য্য তো! বাঙালীর মেয়ে···শুধু সাহস নয়···তাগ্ করে গুলি মারা!

সতীপদ বলিলেন—আমার ভগ্নীপতি···মানে, ওর বাপ একজন ভালো শীকারী ছিলেন। বাপের শিক্ষায় শীকারে মেয়েরও হাত পেকেছে।

এ্যাসিষ্টাণ্ট কমিশনারের দু'চোখে বিস্ময় ও প্রশংসার দীপ্তি! তিনি বলিলেন—আগে ঘুরে সব দেখে আসি, তারপর আপনার ভাগনীকে দু'চার কথা জিজ্ঞাসা করবার প্রয়োজন হবে।

সকলে আর-একবার ঘুরিয়া বাড়ী-বাগান দেখিয়া আসিলেন—সতীপদ শুধু সঙ্গে গেলেন না···স্তম্ভিত নিষ্পন্দ বসিয়া রহিলেন তাঁর সেই চেয়ারে।

এ্যাসিষ্টাণ্ট কমিশনার যখন সদলে আবার ফিরিয়া আসিলেন, তখন গাড়ী-বারান্দার নীচে আরো দু'চারজন ভদ্রলোক আসিয়া জমিয়াছেন···তাঁদের মধ্যে ছিল রিপোর্টার প্রসাদ বাবু। প্রসাদ বাবুকে তাঁরা চিনিতেন। হাসিয়া এ্যাসিষ্টাণ্ট কমিশনার তাঁকে প্রশ্ন করিলেন—এর মধ্যে কোথা থেকে খপর পেলে প্রসাদ?

প্রসাদ বলিল,—কাল রাত্রে থিয়েটার দেখে আমি এক বন্ধুর বাড়ীতে ছিলুম। বন্ধুটি থাকেন মাণিকতলা থানার পিছনে। থানার একজন এ-এস-আই তাঁর বাড়ীতে চা খেতে এসেছিলেন। সেই এ-এস-আইয়ের মুখে খপর শুনলুম। শুনে এ্যাসোসিয়েটেড-প্রেসে নেউগী-মশায়কে ফোন্ করে দিলুম···তারপর দেখি, সঙ্গে সঙ্গে জিতেন বাবু এসে উদয় হলেন।···ও সাহেব-সাজা ভদ্রলোকটিকে আমি চিনি না।

এ্যাসিষ্টাণ্ট কমিশনার চাহিলেন সেই সাহেবী পোষাক-পরা ভদ্রলোকটির পানে। তিনি বলিলেন—আমি প্রেস-রিপোর্টার…

বিজয় বাবু বলিল—ভিতরে এসে বসুন। ভালো করে সব দেখুন। খুব interesting ব্যাপার…full of mysteries (রহস্যে পরিপূর্ণ)!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রন্ধ্র-পথ

সব দেখিয়া-শুনিয়া এ্যাসিষ্টাণ্ট কমিশনার বলিলেন—প্রসাদ বাবুরা দয়া করে একটু বাইরে বসুন…সতীপদ বাবুর সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে…সম্পূর্ণ confidential (গোপনীয়)। এ ব্যাপারের তদারকীর সম্বন্ধেই কথা এবং সে-কথা এ-ষ্টেজে গোপন রাখতে চাই।

প্রসাদ, জিতেন্দ্র বাহিরে গেল। সেই সঙ্গে সেই সাহেবী-পোষাক-পরা ভদ্রলোকটি এবং বিজয় বাহিরে যাইতেছিল, এ্যাসিষ্টাণ্ট কমিশনার চক্রবর্ত্তী বলিলেন—তুমি থাকো বিজয়…

প্রসাদ প্রভৃতি বাহিরে গেলে চক্রবর্ত্তী বলিলেন,—বাড়ীর একতলা, দোতলা এবং বাগান…সব তো দেখলুম! এত-বড় কাণ্ড হয়ে গেল… অথচ কোথাও এতটুকু বিশৃঙ্খলা নেই! শুধু অফিস-কামরায় দেখলুম, চেয়ার ভেঙ্গে পড়ে আছে…টেবিল উল্‌টোনো…বড় ঘড়িটি চুরমার… কাগজ-পত্র হাঁটকানো…আর কতকগুলো কাগজ রক্তে রক্তময়!

বিজয় বলিল—হুঁ···

সতীপদ রায় চাহিলেন চক্রবর্ত্তীর পানে।

চক্রবর্ত্তী বলিলেন—আপনার কোনো শত্রু আছে, সতীপদ বাবু ?

সতীপদ বলিলেন—জ্ঞানতঃ···না !

চক্রবর্ত্তী বলিলেন—জ্যোৎকুমার বাবুর সঙ্গে কারো দুশমনি ছিল ? ওঁর উপর কারো আক্রোশ ?

সতীপদ বলিলেন—জানি না। আমার কাছে জ্যোৎকুমার কাজ করছে আজ প্রায় সাত বছর···এম-এ পাশ করে আমার কাছে আসে। নানা কাজে আমার কাছে কত রকমের লোক আসছে-যাচ্ছে···জ্যোৎকুমারের মারফৎ তাদের অনেকের সঙ্গে কাজ-কারবার হচ্ছে···এ-অবস্থায় কারো মুখে কোনোদিন জ্যোৎকুমারের বিরুদ্ধে ছোট-একটা নালিশও কখনো শুনিনি। সেণ্টিমেণ্টাল নালিশও ত মানুষের থাকে···তেমন নালিশও জ্যোৎকুমারের নামে কেউ করে নি ! ও ছিল অজাতশত্রু···তাছাড়া fine young man···(চমৎকার যুবা)। ও আমায় খুব ভালোবাসতো, ভক্তি-শ্রদ্ধা করতো···আমিও ওকে তেমনি ভালোবাসতুম, চক্রবর্ত্তী সাহেব !

চক্রবর্ত্তী একাগ্র মনোযোগে এ-কথা শুনিলেন। তারপর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া প্রশ্ন করিলেন,—আচ্ছা, এদের এ-নিগ্রহের উদ্দেশ্য কি ···চুরি ? না···

সতীপদ বলিলেন,– চুরি নিশ্চয় !

চক্রবর্ত্তী বলিলেন—অথচ কোনো জিনিষ চুরি যায় নি !

—না···

চক্রবর্ত্তী বলিলেন—আপনার এ বাড়ীতে যে সব মাষ্টার-আর্টিষ্টদের

ছবি আছে…সে সব ছবি খুব দামী এবং বাজারে সে সব ছবির খুব খ্যাতি আছে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মশায়ের মুখেও কথায়-কথায় শুনেছি…তিনি বলেছেন, বাগমারির সতীপদ রায়ের বাড়ীতে ক'খানা ছবি আছে হে, সে-সব ছবি একেবারে অমূল্য! তাছাড়া বিদেশী টুরিষ্টরা কলকাতায় এলে আপনার বাড়ীতে ছবি না দেখে যান্ না…

সতীপদ বলিলেন—সত্য কথা। আমার বাবার খুব ছবির সখ ছিল। তিনি নিজেও ছবি আঁকতেন। তাঁর আঁকা বহু ল্যাণ্ডস্কেপ্…বিলেতে বড় বড় বোনেদী ঘরে দেখতে পাবেন। ছবির জন্য তিনি লাখ টাকার উপর খরচ করে' গেছেন…

হাসিয়া বিজয় বাবু বলিল—বাপের অনুরাগ ছিল চিত্রে…আপনার অনুরাগ যন্ত্র-শিল্পে!

চক্রবর্ত্তী বলিলেন—আমাদের এ যুগ হলো more practical …কাজেই আমরা স্বপ্ন বা কল্পনা-বিলাস নিয়ে থাকতে পারি না। আমাদের মন হয়েছে বাস্তব-বিলাসী…we care more for a pence than for moon-light! (আমরা টাকা-পয়সার কেয়ার করি বেশী রকম)!…কিন্তু ও কথা যাক…আচ্ছা, আপনার এ সব ছবি ঠিক আছে তো? চুরি যায় নি?

বিজয় বাবু বলিল—ছবি চুরি! কি বলেন, স্যর?

চক্রবর্ত্তী বলিলেন—তুমি জানো না বিজয়· ভাবো, মানুষের যা কিছু লোভ, তা ঐ টাকাকড়ি, জায়গা-জমি আর জুয়েলারির উপর? তা নয়। অনেকে…মানে, আমি জানি, তাঁরা বেশ পয়সাওয়ালা লোক, তাঁদের রোগ আছে, দুষ্প্রাপ্য বই জোগাড় করা…সে বই জোগাড় করতে তাঁরা চোরাই-মাল কিনতে পেছপা হন্ না! এমন কি অনেক

সময় লোককে বলে স্থান্,···বলেন, অমুকের কাছে আছে অমুক বইয়ের দুষ্প্রাপ্য এডিশন, যদি এনে দিতে পারো, একখানা বইয়ের জন্য দেবো পাঁচশো টাকা! তেমনি ছবি, কিউরিয়ো, ছাপ-মারা ডাক-টিকিট, পায়রা···বুঝলে বিজয়···পায়রা ও···এ-সবের সখের জন্য পয়সাওয়ালা মানুষও চুরি-জুয়োচুরি করতে কুন্ঠিত হন্ না। বিলেতে এ রকম আখ্ চার ঘটছে···এখানে কেন ঘটবে না, বলো?

বিজয় বলিল—বটে! এ সম্বন্ধে স্যর আমার কোনোরকম আইডিয়া নেই!

চক্রবর্ত্তী বলিলেন—জীবনে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করো, বুঝবে, কি বিচিত্র এ পৃথিবী! তাছাড়া তোমরা আজ-কালকার ছেলেরা শুধু চুরি-জচ্চুরিই ছাখো, আর তার তদারকী করে ডায়েরি লেখা নিয়েই দিন কাটাও। লেখাপড়ার অভ্যাস ছেড়ো না হে···পড়ো, ছাখো··· the world outside (বাহিরের পৃথিবী)!···তার সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে শুধু চাকরি নিয়ে থেকো না···জীবনে তাহলে কোনোদিন আনন্দ পাবে না···জীবন দুদিনেই একঘেয়ে নীরস হবে।

সতীপদ বলিলেন—ঠিক কথা!

চক্রবর্ত্তী বলিলেন—···খানিকটা emotioal outburst (আবেগোচ্ছ্বাস) হলো! আচ্ছা, আপনার ছবি-টবি চুরি যায় নি?

—না।···

—হুঁ। এবার এ ব্যাপার সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ যেটুকু আপনি জানেন, দয়া করে আমার কাছে যদি একবার বলেন···

সতীপদ বলিলেন—নিশ্চয় বলবো। বিজয় বাবুকে ইতিমধ্যে বলেছি। আপনি যদি শুনতে চান···

চক্রবর্ত্তী বলিলেন—হ্যাঁ···আমি একবার আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই।

সতীপদ বলিলেন—আমি ঘুমোচ্ছিলুম। জ্যোৎকুমার ডেকে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিলে।···ঘুমোলেও আমার মনে হয়···আমি যেন কতকগুলো শব্দ শুনছিলুম! স্বপ্নে, না, সত্য···তা ঠিক বুঝতে পারলুম না।···ঘুমের ঘোর কাটতে চোখ চেয়ে আমি দেখি, জ্যোৎকুমার আমার খাটের পাশে দাঁড়িয়ে আছে···পায়ের দিকে। আমার ঘরে আলো জ্বলছে। আমি বিছানায় শুলে আমার বেয়ারা সোনা প্রত্যহ মশারি ফেলে ঘরের পর্দ্দাটর্দ্দাগুলো টেনে ঠিক করে' আলো নিবিয়ে দিয়ে চলে যায়। চোখ চেয়ে আমি জ্যোৎকুমারকে দেখলুম, এবং দেখলুম ঘরে আলো জ্বলছে···

বাধা দিয়া চক্রবর্ত্তী বলিলেন—আপনি নীচেয় শোন?

সতীপদ বলিলেন—হ্যাঁ। আমার স্ত্রী মারা যাবার পর থেকে আমি দোতলার ঘরে আর শুইনা···সেই অবধি আমার অফিস-ঘরের পাশের ঘরেই শুই। That has been my bed-room since (সে-ঘটনার পর থেকে ঐ ঘরটিই আমার শয়ন-কক্ষ)।

চক্রবর্ত্তী বলিলেন—বুঝেছি। তারপর বলুন···

সতীপদ বলিলেন—জ্যোৎকুমার এই পোষাকেই ছিল···গায়ে গরম কোট···তার উপর একখানা শাল··· মানে, মাঝে মাঝে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তাকে কাজ করতে হয়। তার সখ! বলতো, হাতের কাজ ফেলে রাখবো না···কি জানি, সকালে যদি কোনো অসুখ করে? আমাকে জাগতে দেখে জ্যোৎকুমার বললে—বসবার ঘরে মানুষ···পায়ের শব্দ পাচ্ছি। কথাটা সে খুব আস্তে বললে।

আমি কাণ খাড়া করে শুনলুম···ঘরে মানুষের পায়ের শব্দ, বটে! তখনি আমি উঠে দাঁড়ালুম। উঠে দেখি, ও ঘর আর আমার শোবার ঘরের মাঝখানে যে-দরজা বন্ধ ছিল, সেটা খোলা রয়েছে··দরজার কাছে গিয়েছি, এমন সময় ওদিক থেকে সে-দরজা কার জোর-ধাক্কায় খুলে গেল! সঙ্গে সঙ্গে দেখি, সামনে একজন লোক···তার মুখ দেখবো কি! লোকটা এক-সেকেণ্ড সবুর করলে না···সজোরে আমার রগে একটা ঘুষি মারলে···ঘুষি খেয়ে আমি পড়ে গেলুম। বোধ হয় সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলুম···

এই পর্য্যন্ত বলিয়া সতীপদ চুপ করিলেন।

চক্রবর্ত্তী বলিলেন—তারপর?

সতীপদ বলিলেন—তারপর আবার যখন চোখ চাইলুম মানে, আমার চেতনা ফিরে এলো, তখন চোখ খোলবামাত্র দেখি, আমার পাশে জ্যোৎকুমার···হুমড়ি খেয়ে মুখ জুবড়ে পড়ে আছে···রক্তে যেন নদী বয়ে চলেছে! ঘরে আলো জ্বলছিল। এ ব্যাপার দেখবামাত্র আমার মাথা ঝিমঝিম্ করে উঠলো···আমি কেমন হতভম্বের মতো হয়ে রইলুম! এমন চকিতে এগুলো ঘটে গেল যে, এখনো যেন মনে হচ্ছে, বিদ্যুতের একটি-চমকেও বুঝি এর চেয়ে বেশী সময় লাগে!

চক্রবর্ত্তী বলিলেন—কাকেও আপনার সন্দেহ হয়?

—কাকেও না··

চক্রবর্ত্তী চুপ করিয়া কি ভাবিলেন···খানিকক্ষণ পরে বলিলেন—লোক এসেছিল···আপনি বলছেন, চুরির উদ্দেশ্যে···একজন নিরীহ ভদ্রলোককে খুন করে চলে গেল···ছোরার একটি চোট্··অথচ একটা

আলপিন পর্য্যন্ত চুরি হলো না! ব্যাপারটা ভৌতিক-গোছের বলে আপনার মনে হচ্ছে না, সতীপদ বাবু?

সতীপদ বাবু বলিলেন—তারা এসেছিল চুরির মতলবে, নিশ্চয়। না হলে কেন আসবে? অথচ কোনো কিছু চুরি গেছে বলেও দেখছি না। কিন্তু শুনেছি, তারা ভারী জিনিষ নিয়ে পালিয়েছে…

চক্রবর্ত্তী ভ্রূ-কুঞ্চিত করিলেন, বলিলেন—কি জিনিষ?

সতীপদ বলিলেন—আমি জানি না। আমি তাদের দেখে দেখিনি। কিন্তু আমার ভাগনী মালতী বলছে, সে আর আমার মেয়ে সরলা… দুজনেই ওপর থেকে একটা মানুষকে দেখেছে…ভারী জিনিষ বয়ে বাগানের মধ্য দিয়ে পুকুর-ঘাটের ধার দিয়ে সে চলেছে! একজন কেন, দুজন লোককে ওরা যেতে দেখেছে।

চক্রবর্ত্তী বলিলেন—আপনার মেয়ে…আপনার ভাগনী…এঁরা দুজনেই দেখেছেন, বলেছেন?

সতীপদ একটা নিশ্বাস ফেলিলেন, বলিলেন—আপনি হয়তো বলবেন, তারা স্বপ্ন দেখেছে! ভয়ে দুশ্চিন্তায় যা দেখেছে, তা মায়া? তা ভুল?…কিন্তু এ সম্বন্ধে আমি ওদের বার-বার প্রশ্ন করেছি, জেরা করেছি, তর্ক করেছি…ওরা বলে, সত্য এবং স্পষ্ট ওরা দেখেছে…ভারী জিনিষ বয়ে মানুষ চলেছে…আর সে ভারী জিনিষের জন্য তাদের গতি প্রতি পদে বেধে যাচ্ছিল। মানে, তারা ছুটে বা তাড়াতাড়ি যেতে পারছিল না।

চক্রবর্ত্তী এ-কথার কোনো জবাব দিলেন না—গম্ভীর হইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন! বিজয় যেন স্বপ্নলোকে বসিয়া আছে!

সতীপদ বলিলেন—আপনি ওদের দুজনকে জিজ্ঞাসা করে দেখতে পারেন, চক্রবর্তী সাহেব। স্বকর্ণে আপনি ওদের কথা শুনুন···

চক্রবর্তী বলিলেন—বেশ···

মালতী এবং সরলা এ-ঘরে আসিল। ভয়ে-ভাবনায় সরলা তখনো কেমন নিশ্চল বিমূঢ় হইয়া আছে··মালতী কিন্তু বেশ সপ্রতিভ! আসিয়া চক্রবর্তীর প্রশ্নে মালতী সব কথা খুলিয়া বলিল—শব্দ শুনিয়া চমকিয়া সেই খড়খড়ির পিছনে যাওয়া···তারপর সরলার শঙ্কিত-চরণে সে-ঘরে আসা···এবং তারপর যাহা কিছু ঘটিয়াছিল···

শুনিয়া চক্রবর্তী বলিলেন—আপনার ভুল হয় নি এতটুকু···দেখতে বা শুনতে?

সুদৃঢ় কণ্ঠে মালতী বলিল—না···

—বেশ!···সে-লোক ঘাটের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল··যে-বোঝা হাতে ছিল, তা খুব ভারী এবং তার জন্য সে ছুটতে বা তাড়াতাড়ি চলতে পারে নি?

—না।

—তিনজন মানুষ দেখেছেন··সব-শুদ্ধ? তার মধ্যে একজনের ছিল শুধু খালি হাত?

—হ্যাঁ···একজনকে দেখেছি খালি হাতে,···একজনকে দেখেছি জিনিষ নিয়ে চলেছে···আর একজনের হাতে ছিল টর্চ্চ! আমাদের মুখে আলো ফেলে নিঃশব্দে সে চলে গেল···আলোয় আমাদের চোখ একেবারে ঝলশিয়ে দিয়ে গেল।· আমাদের অন্ধ হবার জো!

—হুঁ…তাদের চেহারার আদরা…বলতে পারেন ? দেখুন দিকিনি মনে করে…

মালতী চেহারার বর্ণনা দিল…সে-বর্ণনার সঙ্গে সরলার বর্ণনা মিলিল।

শুনিয়া চক্রবর্ত্তী বলিলেন—তাহলে আমরা পাচ্ছি,…সতীপদ বাবু যে-লোককে দেখেছেন…যে-লোক ওঁকে ঘুষি মেরেছিল, সে ছিল মোটা নয়, রোগা নয়, কালো নয়, ফর্শা নয় ; আর বাকী দুজনের মধ্যে…বেশ, দুজন তো পালালো…কিন্তু বাকী লোক অর্থাৎ বন্দুকের গুলি খেয়ে যে পড়ে গেল… যার চৌকিদারীর ব্যবস্থা হলো…সে নিশ্চয় পালায় নি ? চোট্ খেয়ে এ ব্যূহ ভেদ করে সে পালাতে পারে না…কেমন ?

মালতী বলিল—Physical laws যদি মানতে হয়, তাহলে বলবো, সে পালাতে পারে না !

—তা যদি না পারে, তাহলে নিশ্চয় সে আছে এই বাড়ীতে বা বাগানের কম্পাউণ্ডের মধ্যে ?

মালতী বলিল—তাকে তাই থাকতে হবে…যদি physical laws আপনি মানেন…

চক্রবর্ত্তী মৃদু ভ্রূকুটি করিলেন, তারপর বলিলেন—অথচ বাড়ী বাগান খুঁজে আমরা এই তৃতীয় আহত ব্যক্তিটির চিহ্ন দেখতে পাচ্ছিনা !

মালতীর দুই চোখ বিস্ফারিত ! মালতী বলিল—আশ্চর্য্য…

চক্রবর্ত্তী বলিল—একবার আমার সঙ্গে আসবেন…?

এই পর্য্যন্ত বলিয়া তিনি চাহিলেন মালতীর পানে। সবিনয়ে

মালতী বলিল—আমার নাম মালতী···আমাকে 'আপনি' বলবেন না, 'তুমি' বলবেন।

চক্রবর্ত্তী বলিলেন—বাঁচালে, মা···তুমি আমার মেয়ের বয়সী, 'তুমি' বলতেই চাইছিলুম! কিন্তু এ-কাল বলেই বয়সে ছোটদের 'আপনি' ছেড়ে 'তুমি' বলতে ভয় করে। তুমি আমায় সত্যই বাঁচালে! ···তা একবার চলো···কোথা থেকে তুমি বন্দুক ধরে কোন্ দিকে তাগ্ করলে, আমায় দেখাতে হবে···

—আসুন···

—চলো। বিজয়, তুমি এখানে বসো···আমি আর সমর যাই মালতী-মার সঙ্গে···

মালতীর সঙ্গে দুজনে উঠিয়া বাহিরে আসিলেন। বাহিরের বারান্দায় বসিয়া আছে প্রসাদ, জিতেন্দ্র এবং সেই সাহেবী-পোষাক-পরা যুবা। বাড়ীর দাসী-চাকর সেখানে ভিড় করিয়া জমিয়া আছে··· দাসী-চাকরদের সঙ্গে তাদের কথা হইতেছিল···

প্রসাদ বলিল—কিছু সন্ধান পেলেন, স্যর?

সমর মিত্র বলিলেন—না···

প্রসাদ বলিল—আমরা সঙ্গে যাবো? কেন আর আমাদের এমন গণ্ডী টেনে গণ্ডীর বাইরে রেখেছেন?

চক্রবর্ত্তী বলিলেন—আচ্ছা, এসো, এসো···

সকলে মিলিয়া আসিলেন সেই জায়গায়। মালতী দেখাইল, এখান হইতে গুলি ছুড়িয়াছিল···তারপর দেখাইল গুলি লাগিবার পর লোকটা কোথায় পড়িয়া গেল, এবং তার পর সোনা এবং মেঘুকে কোথা দিয়া কোন্ দিকে পাঠাইয়াছিল পাহারাদারী করিবার জন্য···

চক্রবর্ত্তী বলিলেন—গুলি খেয়ে পড়ে যাবার পর লোকটা উঠেছিল ?

—হ্যাঁ ··

—তারপর কতদূর পর্য্যন্ত তাকে তুমি স্পষ্ট দেখেছো··· মানে, তাকে যেতে দেখেছো ?

মালতী বলিল—ঐ যে চাঁপা-গাছের পিছনে বন-তুলসীর ঝোপ দেখছেন···ও-পর্য্যন্ত তাকে আমি স্পষ্ট দেখেছি···ল্যাংচাতে-ল্যাংচাতে চলেছে ! তারপর ঐ যে ছোট মন্দির · মন্দিরের গা ঘেঁষে সে যেন মিলিয়ে গেল ! এত ঝোপ-ঝাড়···চোখে আর-কিছু দেখা গেল না ! তখন সোনা ছুটলো মালীর ঘরের পিছনে যে ছোট দরজা, সেই দরজায় নজর রেখে পাহারাদারী করতে···সে-দরজা দিয়ে লোকটা না পালাতে পারে, তাই ।

মেঘু ও সোনাকে বার-বার প্রশ্ন করিয়া জানা গেল, তারা এক নিমেষের জন্য বেহুঁশিয়ার হয় নাই ! তাছাড়া তখন ভোরের আলো ফুটিতেছে···চোখে ধূলা দিয়া পলাইবে, সে-সাধ্য কোনো জীবের থাকিতে পারে না ! ও জায়গায় রাশীকৃত শুষ্ক পাতা পড়িয়া আছে। সে-পাতা মাড়াইয়া ছুঁইয়া মানুষ বা কুকুর-বিড়াল যদি চলিয়া যায়, তাহা হইলে বিশুষ্ক পত্র-পল্লবে শব্দ উঠিবে ! পত্র-পল্লবে এতটুকু শব্দ জাগে নাই···এ কথা তারা হলফ্ করিয়া বলিতে পারে ! অর্থাৎ সে-লোক পলায় নাই···

চক্রবর্ত্তী বলিলেন—তাহলে বুঝছি, গুলি খাবার পর থেকে এ পর্য্যন্ত সে বাইরে যেতে পারে না—বাইরে যায় নি। অর্থাৎ আমাদের তল্লাসীর গণ্ডী তাহলে খুব ছোট হয়ে এলো। সারা কলকাতা সহর

ঢুঁড়তে হবে না! বাড়ী-বাগান ও পুরো চৌহদ্দি দু'বার সার্চ্চ করা হয়েছে!

সমর মিত্র এ পর্য্যন্ত চোখে শুধু দেখিতেছেন এবং কাণে শুনিতেছেন—একটি কথা বলেন নাই! এখন চক্রবর্ত্তীর কথায় মৃদু হাস্যে তিনি বলিলেন—এখন আমি কোনো কথা বলতে পারছি না হে···এখন শুধু দেখছি আর শুনছি···

চক্রবর্ত্তী বলিলেন—এসো, আমরা কম্পাউণ্ড সার্চ্চ করি ··

সমর মিত্র বলিলেন—ক'টা বাজলো?

চক্রবর্ত্তী হাত-ঘড়ি দেখিলেন, দেখিয়া বলিলেন—সাড়ে ন'টা বেজে গেছে···

সমর মিত্র বলিলেন—স্নানাহারের ব্যবস্থা এইখানেই যদি করা যায়?

চক্রবর্ত্তী বলিলেন—তার মানে?

সমর মিত্র বলিলেন,—বুঝছি, আমার হাতেই এ-কেশটি তোমরা চাপাবে। তাই এইখানেই থেকে যাবার ব্যবস্থা করি। না হলে ভবানীপুর থেকে বাগমারি···দু'বার টানাপোড়েন করতে উদয়াস্ত-কাল কেটে যাবে।

চক্রবর্ত্তী বলিলেন—তোমার হাতে কেশ পড়বে, তাতে সন্দেহ নেই। তবে টানাপোড়েনের কথা পরে। মানে, শুধু খুনের তদারক করবে তো?

সমর মিত্র বলিলেন—কে জানে, চুরির তদারকও হয়তো ঐ সঙ্গে!

চক্রবর্ত্তী চাহিলেন সমর মিত্রের পানে···দুচোখে কুতূহলী দৃষ্টি।

সমর মিত্র বলিলেন—সতীপদ বাবু বললেন, চুরির মতলবে লোক এসেছিল। অথচ তুমি বলতে চাও, কিছু চুরি যায় নি?

চক্রবর্ত্তী বলিলেন—Puzzling (হেঁয়ালি)! মালতী মেয়েটি বললেন, জিনিষ নিয়ে লোককে পালাতে দেখেছেন।

সমর মিত্র বলিলেন—মেয়েটির কথা শিরোধার্য্য করে আমি বলছি, চুরি হয়েছে এবং···কিন্তু সে-কথা বারান্তরে প্রকাশ্য! এখন চলো, লোকটা গুলি খেয়ে যেখানে পড়েছিল, সেখানটা ভালো করে দেখি গিয়ে।

চোট্ খাইয়া লোকটা যেখানে পড়িয়াছিল—সেখানে তৃণপত্রে রক্তের দাগ! তাজা রক্ত! দেখিবামাত্র চেনা যায়। রক্তবিন্দু ক্রমে মন্দিরের দিকে চলিয়াছে···তারপর একটা ঝোপের গায়ে পাতায়-পাতায় রক্ত-চিহ্ন! তারপর আর রক্তের বিন্দুও নাই!

এবং ইহার পরেই পাঁচিলের গায়ে ক'খানা ইট সরাইয়া ছোট একটি রন্ধ্র-পথ। পাঁচিলের এ অংশ এমন ঘন ঝোপের আড়ালে অবস্থিত যে ওদিক হইতে এ রন্ধ্র নজরে পড়ে না। রন্ধ্র দেখিয়া সমর মিত্র বলিলেন—এই পথে অন্তর্দ্ধান!

এখানকার ঝোপ ও পত্র-পল্লবের চেহারা দেখিলে বুঝা যায়, সেগুলাকে যেন নিষ্ঠুরভাবে মর্দ্দন ও পীড়ন করিয়া গিয়াছে! কোথাও কচি-ডাল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কোথাও পায়ের চাপে বনলতা লুণ্ঠিত ···তবু এ জায়গা দিয়া পলাইলেও ইট সরাইতে সময় লাগিয়াছে! এবং সে-কাজে শক্তি-সামর্থ্যের প্রয়োজন! বন্দুকের গুলি খাইয়া সে শক্তি হারায় নাই, এমন বীর-বৃকোদরের মতো লোক! তাছাড়া ইট সরাইবার সময় মেন্নু বা সোনা দেখিতে পাইল না? সাহসিকা

মালতীর লক্ষ্য এড়াইয়া গেল? অমন উৎকর্ণ উদ্‌গ্রীব তাদের সে সন্ধানী অধ্যবসায়···

রন্ধ্র-পথে বাহির হইয়া দেখেন, পাঁচ হাত চওড়া একটা পথ। পায়ে-চলা গলি পথ। সে পথে চাকার দাগ। মোটর-বাইকের চাকা ···ট্রেলার-সমেত মোটর-বাইক।

প্রশ্ন করিলে মেধু ও সোনা বলিল, ভোরের ঠিক আগে ও-পথে তারা মোটর-বাইক চলার ভট্‌-ভট্‌ শব্দ শুনিয়াছিল, বটে!···

চক্রবর্ত্তী বলিলেন—এই পথেই পালিয়েছে, সমর···

সমর মিত্র বলিলেন—কিন্তু ছায়া-দেহে পালাবার মন্ত্র জানা ছিল না, নিশ্চয়!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ছদ্মবেশী মিষ্টার রায়

মালী ও চাকরদের প্রশ্ন করিয়া জানা গেল, মোটর-বাইকের একটা বিপর্য্যয় শব্দ তারা শুনিয়াছিল—কিন্তু সে-শব্দে কেহ বড় ভ্রূক্ষেপ করে নাই।...

গলির ওদিকে কার বাগান। সে বাগানের মালী ইন্দ্রদ্যুম্ন বলিল —মোটর-বাইক-গাড়ী সে দেখিয়াছে—বাইকের সঙ্গে আর-একখানা ছোট গাড়ী বাঁধা ছিল। মালী ইন্দ্রদ্যুম্ন তখন ওদিক হইতে মনিবের বাগানে ফিরিতেছিল...মোটর-গাড়ীখানা ছিল সতীপদ রায়ের বাড়ীর পিছনের গলিতে...একটা ল্যাম্প-পোষ্টের সামনে। সোঁ করিয়া গাড়ীখানা বাহির হইয়া গেল! একজন লোক ছিল বাইকে—দুজন ছিল পিছনের গাড়ীতে...কেমন যেন কুণ্ডলী পাকাইয়া! মালী বলিল, গাড়ী যে চালাইতেছিল, তার পরণে ছিল হাফ-প্যান্ট, গায়ে সোয়েটার এবং মাথায় একটা সাদা টুপি...টুপির গড়ন খদ্দরের টুপির মতো।...

তদারকের ভার পড়িল সমর মিত্রের হাতে।

পরের দিন সমর মিত্র সতীপদর গৃহে আসিলেন। বাড়ীতে দু'জন রিপোর্টার সতীপদকে ঘিরিয়া প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতেছিল। রিপোর্টারদের মধ্যে একজন পরিচিত প্রসাদ বাবু; আর-একজন সেই সাহেবী-পোষাক-পরা তরুণ যুবা।

সমর মিত্র আসিলে মালতী বলিল—আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে···আড়ালে বলতে চাই।

সমর মিত্রকে লইয়া মালতী আসিল পাশের ঘরে। একখানা চিঠি দেখাইয়া বলিল—আজ সকালের ডাকে এই চিঠি পেয়েছি···

খাম লইয়া সমর মিত্র দেখিলেন। খামের উপরে ইংরেজীতে লেখা মালতীর নাম-ঠিকানা। চিঠি খুলিয়া পড়িলেন। বাঙলায় লেখা আছে—

ও-গুলিতে যদি আমাদের লীডারের প্রাণ যায়, তাহা হইলে স্ত্রী-হত্যায় কুণ্ঠিত হইব না।

চিঠি পড়িয়া সমর মিত্র বলিলেন—হুঁ···তারপর তিনি চাহিলেন মালতীর পানে, বলিলেন—এ খপর তাহলে জানে যে যিনি গুলি ছুড়েচেন, তিনি একজন মহিলা! শুধু তাই নয়, তাঁর নাম মালতী দেবী।···আশ্চর্য্য!

মালতী বলিল—আমিও আমার নাম দেখে অবাক হয়ে গেছি···

সমর মিত্র বলিলেন—চিঠিখানা আমি রাখবো···তুমি কিন্তু সাবধানে থেকো, মা। এ বাড়ী থেকে অন্যত্র যাওয়া যদি সম্ভব হয়···

মালতী বলিল—না, তা সম্ভব হবে না।

সমর মিত্র কি ভাবিলেন, তারপর বলিলেন—দু'জন সেপাই মোতায়েন করে দেবো···আর যে-লোকই বাড়ীতে আসুক, শ্লিপে নাম লিখে সে পাঠাবে, তার পর অনুমতি পেলে ফটকের মধ্যে [illegible] সে ঢুকবে! তা সে যে-লোকই হোক! আমি এলেও শ্লিপ পাঠিয়ে অনুমতি পেলে তবে ফটকে ঢুকবো। এবং এ কথা সতীপদ বাবুকেও বলে যাবো। বুঝলে?

মাথা নাড়িয়া মালতী জানাইল, তাই হইবে।

তারপর সমর মিত্র বলিলেন—এ রকম চিঠি ওরা লেখে···এর জন্ত খুব ভয় আছে বলে মনে হয় না। তবে সাবধান হওয়া দরকার। যে আসবে, তারি সঙ্গে পারত-পক্ষে দেখা করো না। এ সম্বন্ধে হুঁশ রেখো।··

এই কথার পর সমর মিত্র আসিলেন সতীপদর ঘরে। মালতী চলিয়া গেল। বলিল—আপনার জন্য চা তৈরী করে আনি···

সাহেবী-পোষাক-পরা যুবকটি তখন প্রসাদকে কি বলিতেছিল ·· সতীপদ সে-ঘরে নাই।

যুবাকে সমর মিত্র বলিলেন—কিন্তু আপনাকে আমরা চিনি না। আমরা যখন এ ব্যাপারের তদন্ত করছি, আপনি তখন মাঝখান থেকে এর মধ্যে মাথা গলাচ্ছেন কেন?

যুবক বলিল—আমি রিপোর্ট সংগ্রহ করছি···

সমর মিত্র বলিলেন—আপনি কোন্ কাগজের রিপোর্টার?

যুবক বলিল--কোনো বিশেষ কাগজের রিপোর্টার আমি নই। তবে অনেক কাগজে আমি রিপোর্ট পাঠাই···interesting ব্যাপার ঘটলে তার রিপোর্ট। সে-সব রিপোর্ট ছাপা হয়। তাছাড়া আমার লেখা কোনো রিপোর্ট কোনো কাগজওয়ালার কাছ থেকে আজ পর্যান্ত ফেরত আসে নি।

সমর মিত্র তাকে আপাদ-মস্তক পর্য্যবেক্ষণ করিলেন, করিয়া বলিলেন—আপনার নাম?

যুবক বলিল—আমি ছদ্ম-নামে রিপোর্ট লিখি···

—সে ছদ্ম-নাম?

যুবক বলিল একটি নাম 'অপ্রকাশ'। আর-একটা নাম 'সব্যসাচী'। আর-একটা নাম 'মুদ্রারাক্ষস'। ফোর্থ নাম 'সত্যব্রত'।

সমর মিত্র বলিলেন—এ সব তো হলো ছদ্ম-নাম···আপনার আসল নাম?

যুবক বলিল—আমার আসল নাম প্রকাশ করতে চাই না।

সমর মিত্রের দু'চোখে দ্বিধা···বিস্ময়! তিনি বলিলেন—কিন্তু সত্য নাম জানতে চাই··

যুবক বলিল—সে-নাম আমি বলবো না···

যুবকের স্বর অকুণ্ঠিত এবং সতেজ।

সমর মিত্র বলিলেন—নাম আপনাকে বলতেই হবে।

—হুকুম? যুবক হাসিল, বলিল—আমি খুনী নই বা তার সঙ্গী-সহচর নই···আমার নামের সঙ্গে আপনার কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না।

সমর মিত্র চটিলেন, বলিলেন—নাম না বললে গ্রেফতার করবো···

যুবক বলিল—On suspicion under Sec. 54 C.P.C. (সন্দেহে ফৌজদারী-কার্য্য-বিধির ৫৪ ধারায়)?

সমর মিত্র বলিলেন—যদি বলি, তাই?

হাসিয়া যুবক বলিল—তার কোনো প্রয়োজন হবে না। কারণ গ্রেফতার হবার সখ আমার নেই! কাগজে-কাগজে হেড-লাইন ছেপে বেরুবে,—বাগমারির হত্যা-ব্যাপারে সত্যব্রত রিপোর্টার গ্রেফতার!···না, মশায়···আমার নাম নির্ম্মল রায়···আমি ইউনিভার্সিটি ল-কলেজ থেকে বি-এল পাশ করেছি। ওকালতি করবার সখ নেই··ক্রিমিনলজি ষ্টাডি করবো, এই আমার বাসনা!

নির্ম্মল রায় পরিচয় দিল, তার বাবার টাকা-কড়ি আছে। বাবা এখনো

বাঁচিয়া আছেন। মা নাই! বাপ থাকেন উল্টরপাড়ায়। বাপের সঙ্গে সপ্তাহে একবার দেখা করিয়া পিতার প্রতি পুত্র তার কর্তব্য পালন করে ···তারপর মন যা চায়, করিয়া বেড়ায়।···

পরিচয় দিয়া নির্ম্মল তার মুখের উপর হইতে ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়ি উপড়াইয়া লইল···দিব্য চাঁচা-ছোলা কমনীয় মুখ···

সমর মিত্র বলিলেন—ছদ্মবেশের কারণ?

নির্ম্মল বলিল—স্ব-রূপে এ সব ব্যাপারে আত্মপ্রকাশ করতে আমি চাই না। যেখানে যেমন প্রয়োজন, সেখানে তেমনি বেশ ধারণ করি!

সমর মিত্র বিস্ময় বোধ করিলেন···ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়াইয়া বেড়ানোর যে উপমা প্রচলিত আছে, সত্যকার জীবনে তেমন মানুষ তাহা হইলে আছে!

সমর মিত্র বলিলেন—সেদিনও আপনাকে এখানে দেখেছিলুম···

নির্ম্মল বলিল—আপনি যেমন এ-রহস্য উদ্ধার করতে মাথা ঘামাচ্ছেন, আমিও তেমনি···

সমর মিত্রের মনে অত্যন্ত কৌতূহল, তিনি বলিলেন—কি রকম বুঝছেন?

নির্ম্মল বলিল—প্রথম দিনে ব্যাপারটিকে যত জটিল বলে মনে হয়েছিল, এখন আর তত জটিল মনে হচ্ছে না।

—তার মানে?

নির্ম্মল বলিল—একটা থিওরি ধরে' আমি ঘটনাগুলোর আলোচনা করছি। এবং যত ভাবছি, ততই আমার চিন্তা যেন থই পাচ্ছে···

—কি রকম থই?

হাসিয়া নির্ম্মল বলিল—মাপ করবেন। আপনি একজন বিচক্ষণ

অফিসার···আপনার বুদ্ধি-কৌশলের বহু কাহিনী শুনে আসছি···আপনাকে উপদেশ দেবো, এত বড় ধৃষ্টতা আমার নেই। তাছাড়া এ লাইনে আমি এ্যামেচার মাত্র!···এবং আমার এ-থিওরির মধ্যে এখনো কতকগুলো ছোট-খাট খোঁচ রয়েছে···সে খোঁচগুলি যতক্ষণ পর্য্যন্ত না নির্ম্মূল করতে পারছি, ততক্ষন পর্যন্ত···অর্থাৎ মন্ত্রগুপ্তি সঙ্গত বলে মনে করি···Precise conclusion (সঠিক সমাধা) যতক্ষণ পর্য্যন্ত না হয়···

সমর মিত্রের মনে যেমন কৌতূহল, তেমনি কৌতুক! তিনি বলিলেন —আমি এখনো কোনো রকম হদিশ পাই নি! এতটুকু না! আর আপনি···

নির্ম্মল বলিল—তার কারণ, আপনি এখনো এ ব্যাপারের মধ্যে প্রবেশ করেন নি···আপনি এখনো বাইরের আঁচিল-পাঁচিল নিয়ে চিন্তা করছেন। ভিতরের দিক নিয়ে চিন্তা করবার মতো সময় এখনো আপনি পান নি। যে সব facts (বাস্তব ঘটনা) পেয়েছেন, সেগুলো এখনো মনের মধ্যে গভীর হয়ে বসেনি কি না···

সমর মিত্র বলিলেন—যে সব facts পেয়েছি, আপনি বলতে চান তার মধ্যেই সমাধানের উপায় রয়েছে?

নির্ম্মল বলিল—নিশ্চয়। আমি যাহ দিশ পাচ্ছি···মানে, আপনারা যে সব facts পেয়েছেন, সেই সব facts-এর গণ্ডী ধরেই···

—হুঁ···

সমর মিত্র একাগ্র-দৃষ্টিতে নির্ম্মলের পানে চাহিয়া রহিলেন···প্রায় পাঁচ মিনিট। তারপর বলিলেন—কে খুন করেছে, আপনি জানেন?

—জানি।

—কে···শুনি

—এখন বলবো না···বললুম তো, precise conclusion না হওয়া পর্য্যন্ত ··

—বেশ। খুনী কোথায়···তা জানেন ?

—জানি।

—আমায় বলবেন ?

নির্ম্মল বলিল—আপনি আর একটু দেখুন। তারপর যদি প্রয়োজন মনে করেন···মানে, আমার সাহায্য চান যদি···

সমর মিত্র বলিল—No no, my young friend, here and now please (না, না, তরুণ বন্ধু এখন এইখানে আমায় বলুন)।

সস্মিত দৃষ্টিতে নির্ম্মল চাহিল সমর মিত্রের পানে···বলিল,—সমর বাবু···

কথা শেষ হইল না। সে ঘরে আসিলেন সতীপদ রায় এবং তাঁর সঙ্গে মালতী। মালতীর পিছনে মেঘু···মেঘুর হাতে চায়ের ট্রে···

মালতী বলিল—আপনারা চা খাবেন, নিশ্চয়···

নির্ম্মল ততক্ষণে চিবুকে আবার ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়ি আঁটিয়া লইয়াছে ·· নির্ম্মল বলিল,—নিশ্চয়···and with pleasure (আনন্দে)···

ক্ষণেক সব চুপচাপ। সমর মিত্রের মনে সংশয়, দ্বিধা · চিন্তার তরঙ্গোচ্ছ্বাস !

এ স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া নির্ম্মলের পানে চাহিয়া মালতী কহিল,—আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি ?

নির্ম্মল বলিল—আমায় বলছেন ?

—হ্যাঁ···

নির্ম্মল বলিল—নিশ্চয়।

মালতীর মনে নিমেষের দ্বিধা ও সঙ্কোচ···তারপর একটা ঢোক গিলিয়া মালতী বলিল—আচ্ছা, কাল বেলা তখন পাঁচটা···বাগানের পিছনে ঐ গলির মধ্যে আপনি দাঁড়িয়ে কি করছিলেন ?···এঁরা সকলে চলে যাবার পর ?···বাগানের পিছনে যে ছোট দরজা, সেই দরজার বাইরে ?

প্রশ্ন শুনিয়া সমর মিত্রের দুই চোখ দীপ্তিতে জ্বলজ্বল্ করিয়া উঠিল। তিনি চাহিলেন নির্ম্মলের পানে সতৃষ্ণ-নয়নে।

অকস্মাৎ যেন একটা আঘাত পাইয়াছে···নির্ম্মলের মুখের ভাব তেমনি বিবর্ণ! নির্ম্মল বলিল—কাল বিকেল পাঁচটার সময় আমায় আপনি দেখেছেন ঐ গলির মধ্যে ?

নির্ম্মলের এ কথায় মালতী তার উপর দুই চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধ রহিল ..মনের সঙ্গে কি যেন বুঝাপড়া করিল। তারপর বেশ সুদৃঢ় কণ্ঠে বলিল—হুঁ···সকলে চলে গেলে আমার মন ভারী বিশ্রী হয়ে ছিল··কিছু ভালো লাগছিল না। বাড়ীতে অকারণে হঠাৎ এত বড় কাণ্ড···তারপর মনে হলো সে-লোকটা গুলির চোট্ খেয়েও এমন করে পালালো, সত্যি! এই ভেবে বাগানের চারিদিকে ঘুরে আমি সব দেখতে লাগলুম···হঠাৎ তখন দেখি, কাঁঠাল-গাছের ডাল পড়ে এক-জায়গায় পাঁচিলের খানিকটা ধ্বসে গেছলো···সেখান দিয়ে ওদিককার গলিতে নজর পড়লো। আপনাকে দেখতে পেলুম। দেখি, দাঁড়িয়ে আপনি কি যেন খুঁজছেন!···আমায় আপনি দেখতে পেলেন। দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি সরে গেলেন··যেন লুকোলেন!

নির্ম্মল বলিল—আমায় দেখেছেন? একেবারে সঠিক?

মালতীর মনে আবার নিমেষের দ্বিধা! মালতী বলিল—হলফ্ করতে পারি না···তবে এমনি ইংলিশ-সুটপরা···এমনি ফ্রেঞ্চ-দাড়ি আপনি যদি

তিনি না হন, তাহলে বলবো, আপনার চেহারার সঙ্গে সে-লোকের চেহারার আশ্চর্য্য মিল !

এ কথায় নির্ম্মলের মুখে আবার সেই পাংশু ভাব !

দেখিয়া সমর মিত্র বলিলেন—সবার চোখে ধূলো দেবে তুমি—সদ্য ল-পাশ-করা ইয়ংম্যান ! তুমি তাহলে ওদের লোক···রিপোর্টার সেজে ভিতরের তত্ত্ব নিচ্ছ···

নির্ম্মল কোনো জবাব দিল না—সমর মিত্রের পানে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

সমর মিত্র বলিলেন—এ কথার জবাব দিন, নির্ম্মল বাবু !

নির্ম্মল বলিল—উনি ভুল করেছেন··যাকে দেখেছেন, সে আমি নই। কারণ, কাল বেলা চারটের পর আমি বাগবাজারে গিয়েছিলুম আমার এক মাসিমার ছেলের পাকা দেখা ছিল···সেইখানে। সেখানে আমি ছিলুম সন্ধ্যা সাতটা পর্য্যন্ত।

সমর মিত্র বলিলেন—প্রমাণ চাই।··আমায় ক্ষমা করবেন নির্ম্মল বাবু ··আপনাকে আমি এ্যারেষ্ট করছি।

—এ্যারেষ্ট ! নির্ম্মল চমকিয়া উঠিল !

সমর মিত্র বলিলেন—হ্যাঁ। বলুন, এ খুনের ব্যাপারে···ছদ্মবেশে ছদ্মনামে আপনি হঠাৎ এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন···এ ব্যাপারে আপনার যখন এমন interest · তার উপর মালতী দেবীর এই কথা···এতে যদি এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট আছেন বলে আপনাকে আমি গ্রেফতার করি, তাহলে আমার পক্ষে কি তা অন্যায় হবে ?

নির্ম্মল বলিল—তারপর হাজত ? কোর্ট ?

সমর মিত্র বলিলেন—আপনি যা বললেন, ও সময়ে আপনি ছিলেন

বাগবাজারে আপনার মাসিমার বাড়ীতে···তা যদি প্রমাণিত হয়, তাহলে সেই মুহূর্ত্তেই আপনাকে ছেড়ে দেবো।

নির্ম্মল বলিল—হুঁ···অর্থাৎ প্রমাণ পেয়ে আপনি যতক্ষণ না খুশী হচ্ছেন, ততক্ষণ আমাকে বন্দী থাকতে হবে ?

—কাল বেলা বারোটা পর্য্যন্ত।···অর্থাৎ বাগবাজারে সন্ধান নেবো ···এবং আপনার কথা যদি সত্য হয়, তাহলে কাল ডেপুটি কমিশনারের হুকুম নিয়ে আপনাকে খালাশ দেবো।

নির্ম্মল বলিল—কিন্তু আজ সন্ধ্যার পর আমি ভেবেছিলুম, উত্তর-পাড়ায় বাবার কাছে যাবো। তার কারণ, কাল থেকে এ ব্যাপার নিয়ে একাগ্র-মনে সন্ধান সুরু করবো, সেজন্য যদি কিছুদিন সেখানে যেতে না পারি, বাবা হয়তো চিন্তিত হবেন।

সমর মিত্র বলিলেন—নিরুপায়, নির্ম্মল বাবু···

এ কথার পর সমর মিত্র ডাকিলেন জমাদার রাম-একবালকে··· বলিলেন—আসামী···রাখ্‌খো···

নির্ম্মল বলিল—দোহাই সমর বাবু, কোমরে দড়ি দিয়ে ভাল্লুকের মতো সারা পথ ঘুরিয়ে আর অপমানটা করবেন না! আমি জানি, প্রমাণ আপনি পাবেন। এবং আমিও খালাশ পাবো! কিন্তু কনষ্টেবল যদি দড়ি ধরে আমাকে পথ দিয়ে টেনে নিয়ে যায়, তাহলে তাতে আমার যে অপমান···আমি খালাশ পেলেও সে অপমানের প্রতিকার হবে না! আমার সম্বন্ধে দয়া করে এমন ব্যবস্থা করুন···

সমর মিত্র বলিলেন—আচ্ছা···আপনাকে থানায় পাঠাবো না।

সতীপদ বাবুর এই কম্পাউণ্ডে এক-তলা যে গেষ্ট-হাউস আছে···সে-বাড়ীতে আপনি থাকবেন। তবে দুজন পাহারাওলা আপনাকে চৌকি দেবে··· এবং সে-ঘর থেকে আপনি বেরুতে পাবেন না।

নির্ম্মল বলিল—মন্দের ভালো! হয়তো কোষ্ঠীতে কোনো দুষ্টগ্রহ ছিল···যার জন্ম বিনাদোষে অকারণে আমাকে হাজত বাস করতে হচ্ছে!

নির্ম্মলকে লইয়া সমর মিত্র নিজে গেলেন বাগানের কম্পাউণ্ডে যে গেষ্ট-হাউস বা "সুহৃদ্-কুঞ্জ", সেইখানে।···ঘরগুলা বেমেরামতীর জন্ম কদর্য্য হইয়া আছে, তবে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই। ঘরের মধ্যে খাট-বিছানা, টেবিল-চেয়ার যথেষ্ট আছে···তবে ধূলি-ধূসর। খড়খড়ি বন্ধ, ঘরের দ্বার তালা-বন্ধ। একটা ঘরে নির্ম্মলকে রাখিয়া সমর মিত্র বলিলেন— আপনার দুশ্চিন্তার কারণ নেই···সতীপদ বাবুর বাড়ী থেকে আতিথ্যের ব্যবস্থা হবে···যোগ্য ব্যবস্থা। তবে পাহারাওয়ালারা থাকবে বাইরে··· পাহারাদারী করবে এবং এ ঘর থেকে আপনি বেরুতে পাবেন না।

—বেশ···

বলিয়া মৃদু হাস্তে নির্ম্মল ঘরের মধ্যে গিয়া বসিল।

মাণিকতলা থানার বিজয় বাবুকে ডাকিয়া নির্ম্মলের পাহারাদারীর ব্যবস্থা করিয়া সমর মিত্র আবার আসিলেন সতীপদর বসিবার ঘরে··· তখন সন্ধ্যার ছায়া ধীরে ধীরে চারিদিকে কালো পর্দ্দা টানিয়া দিতেছে!

রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে···সতীপদর ঘরে বসিয়া সতীপদ,

মালতী, সরলা, বিজয় বাবু এবং সমর মিত্র···সকলে মিলিয়া এই ব্যাপার সম্বন্ধে নানা পরামর্শ চলিয়াছে···বাহিরে মেঘু-সোনার দল···তাদের উপরেও নজর রাখিয়া পাহারাদারীর কড়াক্কড় ব্যবস্থা···সমর মিত্র নিঃশব্দে এমন কৌশলে এ পাহারাদারীর ব্যবস্থা করিয়াছেন যে বাহিরে আর কেহ তাঁর এ ব্যবস্থা সম্বন্ধে এতটুকু সাড়া পায় নাই!

বাহিরে বিরাট নিস্তব্ধতা···সমর মিত্র ঘড়ির দিকে চাহিলেন···বলিলেন, —ইঃ, এগারোটা বাজে! আমরা এবার উঠি।

মালতী বলিল—আপনারা চলে যাবেন, বুঝি?

—যাবো না?

মালতী বলিল—আবার সেই রাত্রি···আপনারা চলে যাবেন শুনেই ভয়ে আমার গা ছম্‌ছম্‌ করছে।

ঘড়িতে এগারোটা বাজিল। সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে বাগানের গেষ্ট-হাউসের দিক হইতে বন্দুকের গুলির শব্দ···

সকলে চমকিয়া উঠিল! বন্দুক ছোড়ে কে?

সমর মিত্র উঠিয়া দাঁড়াইলেন···আবার শব্দ হইল, ধুরুম্‌!···আবার··· আবার···উপরি-উপরি চারিবার···

সকলে শশব্যস্তে বাহিরে আসিলেন। সমর মিত্র চাহিলেন মালতী ও সরলার দিকে; বলিলেন—মেয়েরা ঘরে থাকুন···দরজা বন্ধ করে দিন···

বলিয়া তিনি চারিদিকে চাহিলেন···

মেঘুর চীৎকার শুনা গেল—আগুন···আগুন···

চাহিয়া সকলে দেখেন, গেষ্ট-হাউসের ওদিকে পথের উপরে যে শুষ্ক খড় স্তূপাকারে জড়ো করা ছিল, সেই খড়ের স্তূপে আগুন লাগিয়াছে··· দাউ-দাউ শিখা···

বাতাসে বেগ ছিল। বাতাসের বেগে আগুন যেন মল্লযুদ্ধে মাতিল··· ফুলিয়া ফুঁশিয়া লাফ দিতে লাগিল···জ্বলন্ত খড় লইয়া লোফালুফি করিতে করিতে ওদিকে ধোপার পর্ণ-কুটীরের চালে ফেলিল···পর্ণ-কুটীরে আগুন লাগিল···মাহিনা-করা ধোপা সে-কুটীরে সপরিবারে বাস করে···আগুন দেখিয়া বাড়ীর সকলে আর্ত্ত রব তুলিল···

সমর মিত্র বলিলেন—ফন্দী করে আগুন লাগিয়েছে···খুনীর দল···

বিজয় বাবু বলিলেন—নিশ্চয়···

জল···জল···জল!

তুমুল কোলাহল···দারুণ বিশৃঙ্খলা···বালতি-কলসী যে যা পায়, লইয়া তাহাতে পুকুর হইতে জল ভরিয়া অগ্নিকুণ্ডে জল দিতে লাগিল। আগুন সহজে নিবৃত্ত হইতে চায় না! যেন বহুযুগের ক্ষুধা ছিল সঞ্চিত···আজ সুযোগ পাইয়া আগুন সে ক্ষুধার পূর্ণ তৃপ্তি চায়!···

আগুন যখন নিবিল, রাত তখন প্রায় দুটো বাজে···

শ্রান্ত ঘর্ম্মাক্ত ক্লেদসিক্ত দেহে সকলে নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

জমাদার রাম-একবাল আসিয়া বলিল—আসামী কাঁহা?

তার মানে?

সমর মিত্র ছুটিলেন সুহৃদ-কুঞ্জের দিকে···গিয়া দেখেন, ঘরের দ্বার খোলা···নির্ম্মল রায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। যে দুজন সিপাহীকে তার পাহারাদারীতে মোতায়েন রাখা হইয়াছিল, তারা ঘুমে অচেতন! আগুনের এমন বিপর্য্যয় ব্যাপার···তাহাতেও তাদের ঘুম ভাঙ্গে নাই!···তাদের

পাশে পড়িয়া আছে একটা কাগজের কৌটা···কৌটার গায়ে লেখা—সুখের বড়ি···এবং···

ভালো করিয়া পড়িয়া দেখেন, কৌটার গায়ে পেন্সিলের হরফে লেখা,

এ বড়ি বিষাক্ত নয়। খাইলে অঘোর ঘুম।

বুঝিলেন, নির্ম্মল রায়ের কীর্ত্তি।

রাত্রি প্রায় চারিটা···

সমর মিত্র বলিলেন—আগুন লাগিয়ে ওদিকে আমাদের মনোযোগী রেখে কাজ হাসিল করে গেছে···

মালতী বলিল—কি মতলব হতে পারে, সমর বাবু?

সমর মিত্রের ললাটে চিন্তারেখা! তিনি বলিলেন,—আমার মনে হয়, সেই বন্দুকের চোট-খাওয়া লোকটা এই কম্পাউণ্ডের কোথাও লুকিয়ে পড়েছিল···এখন এই অগ্নি-লীলার ফাঁকে তাকে সরিয়ে নিয়ে গেছে!

মালতী বলিল,—সে ভদ্রলোক···? মানে,···ঐ নির্ম্মল বাবু বলে যিনি পরিচয় দিয়েছিলেন···?

সমর মিত্র বলিলেন—সেই উদ্দেশ্যে ছদ্মবেশে ছদ্ম-পরিচয়ে এখানে ও ছিল এবং আমাদের চোখে ধূলো দিয়ে জখমী সঙ্গীকে নিয়ে সরে পড়েছে।

মালতীর সর্ব্বাঙ্গে রোমাঞ্চ-রেখা! মালতী বলিল—আশ্চর্য সাহস আর বুদ্ধি বলতে হবে! ঠিক যেন ম্যাজিকের মতো!

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সমর মিত্র বলিলেন,—হুঁ···

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বাবা মুস্তাফা

পরের দিন খপরের কাগজে এই খপরটি ছাপিয়া বাহির হইল,—

রোমাঞ্চকর সংবাদ!

কলিকাতার বিখ্যাত ডাক্তার সুকৃতিনাথ মল্লিক নিরুদ্দেশ!!

ফন্দীবাজের দুঃসাহসিক কীর্ত্তি!!!

"শেষ রাত্রে আমরা এক আশ্চর্য্য সংবাদ পাইয়াছি। এ সংবাদ কতখানি সত্য, জানি না। সংবাদ শুনিয়া আমরা স্তম্ভিত! এ ঘটনা যদি সত্য ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে বলিব, কলিকাতা-সহরে আরব্য-উপন্যাসের ঘটনা ঘটা অসম্ভব নয়!

কাল রাত্রি নটায় চিকিৎসক-সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠিত নাট্যাভিনয় দেখিতে কলিকাতার বিখ্যাত অস্ত্র-চিকিৎসক ডাক্তার রায় শ্রীযুক্ত সুকৃতিনাথ মল্লিক বাহাদুর মহাশয় সস্ত্রীক ষ্টার থিয়েটারে গিয়াছিলেন। তৃতীয় অঙ্কের অভিনয় সুরু হইয়াছে, রাত্রি তখন প্রায় এগারোটা, সেই সময় একজন ভদ্রলোক গিয়া দোতলার বক্সে তাঁর সঙ্গে দেখা করিয়া বলেন, বিশেষ কাজে গূঢ় বিষয়ের পরামর্শ করিবার জন্য ডেপুটি কমিশনার মহোদয় রায় বাহাদুরের সাক্ষাৎপ্রার্থী এখনই। এ-কথায় রায় বাহাদুর বলেন —কিন্তু…

তখন সে ভদ্রলোক বলেন, তিনি ডিটেকটিভ অফিসার। এবং কাজ অত্যন্ত জরুরী না হইলে এত রাত্রে থিয়েটার হইতে তাঁকে এমন করিয়া লইয়া গিয়া কষ্ট দিবার প্রয়োজন ছিল না। সে-ভদ্রলোক আরো বলেন—ব্যাপারটি খুব গোপনীয়···ইঙ্গিতে কেহ না জানিতে পারে! সাড়ে বারোটার মধ্যে রায় বাহাদুরকে নিরাপদে থিয়েটারে পৌঁছাইয়া দিয়া যাইবেন বলিয়া রায় বাহাদুরের পত্নীর কাছে তিনি প্রতিশ্রুতি দান করেন। এ কথা শুনিয়া রায় বাহাদুর এক-মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া সে ভদ্রলোকের সঙ্গে থিয়েটার ত্যাগ করিয়া বহির্গত হন। তারপর রাত্রি দেড়টায় নাট্যাভিনয় শেষ হয়। রায় বাহাদুর তখনো ফিরিলেন না দেখিয়া তাঁর পত্নীর আতঙ্ক ও দুশ্চিন্তার সীমা ছিল না। তিনি তখন সেখানে উপস্থিত ডাক্তার শ্রীযুক্ত দীনেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে সব কথা বলেন। সে কথা শুনিয়া ডাক্তার চক্রবর্ত্তী রাত্রি প্রায় পৌণে দুটায় ডেপুটি কমিশনারের গৃহে টেলিফোন করেন। সংবাদ শুনিয়া ডেপুটি কমিশনার মহাশয় উত্তর দেন, কোনো কারণে কাহাকেও তিনি রায় বাহাদুরকে আনিবার জন্য পাঠান নাই! কেহ যদি তাঁর নাম করিয়া এমন কথা বলিয়া থাকে, তবে সে কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা! ডেপুটি কমিশনার মহোদয়ের আদেশে তখনি তিন-চারিটা থানা হইতে ইনস্পেক্টররা মোটর লইয়া ফন্দীবাজদের সন্ধানে বাহির হয়। কোথাও রায় বাহাদুরের সন্ধান মিলে নাই! তবে এটুকু মাত্র জানা গিয়াছে যে রায় বাহাদুরকে লইয়া একখানি প্রাইভেট মোটর গাড়ী থিয়েটার-গৃহ ত্যাগ করিয়া গিয়াছিল এবং সে গাড়ীতে ধুতি-কোট-পরা একজন ভদ্রলোক বসিয়া ছিলেন। গাড়ীর ড্রাইভার নেপালী। গাড়ীর নম্বর পাওয়া যায় নাই!

রায় বাহাদুরের সন্ধানের জন্য পুলিশের অধ্যবসায়ের সীমা নাই।

ব্যাপার কি এবং কোথায় দাঁড়ায়, জানিবার জন্য আমরা একান্ত উদ্‌গ্রীব রহিলাম!"

এ খপর পড়িয়া পাঠক-পাঠিকা-মহলে জল্পনার সীমা রহিল না। নানা লোক নানা গল্প রচনা করিয়া বিজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কেহ বলিলেন—একদল ফন্দীবাজের কাজই হইল ডাক্তারদের ডাকিয়া লইয়া গিয়া খুন করা! কেহ বলিলেন—হ্যাণ্ডনোট লিখাইয়া তবে ছাড়িবে! কেহ বলিলেন—বাড়ীতে এতক্ষণে লোক আসিয়াছে রায় বাহাদুরের স্ত্রীর নামে চিঠি লইয়া যে দশ হাজার টাকা দিলে তবে রায় বাহাদুরকে ছাড়িয়া দিব।

কিন্তু এ সব জল্পনা-কল্পনাতেও রায় বাহাদুর ফিরিলেন না বা তাঁর সম্বন্ধে পুলিশ কোনো সন্ধান পাইল না!

অকস্মাৎ বৈকালের দিকে কাগজে-কাগজে আবার সংবাদ বাহির হইল,

রায় বাহাদুরের মুক্তি

এবং

নানাবিধ অনুমান

তারপর ছাপা হইয়াছে—

"আজ সকালে বেলা দশটায় একখানি মোটর গাড়ী আসিয়া ৭৮নং দিলখুশ রোডে রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুকৃতিনাথ মল্লিকের ডিস্‌পেন্সারির সামনে দাঁড়ায়। দাঁড়াইয়াছিল এক সেকণ্ডের জন্য! এবং ডাক্তার বাবুকে নামাইয়া দিয়া পরক্ষণেই নক্ষত্র-বেগে সে মোটর গাড়ী চলিয়া যায়। গাড়ীর

নম্বর কেহ জানে না। তার কারণ, এমন অকস্মাৎ এবং চকিতে এ ব্যাপার ঘটে যে কাহারো চোখের পলক ফেলিবার অবসর ছিল না! রায় বাহাদুরের বহু আত্মীয়-বন্ধু, পুলিশ-কর্ম্মচারী এবং আমাদের প্রতিনিধি গিয়া রায় বাহাদুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এ রহস্য-সন্ধানে সকলে বহু প্রশ্ন করিলে রায় বাহাদুর সংক্ষেপে শুধু জবাব দিয়াছেন—আমার সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করিয়াছিল। তিনজন ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হইয়াছে। তিনজনেই আচার-ব্যবহারে খুব ভদ্র।

পুলিশ প্রশ্ন করিয়াছিল—সেখানে কতক্ষণ ছিলেন?

—যাওয়া-আসার সময় ছাড়িয়া দিয়া প্রায় আট ঘণ্টা।

—কি জন্য লইয়া গিয়াছিল?

—একজন রোগীর চিকিৎসার জন্য। তার এমন অবস্থা যে সত্ত অপারেশনের প্রয়োজন ছিল।

—অপারেশন হইয়াছে।

—হ্যাঁ। কিন্তু পরে কি হয়, বলা কঠিন!

—কোথায় গিয়াছিলেন?

—পাড়ার নাম করিতে পারিব না। প্রাণের ভয় আছে। তবে রোগীকে দেখিয়াছি একটা মেশে।

—আবার দেখিতে যাইবেন?

—বোধ হয় না। সে সম্বন্ধে আমাকে কোনো কথা বলে নাই। তবে যাই বা না যাই, রোগী যদি বাঁচে, তাহা হইলে বলিব, পুনর্জন্ম!

—ইহার বেশী আরো কিছু জানিতে চাই।

ডাক্তার মল্লিক তখন বিনীতভাবে বলেন—মাপ করবেন। এর বেশী আর কিছু আমি বলতে পারবো না। তার কারণ, আমি শপথ করেছি!

দ্বিতীয়তঃ, আমাকে ওরা ফী দেছে নগদ পাঁচ হাজার টাকা ! যদি আমি ঘুণাক্ষরে এ সম্বন্ধে কোনো কথা প্রকাশ করি, তাহলে তারা স্পষ্ট বলেছে, প্রাণ-সংশয় !

শুনিয়া সকলে সবিস্ময়ে বলেন,—এ-কথা বিশ্বাস করতে বলেন রায় বাহাদুর ?···না, আপনি তামাসা করছেন ? !

রায় বাহাদুর বলিলেন—একবিন্দু তামাসা নয়। যা বলেছি, তা সত্য, কঠোর নির্মম সত্য।

এ কথাটুকু ছাড়া রায় বাহাদুরের কাছ হইতে আর কোনো কথা জানা যায় নাই। কে রোগী, কোথায় সে রোগী, কিসের জন্য অপারেশন, এ-সবের বিন্দুবিসর্গ কেহ জানে না। কাজেই এ রহস্য নির্ণয় করা বুঝি বিধাতার পক্ষেও অসম্ভব !"

ডেপুটি কমিশনারের আদেশে মেশে-মেশে পুলিশ সন্ধান করিতে লাগিল···কোথায় কে রোগী আছে, সদ্য কার দেহে কঠিন অস্ত্রোপচার হইয়াছে। রায় বাহাদুরের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্যও চতুর গোয়েন্দা নিযুক্ত করা হইল।

রায় বাহাদুরের এ কাহিনী সমর মিত্রের মনে বিপ্লব সূচিত করিয়া তুলিল ! তিনি ভাবিতেছিলেন, এই অস্ত্রোপচারের সঙ্গে···সতীপদর গৃহে বন্দুকের চোট্-খাওয়া সে-লোকের অন্তর্দ্ধানের যোগ আছে না কি ?···রাত্রি এগারোটায় ডাক্তারকে লইয়া গেল···ওদিকে রাত্রি প্রায় এগারোটায় সতীপদর বাগানে খড়ের গাদায় আগুন লাগিল ! এবং আগুন নিবিবার সঙ্গে-সঙ্গে দেখা গেল, সেই ফ্রেঞ্চ-কাট ছদ্মবেশী

যুবক নির্ম্মল রায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে! শুধু অদৃশ্য হওয়া নয়···বড়ির কৌটা রাখিয়া গেছে···তার গায়ে সেই লেখা! যে দোকান হইতে বড়ি কিনিয়াছে, সে দোকানের সন্ধান···অসম্ভব!

এক দিন, দু-দিন, তিন দিন কাটিয়া গেল···

চারদিনের দিন বেলা তখন ন'টা···সমর মিত্র টেলিফোনে সংবাদ পাইলেন—সেই নির্ম্মল রায় ধরা পড়িয়াছে। টেলিফোন করিয়াছে তাঁর সহকারী গুণময় সতীপদর গৃহ হইতে।

শুনিয়া সমর মিত্র বলিলেন—আমি মাণিকতলা থানায় যাচ্ছি। তাকে সেখানে নিয়ে এসো···কোমরে দড়ি লাগাও। ফাজিল ছোকরা দাড়ি নিয়ে তামাসা করেছিল! শিক্ষা দরকার! দুজন সেপাই যেন সঙ্গে থাকে! ওদের দলটি বড় সহজ নয়···

গুণময় বলিল—তাই হবে, স্যর···

এক ঘণ্টা পরে মাণিকতলা থানায় নির্ম্মল রায়ের সঙ্গে সমর মিত্রের সাক্ষাৎ।

সমর মিত্র বলিলেন—Pleasant surprise! (প্রীতিকর বিস্ময়)! ল-পাশ-করা এ্যামেচার ডিটেকটিভ বন্ধু!···জানো বিজয়, ইনি ল-পাশ করে ক্রিমিনলজি ষ্টাডি করছেন···খুব বুদ্ধিমান আর চৌখোশ ছোকরা।

নির্ম্মল বেশ সপ্রতিভ ভাবে জবাব দিল—কিন্তু যে-ব্যাপারের তদন্ত করছিলেন···সতীপদ বাবুর ভাগনী আমায় দেখেছিলেন? বলেছিলেন, একদিন বিকেলে ওঁদের বাগানের পিছনের গলিতে···সে-সম্বন্ধে কি প্রমাণ পেলেন, সমর বাবু? সে-প্রমাণ পেয়ে খুশী হয়েছেন?

সমর মিত্র বলিলেন—তা পেয়েছি···মিথ্যা কথা বলেন নি! আপনার বাবা থাকেন উত্তরপাড়ায়, তাও সত্য কথা···তাছাড়া হাওড়ার ডি-এস-পি আপনার নাম করছিলেন···অজস্র সুখ্যাতি!

নির্ম্মল বলিল—তাহলে আমাকে গ্রেফতার করবার কারণ?

সমর মিত্র বলিলেন—খড়ের গাদায় যখন আগুন লাগলো, তখন পালালেন কেন?

নির্ম্মল বলিল—কেন পালালুম যদি বলি, তাহলে আপনি লজ্জা পেয়ে আমার কাছে মার্জ্জনা চাইবেন!

সমর মিত্র এ-কথায় চমকিত হইলেন! বলিলেন—তার মানে?

নির্ম্মল বলিল—মানে, খালাশ পেলে বলতে পারি···

সমর মিত্র বলিলেন—থানার খাতার পাতায় আপনার গ্রেফতার নোট করা হয় নি তো···

—কিন্তু দড়ি বেঁধে এ অপমান?

সমর মিত্র বলিলেন—যিনি এ-কাজে এ্যামেচারী করবেন···তাঁকে এমন লাঞ্ছনা-নিগ্রহ একটু-আধটু ভোগ করতে হবেই। আমিও একবার গ্রেফতার হয়েছিলুম নির্ম্মল বাবু···তবু আমি এ্যামেচারি করিনি। সরকারী কাজ··· ডিটেকটিভ-গিরি করছিলুম···

নির্ম্মল বলিল—বটে!···কি রকম···শুনি?

সমর মিত্র বলিলেন—সে কথা আর এক সময়ে বলবো। * এখন খালাশ পেয়ে আপনার পালানোর রহস্য খুলে বলুন দিকিনি···আমার কনষ্টেবলদের ঘুমের ওষুধের বড়ি খাইয়ে বেহুঁশ করে পালানো

* সমর মিত্রের এ কাহিনী সবিস্তারে বর্ণিত হইবে নব-কথা গ্রন্থমালার "অ-কার" উপন্যাসে।

উচিত হয় নি। শুধু অনুচিত নয়···অন্যায়। সে অন্যায়ে মুক্তি মিলবে আপনার পালানোর কাহিনী বললে···

নির্ম্মল বলিল—আপনি তো ডিটেকটিভ···ও-বাড়ীতে চুরি খুন···এ সবের অর্থ কি বুঝেছেন, বলুন তো···

সমর মিত্র বলিলেন—চুরি হয়েছে ? আপনি কি বলেন ?

নির্ম্মল বলিল—তাই। চুরি হয়েছে। কি সম্পত্তি চুরি হয়েছে, আপনার অনুমান ?

সমর মিত্র বলিলেন—আমার এ অনুমান এখনো জোর পাচ্ছে না ! এ অনুমান শুধু কতকগুলো যুক্তির উপর···

নির্ম্মল বলিল—আচ্ছা, আমি আগে বলি। আপনার অনুমানের সঙ্গে মেলে কি না, আপনি পরীক্ষা নিন।

সমর মিত্র বলিলেন—বেশ···

নির্ম্মল বলিল—সতীপদ বাবু বলছেন, সব জিনিষ ঠিক আছে···অথচ ওঁর মেয়ে-ভাগনী···দুজনেই বলেছেন···একজন লোককে জিনিষ নিয়ে পালাতে দেখেছেন···এবং ভারী জিনিষ···সে-জিনিষ বয়ে নিয়ে যাবার দরুণ তার গতি মন্থর···পা প্রতি-পদে বেধে যাচ্ছিল···

সমর মিত্র হাসিলেন, বলিলেন—Exactly so. ঠিক এই রকমই আমি অনুমান করছি···

নির্ম্মল বলিল—আমার কথা শুনুন, স্যর। ঘরে কি এমন ভারী জিনিষ ছিল যার উপর চোরের লোভ হবে ? এক-নম্বর হলো দামী ভেলভেটের পর্দ্দা ! কিন্তু পর্দ্দা যায় নি···ঠিক আছে। পুরোনো ভেলভেটের পর্দ্দার নকল চলে না। তারপর আছে দামী জিনিষের মধ্যে ঐ সব বিলিতি

আর্টিষ্টদের আঁকা ছবি···সতীপদ বাবু বলেন, ছবির জন্য ওঁর বাবা লক্ষ টাকা খরচ করেছিলেন···

সমর মিত্র বলিলেন—কিন্তু ছবি তো ঠিক আছে···

নির্ম্মল বলিল—যদি বলি, যে-ছবি এখন আছে, ওগুলি আসল নয়, জাল···false···fraud !

সমর মিত্র বলিলেন—অসম্ভব !

নির্ম্মল বলিল—কিসে অসম্ভব ? ছবির সম্বন্ধে সতীপদ বাবু আপনাকে বলেছেন···বহুকাল আগে এখানকার আর্টিষ্ট ধরণীধর বোসকে সতীপদ বাবু ঐ সব দামী ছবির কপি করতে দিয়েছিলেন।···ধরণীধর বোস চেয়েছিল সেই কপি কোন্ এগজিবিশনে পাঠাবার জন্য! সতীপদ বাবুর মেয়ে সরলা বলেছেন, ধরণীধর বোস পাঁচ-ছমাস ধরে প্রত্যেকখানি ভালো ছবির কপি করেন···এবং সে সময় সে-ঘরে আর কারো যাবার হুকুম ছিল না···কেমন ?

সমর মিত্র বলিলেন—হুঁ···

সস্মিত কণ্ঠে নির্ম্মল বলিল—এ সব ছবি জাল···আসলের কপি··· ধরণীধরের তৈরি। আমি বলছি, আসল ছবি সরে গেছে···

সমর মিত্র বলিলেন—কি করে আপনি প্রমাণ করবেন, এগুলি আসল নয় ?

নির্ম্মল বলিল—ছবির জাল আর আসল প্রমাণ করা শক্ত। জাল বলেই এ সব ছবি জাল। ওঁর বসবার ঘরে দু-চারখানি বড় ছবি দেখেছি··· ওগুলি আসল, না জাল···?

সমর মিত্র বলিলেন—সতীপদ বাবুকে জিজ্ঞাসা করবো ?

—।

সেদিন বৈকালে নির্ম্মলকে সঙ্গে করিয়া সমর মিত্র সতীপদর গৃহে গিয়া সতীপদর সঙ্গে দেখা করিলেন।

সমর মিত্র বলিলেন—দেখুন সতীপদ বাবু, আমরা একটা সিদ্ধান্ত করেছি···আপনার বাড়ীতে চুরি হয়েছে···এবং খুব দামী সম্পত্তিই চুরি গেছে।

সতীপদ সমর মিত্রের পানে চাহিয়া রহিলেন···চোখে পলক পড়ে না!

সমর মিত্র বলিলেন—আপনার ছবির কপি আপনি তৈরী করতে দিয়েছিলেন ধরণীধর বলে একজন আর্টিষ্টকে? নয়? আমাদের মনে হয়, দামী ছবি সরিয়ে সে-ভদ্রলোক যদি তার আঁকা জাল ছবি চালিয়ে দিয়ে থাকে? আপনার ঘরের ছবি সেই আসল আদি ও অকৃত্রিম কি না···আপনি একবার দয়া করে পরীক্ষা করে দেখবেন?

সতীপদ কোনো জবাব দিলেন না···দু'চোখে কেমন দ্বিধা তিনি চাহিয়া রহিলেন সমর মিত্রের পানে।

নির্ম্মল বলিল—আমি চিনতে পারছি, এ-ছবিতে টাটকা রঙের টান··· এ জাল···নিশ্চয়!

সতীপদ কহিলেন—এ চারখানি ছবি আসলের কপি···আসল নয়··

সমর মিত্র বলিলেন—আপনি তাহলে জানেন?

—জানি।

—সে কথা বলেন নি কেন?

—বলিনি···তার কারণ, অমর্য্যাদার কথা···গায়ে পড়ে প্রচার করবো!

সমর মিত্র বলিলেন—সে কথা না বললে আসল ছবির উদ্ধার আমরা কি করে করবো ?

—এ ছাড়া উদ্ধারের অন্য উপায় নেই ?

—না।

নির্ম্মল বলিল—আছে উপায়···আপনি তাতে রাজী আছেন ?

—বলুন, কি উপায় ?

নির্ম্মল বলিল—খপরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিন, আসল ছবিগুলি ন্যায্য দাম দিয়ে কিনতে রাজী আছেন···তাহলে চোরাই-মাল গছাতে সে-চোর ঠিক আসবে'খন !

সতীপদর দুই চোখ প্রদীপ্ত হইল। তিনি বলিলেন—ঠিক···

সমর মিত্র বলিলেন—সাবাস ইয়ং ম্যান ! তোমার এ্যামেচারী বুদ্ধির কাছে আমি মাথা নোয়ালুম !···কিন্তু আমি বলি কি, ও ভাবে বিজ্ঞাপন না দিয়ে বিজ্ঞাপন দিন, এ চারখানি ছবির জুড়ি আসল চারখানি ছবি আছে ···কেউ যদি তা কিনতে চান, তাহলে বক্স-নম্বর ৮৯এ সন্ধান নিন্।

সতীপদ বলিলেন—ঠিক। তাতে চুরি যেন ধরা পড়তে পারে ! কিন্তু খুন···বেচারী জ্যোৎকুমার···

নির্ম্মল চাহিল সমর মিত্রের পানে, বলিল—এ সম্বন্ধে আপনি···

সমর মিত্র বলিলেন—তুমিই enlighten করো। মাপ করো, তোমার বুদ্ধিতে আমি এত চমৎকৃত যে ছোট ভাই বলে ডাকতে ইচ্ছা হচ্ছে···সে জন্য আর 'আপনি' না বলে 'তুমি' বলছি।

নির্ম্মল বলিল—ভালো করেছেন ! হাঁ, মোদ্দা, খুন যে করেছে, সরে সে পালিয়েছে···এরা এবং চোর আলাদা-দল হতে পারে।

সমর মিত্র বলিলেন—তাহলে বলতে চাও, সতীপদ বাবু যাকে দেখে-

ছিলেন, সে লোক এবং মেয়েরা যে-লোককে টর্চের আলো ফেলে চোখ বাঁচিয়ে পালাতে দেখেছে, তারা আলাদা লোক···এক-লোক নয়? তারপর যে-লোক মালতীর বন্দুকের গুলির চোট্ খেয়েছে?···আমরা তিনজন লোক পাচ্ছি···এদের মধ্যে খুন করলে কে?···যে বন্দুকের গুলি খেয়েছে···সে খুনী নয়?

নির্ম্মল বলিল—না···

সমর মিত্র বলিলেন—তৃতীয় ব্যক্তি আছে, এ কথা তুমি মানো? না, দুজন ছিল?

নির্ম্মল কোনো জবাব দিল না।

সমর মিত্র বলিলেন—যে-লোক আলোর চমক দিয়ে পালালো, তার কোনো চিহ্ন বা নিশানা পেয়েছো?

—না।

বিস্ময়-ভরা কণ্ঠে সমর মিত্র বলিলেন—তাহলে···আমি তো বুঝছি না নির্ম্মল, এরা কি বলে জ্যোৎকুমারকে খুন করবে?

নির্ম্মল একবার চকিতের জন্ম চাহিল সতীপদর পানে; তারপর সমর মিত্রের পানে। পরে বলিল—জ্যোৎকুমারকে কে খুন করেছে····

তারপর কথা শেষ না করিয়াই বলিল—কিন্তু···তার আগে আমার সঙ্গে দয়া করে আপনি যদি একবার বাইরে আসেন! তার কারণ, বাইরে আপনাকে এমন কিছু আমি দেখাতে চাই, যাতে আমার কথা আপনি বুঝতে পারবেন···পাগলের প্রলাপ বলে হেসে উড়িয়ে দেবেন না! ···জ্যোৎকুমার খুন হয়েছে···তার পোষাক···মানে, মানুষ দিনের বেলায় আপিস যাবার সময় যেমন সাজগোজ করে, তেমনি পোষাকে অত

রাত্রেও···মানে, ভদ্রলোকের ও পোষাক···এমন সাজ-সজ্জা করে রাত্রে উনি আপিস করতে এসেছিলেন ? আপনার কি মনে হয়, স্যর ?

বলিয়া নির্ম্মল একাগ্র-মনোযোগী দৃষ্টি সমর মিত্রের মুখে নিবদ্ধ করিল।

সমর মিত্রের ভ্রূ কুঞ্চিত। তাঁর মাথার মধ্যে যেন কল চলিয়াছে ···চিন্তার সূত্রে-সূত্রে মিলিয়া মিশিয়া ক্ষিপ্র টানা-পোড়েন-প্রণালীতে কি যে রচিয়া তুলিতেছিল···তিনি নির্ম্মলের কথার কোনো জবাব দিলেন না !

নির্ম্মল বলিল—আপনি চিন্তা করুন, স্যর···প্রগল্‌ভতা করে আপনার ধ্যান আমি ভাঙ্গবো না !···আমি যে-থিওরি-খাড়া করেছি, লিখে আপনাকে দেখাবো···আপনার চিন্তায় আমার সে-থিওরি যদি একটুও help (সাহায্য) করে, তাহলে আমার জীবনকে আমি সার্থক মনে করবো !

তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে সমর মিত্র চাহিলেন নির্ম্মলের পানে······সহসা ডাকিলেন —নির্ম্মল···

সে স্বরে অনেকখানি উৎসাহ···আশার অনেকখানি উদ্দীপনা !

নির্ম্মল বলিল—স্যর···

সমর মিত্র বলিলেন—তোমার কথা শুনে আমার মাথার মধ্যে যেন আলোর ঝর্ণা ফুটে উঠলো ! সে-আলোয় আমি অনেককিছু দেখতে পাচ্ছি। তোমায় সত্যি বলছি, তুমি হেসো না···আমাদের শাস্ত্রকারেরা বলে গেছেন সেই ত্রি-নয়নের কথা···আমার কপালে যেন সেই তৃতীয় নয়ন ফুটেছে ! তোমাকে আমি চাই। আমার অভিজ্ঞতা, আর তোমার নব-কল্পনা···আমার গতি, তোমার পরিচালনা···এসো, আমরা একসঙ্গে মিলে এ রহস্য আবিষ্কার করি ··

নির্ম্মল বলিল—আমাকে আপনি স্বর্গে তুলতে চান, স্যর···

সমর মিত্র বলিলেন—না নির্ম্মল···তোমার কথা শুনে আমি যেন নূতন শক্তি লাভ করছি···নূতন চেতনা! I feel I have been young again (আমার মনে হইতেছে, আমি আবার আমার তরুণ ফিরিয়া পাইয়াছি)···

হাসিয়া নির্ম্মল বলিল—একটা কথা বলবো, স্যর?

—বলো···

—আলিবাবার গল্প মনে আছে? সে-গল্পে সেই বাবা মুস্তাফা··· সে একেবারে গল্পের climak situation create (চরম সংস্থান সৃষ্টি) করেছিল···নয়?

সোৎসাহে নির্ম্মলের পিঠ চাপড়াইয়া সমর মিত্র বলিলেন—Exactly so, my boy···(ঠিক বলিয়াছ, আমার তরুণ বন্ধু)···এখানেও কে জানে, ঐ বাবা মুস্তাফার সাহায্যেই আমরা রহস্যের চাবি-কাঠিটি হয়তো পাবো! কিন্তু এ বাবা মুস্তাফা···গণ্যমান্য ব্যক্তি···

নির্ম্মল বলিল—তাঁর গতিবিধি লক্ষ্য করা···অভিজ্ঞ অফিসার সমর মিত্র মশায়ের পক্ষে জলের চেয়ে সহজ হবে···এ বিশ্বাস আমার আছে!

সমর মিত্র বলিলেন—এখন তাহলে মন্ত্রগুপ্তি?

নির্ম্মল বলিল—নিশ্চয়!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পলাশ চৌধুরী

দুদিন পরে সমর মিত্রের ঘরে বসিয়া সমর মিত্রের সঙ্গে নির্ম্মলের কথা হইতেছিল।

সমর মিত্র বলিলেন—সতীপদ বাবুকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম। তিনি বলেন, অনেক সময় কাজের তাগিদে জ্যোৎকুমার সন্ধ্যার সময় অফিসের পোষাকেই রাত একটা-দুটো পর্য্যন্ত বসে কাজ করেছে···অফিস-ঘরে বসে। তা যদি হয়, তাহলে তুমি যে বলছিলে অত রাত্রে জ্যোৎকুমার ও-পোষাকে কেন এলো, তার সদুত্তর মিলছে। এবং আমার বিশ্বাস, সতীপদ বাবুর এ কথায় সন্দেহের কোনো কারণ থাকতে পারে না···

নির্ম্মল এক-মনে শুনিতেছিল। শুধু বলিল,—হুঁ···

সমর মিত্র বলিলেন—তোমাকে অন্যমনস্ক দেখছি। কি তুমি ভাবছো, বলো তো ?

নির্ম্মল বলিল—অন্যমনস্ক আমি নই, স্যর···আপনার কথা আমি শুনেছি। আমি কিন্তু আর একটা কথা ভাবছিলুম···

—কি কথা ?

নির্ম্মল বলিল—কথাটা বড় delicate···মানে, জ্যোৎকুমারের সঙ্গে দুই মেয়ের কি রকম সম্পর্ক ছিল ! I mean, love (অর্থাৎ প্রেম··· ভালোবাসা) ?

সমর মিত্র বলিলেন—এই ত্যাখো আমার নোট-বুকে লিখে রেখেছি···

এ-কথাটুকু জিজ্ঞাসা করবো বলে। তবে আমার কি মনে হয়, জানো, নির্ম্মল ?

নির্ম্মল বলিল—বলুন।

সমর মিত্র বলিলেন—ঐ যে ধরণীধর বোস বলে আর্টিষ্ট-ছোকরা ছবির কপি করেছিল · হয়তো তার সঙ্গে জ্যোৎকুমারের ষড় হয়েছিল···নকল ছবি রেখে আসল ছবি সরানো···এবং সে রাত্রে ধরণীধর হয়তো এসেছিল আসল ছবি সরাতে; এবং ছবি সরিয়ে নিয়ে গেছে!···আসল ছবিখানি বিলিতি দোকানে বেচতে পারে। বেচলে লক্ষপতি হবার সম্ভাবনা। আমেরিকান এ্যাণ্ড ইউরোপীয়ান ধনীদের এই সব মাষ্টার-আর্টিষ্টের ছবির দিকে ঝোঁক এত বেশী যে একখানা ছবির জন্ম তারা দশ-বিশ হাজার টাকা দিতে পারে!

নির্ম্মলের দুই চোখ প্রদীপ্ত···সে বলিল—আমার মনের কথা আপনি টেনে বলেছেন। আমি খপরের কাগজে পড়েছি স্যর, কার একখানা ছবি একবার একজন আমেরিকান ভদ্রলোক ত্রিশ হাজার ডলার দিয়ে কিনে-ছিলেন!

সমর মিত্র বলিলেন—তাই। এবং আমার বিশ্বাস, এ ছবির পিছনে কোনো বিদেশী দালালের প্ররোচনা আছে। না হলে আমাদের দেশের আর্টিষ্টরা গরীব। তার উপর এ রকম ব্যবসা-বুদ্ধি বা ফন্দীবাজী তাদের মাথায় স্থান পায় না। এই ধরণীধর বোস হয়তো এমন মস্ত প্রলোভনে পড়েছিল···

বাধা দিয়া নির্ম্মল বলিল—ধরণীধর বোসের সন্ধান আপনি নিয়েছেন, নিশ্চয় ?

সমর মিত্র বলিলেন—নিয়েছি! কাল খপর পেয়েছি, পাঁচ ছদিন

হলো, কি একটা অর্ডার পেয়ে ধরণীধর বোস দিল্লী গেছে।···দিল্লীর সি-আই-ডিকে আমি টেলিফোন করে যথাযোগ্য instructions দিয়েছি···

নির্ম্মল বলিল—তার মানে, গ্রেফ্‌তার?

সমর মিত্র বলিলেন—প্রথমে বাড়ী-তল্লাসী···তারপর গ্রেফ্‌তার!

নির্ম্মল বলিল—হুঁ...জাল ফেলেছেন তাহলে উত্তর-ভারত পর্য্যন্ত?

সমর মিত্র বলিলেন—উপায় কি, বলো···তাছাড়া জ্যোৎকুমারের সম্বন্ধে একটা খপর পাচ্ছি এই যে তার টেবিলে যে ব্লটিং-প্যাড, সেই প্যাডে কালির ছাপ আছে···D কথাটি পেয়েছি স্পষ্ট। আর আছে o s e···এই o s e নিশ্চয় Bose কথার অংশ···B অক্ষরটির ছাপ ব্লটিংয়ে পড়ে নি!··· অতএব ধরণীধর বোসের সঙ্গে জ্যোৎকুমারের সংযোগ আছে বলেই আমার ধারণা।

নির্ম্মল বলিল—কিন্তু মাপ করবেন, একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছেন, স্যর? সরলা দেবী তাঁর এজাহারে বলেছেন, সতীপদ বাবুর ঘরে ঢুকে তাঁকে পড়ে থাকতে দেখে তিনি 'বাবা' বলে চীৎকার করেছিলেন···এবং মেয়েকে দেখে বাপ সতীপদর প্রথম কথা—জ্যোৎকুমার? জ্যোৎকুমার আছে তো?···ছোরা···ছোরা?···এ কথাগুলোর অর্থ, সতীপদ বাবু বলেছেন, তাঁর রগে সে-লোকটা ঘুষি মারে···সে-ঘুষি খেয়ে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। বেশ···জ্যোৎকুমার যখন এলো, ছুরির চোট্‌ খেলে সে···এ ব্যাপার কখন ঘটলো?···উনি যদি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান, তাহলে জ্যোৎকুমারের ছুরির চোট খাওয়া উনি দেখেন কি করে?

সমর মিত্র বলিলেন—তাতে আমাদের অনুমান আরো জোর পাচ্ছে, নির্ম্মল! জ্যোৎকুমারই ঐ তিন চোরকে এনেছিল···জ্যোৎকুমারকে সতীপদ বাবু চিনতে পারেন···

এই পর্য্যন্ত বলিয়া তিনি চুপ করিলেন, তারপর বলিলেন—এসো… এ কথা যখন মনে উদয় হয়েছে,…এখনি এর সমাধান করে ফেলি।… সতীপদ বাবুর ওখানে যাই…

দুজনে আসিলেন সতীপদ বাবুর গৃহে। বাহিরের দিকে ঢাকা-বারান্দায় সতীপদ বাবু একটা চেয়ারে বসিয়াছিলেন…বেলা দুটা বাজিয়া গিয়াছে।

কথায় কথায় সমর মিত্র প্রশ্ন করিলেন—একটা কথার মানে আমরা বুঝতে পাচ্ছি না সতীপদ বাবু। ঘুষি খেয়ে আপনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন… আপনার মেয়ে বলেছেন, তাঁকে দেখে আপনি উঠলেন; এবং উঠে প্রথম কথা বলেছেন…জোৎকুমার? জোৎকুমার আছে তো? ছোরা? ছোরা? আপনি পুলিশের কাছে এ-কথাটুকু গোপন করেছেন কেন, বলতে পারেন?

সতীপদ বাবু বলিলেন—গোপন করেছি? পুলিশকে এ কথা বলিনি? …আশ্চর্য্য!…

তারপর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি বলিলেন—যদি না বলে থাকি…তাহলে নিশ্চয় খুব ভুল হয়ে গেছে। আমার মেয়ে যে-কথা বলেছে, সে কথা সত্য…এবং এ-কথা ইচ্ছা করে আমি গোপন করিনি। তাছাড়া যদি অনুমতি করেন…

সতীপদ বাবু চুপ করিয়া সমর মিত্রের পানে চাহিয়া রহিলেন…

নির্ম্মল বলিল—আমি একটু উঠছি…মানে, ঘুরে একবার চারিদিক দেখে আসি। এলুম যখন আপনার সঙ্গে…

কথাটা বলিয়া নির্ম্মল চলিয়া গেল।

সতীপদ বাবু বলিলেন—পাঁচ-সাত বছর জ্যোৎকুমার আমার কাছে আছে···কাজ করছে। আমি তাকে বিশেষ স্নেহ করতুম। ছেলের মতো। বিশ্বাসও করতুম। অগাধ বিশ্বাস!···আমার সে-বিশ্বাস ভঙ্গ করে লোভে পড়ে সে যদি আমার সর্ব্বনাশ করতে উদ্যত হয়···আমি সে বিশ্বাসঘাতকতার কথা হঠাৎ প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত ছিলুম, সমর বাবু··

—হুঁ···তাহলে এ-কথা আপনি গোপন করেছিলেন···

সতীপদ বলিলেন—সে যদি আজ বেঁচে থাকতো, তাহলে ষড় করে আসল ছবি চুরি করতে সে মেতে উঠেছিল···হয়তো তা বলতে পারতুম না! আমার বহু টাকা লোকসান সত্ত্বেও! কিন্তু সে আজ নেই···ওভাবে শোচনীয় মৃত্যু··ওতেই তার অপরাধের শাস্তি হয়েছে! এইজন্য ছবি চুরির কথা আপনাকে বলছি। তাছাড়া কাল আমার ড্রয়ারের মধ্যে জ্যোৎকুমারের লেখা দু'খানা চিঠির খশড়া আমি পেয়েছি··পকেটে আছে···আপনি দেখুন··

কথাটা বলিয়া সতীপদ দু'খানা খশড়া-চিঠি দিলেন সমর মিত্রের হাতে।

সমর মিত্র চিঠি পড়িলেন।

পড়িয়া তিনি বলিলেন—চিঠির মধ্যে দেখছি একটি স্ত্রীলোকের নাম ···মণিমালা! এ মণিমালাটি কে? স্ত্রী?

সতীপদ বলিলেন—না। মণিমালা হলো একজন ফিল্ম-এ্যাকট্রেস। ইদানীং মণিমালার সঙ্গে জ্যোৎকুমারের খুব অন্তরঙ্গতা ছিল। অনেকদিন রাত আটটা-নটা পর্য্যন্ত জ্যোৎকুমার কাজ করছে, বাগানের ফটকের বাইরে মোটরে করে মণিমালা এসে তাগিদের পর তাগিদ পাঠাচ্ছে—ক্রমে এ কথা আমি জানতে পারি। আমি ওকে ফেরাবার বহু চেষ্টা করেছি সমর বাবু—কিন্তু স্ত্রীলোকের নেশা··বিশেষ সে-স্ত্রীলোক যদি থিয়েটারের এ্যাকট্রেস্

কিম্বা ফিল্ম-ষ্টার হয়, তাহলে সে নেশা মানুষ যেন ছাড়তে পারে না! ঐ স্ত্রীলোকটার জন্ত সব সময়ে ওর টাকায় টান পড়তো। আমার কাছে মাহিনা পেতো তিনশো টাকা...এইখানেই আমি ঘর দিয়েছিলুম...চাকর দিয়েছিলুম... ইদানীং সে-ঘরে রাত্রিবাস করতো না...ঐ মণিমালার ওখানে পড়ে থাকতো। আগে তিনশো টাকা থেকে মাসে আড়াইশো করে টাকা ব্যাঙ্কে জমতো। ব্যাঙ্কে এখন একটি পয়সা নেই...চারিদিকে দেনা। সেজন্য আমি বহু তিরস্কার করেছি। বলেছি, বিয়ে করো জ্যোৎকুমার, এ দুর্বৃত্তি ছেড়ে দাও। গুম্ হয়ে চুপ করে থাকতো...কোনোদিন নিজেকে শোধরাবার চেষ্টা করে নি। আমি ওকে ছাড়তে পারিনি। এদিকে কাজের লোক ছিল! তার উপর জ্যোৎকুমারের বাবা সন্তোষ ছিল আমার বিশেষ বন্ধু...

সমর মিত্র নিঃশব্দে এ কথা শুনিলেন। বলিলেন—নতুন কাহিনী শুনলুম...এ-কথাও এতদিন বলেন নি!

সতীপদ বলিলেন—বলিনি, তার কারণ, যে চলে গেছে, তার এ কলঙ্ক-কাহিনী কেন মিথ্যা বাইরে প্রচার করি!

কথাটা সমর মিত্রের মনে লাগিল না। তিনি চুপ করিয়া কি ভাবিলেন। তারপর বলিলেন—একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো? বড্ড delicate কথা...কিন্তু না জিজ্ঞাসা করে উপায় নেই।

সতীপদ বাবু বলিলেন—বলুন...

সমর মিত্র বলিলেন—মানে, আপনার মেয়ে কিম্বা ভাগনী...এঁদের সঙ্গে জ্যোৎকুমারের কি রকম আলাপ-পরিচয় ছিল? একালের ছেলে-মেয়ে...মেলামেশা নিশ্চয় ছিল এবং সে মেলামেশায় সচরাচর যা ঘটে... মানে, ভালোবাসা? কিম্বা এঁদের কাকেও বিবাহ করার আশা বাসনা...

সতীপদ বলিলেন—না। আমার ভাগনী…ও যেন অগ্নিশিখা! আমার মেয়ে…মেয়ে বলে বলছি না…ও খুব শান্ত-শিষ্ট।…ওদের সঙ্গে কথাবার্তা ছিল বৈ কি! মালতী তেজী মেয়ে…জ্যোৎকুমারকে সে তার সমযোগ্য বন্ধু বলে মনে করতো না। সরলা খুব shy (লাজুক)…কথাবার্তা যা কইতো জ্যোৎকুমারের সঙ্গে…তা খুব অল্প। এবং বিবাহের দুরাশা মনে পোষণ করবে, এমন চান্স কোনো দিক থেকে জ্যোৎকুমার কখনো পায় নি বলে আমার বিশ্বাস!

সমর মিত্র বলিলেন—হুঁ…বুঝলুম। আচ্ছা, মণিমালা কোথায় থাকে, বলতে পারেন?

—না। তবে আমার ড্রাইভার বোধ হয় জানে। মণিমালা যে-ষ্টুডিয়োতে কাজ করে, তাদের ড্রাইভারের সঙ্গে আমার ড্রাইভারের জানা-শুনা আছে…দেখা হতো, তাই। মণিমালা এখানে বহুবার মোটরে করে এসেছে…ষ্টুডিয়োর মোটরে, নিজের প্রাইভেট মোটরে…

সমর মিত্র বলিলেন—আপনার ড্রাইভারকে তাহলে একবার চাই। মণিমালাকে পেলে জ্যোৎকুমারের বহু পরিচয় পাবো বোধ হয়। এবং তাহলে হয়তো…

তারপর আরো দু'চারিটা কথা কহিয়া সমর মিত্র উঠিলেন।

সতীপদ বাবু উঠিতে ছিলেন, সমর মিত্র বলিলেন—থাক, আপনি আর কষ্ট করবেন না…

বলিয়া সমর মিত্র আসিলেন বাহিরের বাগানে…

বাগানে নির্মলের সঙ্গে দেখা। সহাস্যে প্রশ্ন করিলেন—Any new discovery (নূতন আর কিছু আবিষ্কার হলো)?

নির্মল বলিল—বন্দুকের গুলি খেয়ে যে-লোকটা পালালো, শুধু…

যেদিকে সে সরে পড়েছিল···সেদিকে ঘুরতে ঘুরতে এক টুকরো কাগজ পেয়েছি। ডাইইং-ক্লিনিংয়ের রসিদ···রসিদে নাম দেখছি পী, চৌধুরী···। এ বাড়ীতে পী, চৌধুরী বলে কেউ নেই! সে রসিদ···

চিন্তার রেখায় সমর মিত্রের ললাট কুঞ্চিত···তিনি রসিদ দেখিলেন। জলে-কাদায় রসিদখানা মলিন হইলেও পেন্সিলে-লেখা নামের অক্ষরগুলা সুস্পষ্ট উদ্ধার করা যাইতেছে···পী চৌধুরী· তারপর একটা ঠিকানা··· ঠিকানা বুঝা গেল না।···তবে ডাইইং কোম্পানির নাম রহিয়াছে ছাপার অক্ষরে—দী ইন্‌কমপেয়ারেবল্ ক্লীনার্স···ঠিকানা বৌবাজার ষ্ট্রীট।

সমর মিত্র বলিলেন—You are exceptionally lucky···(তোমার সৌভাগ্য, সমীর)। এখানে তাহলে এখনি যাওয়া দরকার, নির্ম্মল···কে এই পী চৌধুরী···

—ঠিক কথা, স্যর···

দুজনে আর বিলম্ব না করিয়া বৌ-বাজারে ইন্‌কমপেয়ারেবল্ ক্লীনার্সের দোকানে আসিলেন। গিরিবাবুর গলির মুখে স্যাঁৎসেতে ছোট ঘর···তার মধ্যে একটা টেবিলের উপরে গো-বেচারী চেহারার একটি ছোকরা কুণ্ডলীকৃত দেহে পড়িয়া ঘুমাইতেছে। সমর মিত্র তাকে তুলিলেন, তুলিয়া বলিলেন—এ শ্লিপ দেখছো?

সে বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমাদের শ্লিপ।

সমর মিত্র বলিলেন—একটা সার্ট আর একটা ধুতি কাচতে দেওয়া হয়েছে। কোথায় সে সার্ট আর ধুতি?

ছোকরা বলিল—নিয়ে যান্ নি?

—না। তোমার বই বার করো··· ছাখো।

ছোকরা নিরুত্তরে সমর মিত্রের পানে চাহিয়া রহিল।

সমর মিত্র বলিলেন—আমি পুলিশ···এ জামা-কাপড় চোরাই মাল।··· না বার করলে তোমায় ধরে এখনি থানায় নিয়ে যাবো···সেই সঙ্গে কাপড়-চোপড়, খাতা-পত্র আলমারি-চেয়ার শুদ্ধ···

ভয়ে ভয়ে ছোকরা তখন খাতা বাহির করিয়া দিল। পী চৌধুরীর ঠিকানা পাওয়া গেল। ১৬৫ নং বৌ-বাজার ষ্ট্রীট···

সমর মিত্র বলিলেন—এ কাপড়-জামা খবর্দার ডেলিভারী দেবে না। কোনো লোক নিতে এলে চুপি-চুপি বৌ-বাজার থানায় গিয়ে খপর দেবে, বুঝলে! না হলে তোমাকে জেলে যেতে হবে।···তোমার নাম?

ছোকরা নাম বলিল। সমর মিত্র নোট-বুকে টুকিয়া লইলেন। তারপর নির্ম্মলকে লইয়া ট্যাক্সিতে উঠিলেন। উঠিয়া চলিলেন ১৬৫ নম্বর বৌ-বাজার ষ্ট্রীটে।

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরের পূর্ব্ব-গায়ে পাঁচতলা মস্ত ফ্ল্যাট। সে ফ্ল্যাটে না গিয়া সমর মিত্র ঢুকিলেন বসুমতী-অফিসে।

মালিক-মহাশয়ের সঙ্গে দেখা হইল না। বিভূতি বাবু নামে এক ভদ্রলোক ছিলেন অফিসের চার্জ্জে। তাঁকে প্রশ্ন করিয়া পী চৌধুরীর নাম ও পরিচয় সংগ্রহ করিলেন।

খাতা দেখিয়া বিভূতি বাবু বলিলেন, ভদ্রলোকের নাম পলাশ চৌধুরী ···একমাস হইল ও-বাড়ীর চারতলায় একখানা কামরা ভাড়া লইয়াছেন ···মাত্র এক-মাসের ভাড়া দিয়াছেন। এটুকু ছাড়া আর কোনো পরিচয় তিনি দিতে পারিলেন না।

সমর মিত্র তখন পুলিশ-অফিসার বলিয়া পরিচয় দিলেন এবং যথারীতি ব্যবস্থা করিয়া সে ঘর সার্চ্চ করিলেন।

সার্চ্চ করিয়া দু' চারখানি চিঠি পাইলেন...ঘরে আর কোনো জিনিষ-পত্র নাই। পাশের ঘরের লোক বলিল—ভাড়া লইয়া ভদ্রলোক ও ঘরে ছিলেন পাঁচ ছদিন। বহু লোকের সমাগম হইত। ভদ্রলোক হইতে কুলি-মজুর শ্রেণীর লোক পর্য্যন্ত। ভদ্রলোক বলিয়াছিলেন, খিদিরপুর-ডকে তিনি নাকি কুলি-জোগানির কাজ করেন···তাছাড়া আর কোনো পরিচয় কাহারো জানা নাই।···

বিভূতি বাবু বলিলেন—ব্যাপার কি, মশায়?

সমর মিত্র বলিলেন—ঘরটি তালা-বন্ধ করে রাখুন। সে-লোককে আর ঢুকতে দেবেন না···এর বেশী খপর যদি চান, তাহলে অপেক্ষা করুন ··আপনাদের দৈনিক বসুমতীতেই হয়তো একদিন এক-কলম ভরে সে পরিচয় বিশদভাবে ছাপা হবে।

এ কথা শুনিয়া দু'চোখ বিস্ফারিত করিয়া বিভূতি বাবু সমর মিত্রের পানে চাহিয়া রহিলেন!···

সমর মিত্র চিঠি পড়িলেন। একখানি চিঠি আসিয়াছে কালিমপঙ্ হইতে···যে লিখিয়াছে তার নাম বত্তিনাথ*। লিখিয়াছে সাঙ্কেতিক ভাষায়। অর্থাৎ "কপির খুব ফলন্। দেরী করিলে পচিয়া যাইবে। এই বেলা তোলা দরকার। ব্যবস্থা করুন।"···ঠিকানায় নাম লেখা—মথুরচন্দ্র দাস কেয়ার অফ্ পী চৌধুরী, ১৬৫ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা···

* এই বত্তিনাথের দুর্বৃত্ততার কথা যাঁরা জানিতে চান, তাঁরা নব-কথা সিরিজের প্রথম-উপন্যাস "অর্থমনর্থম্" পড়িয়া দেখুন।

চিঠিখানা আসিয়াছে তিনদিন আগে। ডাকওয়ালা তালা-বন্ধ দরজার ফাঁক দিয়া ঘরে ফেলিয়া গিয়াছে।

আর একখানি চিঠি আসিয়াছে পূর্ণিয়া হইতে। যে লিখিয়াছে, তার নাম শঙ্কর···এখানিও সাঙ্কেতিক ভাষায় লেখা। চিঠিতে লেখা আছে, —"মিথ্যা এখানে পড়িয়া থাকিয়া ফল নাই। কাঁটা-গাছে ঘেরা তরমুজ··· লওয়া শক্ত।" ঠিকানায় নাম লেখা—পী চৌধুরী—১৬৫ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নির্ম্মলকে চিঠি দুখানি দিয়া সমর মিত্র বলিলেন—যেটুকু খপর পাওয়া গেল,··এখন যেতে হবে লালবাজার।···মথুর এবং পী চৌধুরী···বোধ হয়, নামজাদা দাগী মহা-পুরুষ···বুঝলে নির্ম্মল, লালবাজারে এ সব মহল্লার ইতিহাস লেখা আছে।

নির্ম্মল বলিল—আমি লালবাজারে যাবো না সার···আমায় একটু ছুটী দিন···অন্য কাজ আছে।

সমর মিত্র বলিলেন—বেশ···

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আশার স্ফুলিঙ্গ

লালবাজারে প্রায় তিন-ঘণ্টা ধরিয়া খাতা-পত্র হাঁটকাইয়া সমর মিত্র বৈদ্যনাথের ইতিবৃত্ত পাইলেন। লোকটা ভীষণ দুর্দ্দান্ত···লেখাপড়া জানে ···ম্যাট্রিক পাশ···ভদ্রলোক···ভদ্র-বংশে সর্ব্ব-রকমের আসরে ঘুরিয়া বেড়ায়···ফন্দীবাজীতে রীতিমত ওস্তাদ। কলিকাতায় দুবার সাজা হইয়া গিয়াছে—একবার বড় একটা বীড্-গ্যামব্লিং-কেশে; আর একবার ব্যাঙ্ক-ফ্রড্ কেশে। তারপর আরো দুবার জেল খাটিয়া আসিয়াছে—একবার পাটনা হইতে; আর একবার রঙপুর হইতে। রঙপুর জেল হইতে বাহির হইয়া এদিকে আর আসে নাই। দার্জ্জিলিং, কার্শিয়ং, দিনাজপুর প্রভৃতি জায়গায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বৈদ্যনাথের আরো দুটি নাম পাওয়া গেল। একবার নাম লইয়াছিল বিনোদচন্দ্র, আর একবার নাম লইয়াছিল মথুর। চৌধুরীর কুলুজী মিলিল না। পলাশ চৌধুরী নামটা লালবাজারের ইতিহাস-গ্রন্থে নাই। তবে পী চৌধুরী নামে পাওয়া গিয়াছে পঞ্চানন চৌধুরী। এ পী চৌধুরী যদি পঞ্চানন চৌধুরী হয়, তাহা হইলে সে ভয়ানক ব্যক্তি! বড় বড় কাজে তার বহু সাকরেদ ধরা পড়িয়া জেল ঘুরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু একটিবার জেল খাটিয়া আসিয়া পঞ্চানন নিজেকে আইনের কবল হইতে এমন দূরে রাখিয়া আসিতেছে যে দীর্ঘকাল তাকে হাজতে ফেলিয়া রাখিয়াও তার বিরুদ্ধে প্রমাণ মেলে নাই!···

এ সব সংবাদ লইয়া সমর মিত্র যখন লালবাজার পুলিশ-অফিসের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন সন্ধ্যা হয় হয়।

সমর মিত্র ভাবিলেন, এবার বাড়ী যাওয়া যাক। তিনি থাকেন ভবানীপুরে নন্দন রোডে।

হাঁটিয়া তিনি আসিলেন লালদীঘির মোড়ে। কালীঘাটের ট্রামগুলায় ভীষণ ভিড়। কর্ম্মক্ষেত্র হইতে সকলে বাড়ী ফিরিতেছেন···দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া চার-পাঁচ খানা ট্রাম ছাড়িয়া দিয়া সমর মিত্র বাস্ ধরিবেন বলিয়া উত্তর-পূর্ব্ব ফুটপাথে আসিয়া দাঁড়াইলেন···

২ নম্বরের দোতলা একখানা বাস আসিতেছিল...লালবাজারের দিক হইতে। যেমন উঠিতে যাইবেন, পিছনে গুণময়ের কণ্ঠস্বর—স্যর···

ফিরিয়া গুণময়কে দেখিলেন। বাসে ওঠা হইল না। প্রশ্ন করিলেন—কি খপর ?

—খপর আছে, স্যর···

গুণময়কে সমর মিত্র রাখিয়াছিলেন রায় বাহাদুর ডাক্তারের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য। রায় বাহাদুরের পশারের সীমা নাই···দিন-রাত 'কল্' আসিতেছে। সে সব 'কল্' তিনি এ্যাটেণ্ড করেন।···অসাধারণ ধৈর্য্য লইয়া গুণময় শেষে পাগল হইবে, এমন অবস্থা···তখন বুদ্ধি খাটাইয়া গুণময় এক কাজ করিয়া বসিল।

একখানা স্লিপে সে চিঠি লিখিল—

ডাক্তার সাহেব,

দু'বার আসিয়া ঘুরিয়া গিয়াছি। সেই মেশের বাসার অপারেশন্-কেস্‌টি একবার না দেখিলে নয়। কখন আপনার অবসর হইবে, জানি না। তবে বেশী দেরী করিলে 'কল্' আর দিতে হইবে না। সেই জন্য লিখিতেছি, আজ বেলা চারিটায় যেমন করিয়া পারেন

দেশে একবার আসিবেন। আসিবামাত্র এক হাজার টাকা ফী পাইবেন। তারপর রোগীর ব্যবস্থা করিবেন। একজন কুলি-মারফৎ চিঠি পাঠাইলাম। ইতি

থিয়েটারের সেই সি-আই-ডি

একটা কুলি ধরিয়া তার হাত দিয়া রায় বাহাদুরের গৃহে এ চিঠি পাঠাইয়া গুণময় বরাত ঠুকিয়া ওৎ পাতিয়া বসিয়াছিল! ভগবানের কৃপায় চিঠি ব্যর্থ হয় নাই। বেলা চারিটার সময় ট্যাক্সি ডাকাইয়া রায় বাহাদুর ট্যাক্সিতে চড়িয়া বসিলেন এবং গুণময়ও এক-নিমেষ বিলম্ব না করিয়া অপর-একখানা ট্যাক্সিতে চড়িয়া রায় বাহাদুরের অলক্ষ্যে তাঁর ট্যাক্সির পিছনে ছুটিয়াছিল। রায় বাহাদুরের ট্যাক্সি গিয়া দাঁড়াইল ওদিকে সেই রাসবিহারী এভিনিউর গায়ে এক গলিতে পাঁচতলা একখানা বাড়ীর সামনে। রায় বাহাদুর ট্যাক্সি হইতে নামিলেন...এবং গুণময় দূর হইতে তাঁর ট্যাক্সির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া প্রায় দু-ঘণ্টা বসিয়াছিল। তারপর ডাক্তার বাবু ট্যাক্সিতে চড়িয়া গৃহে ফিরিলেন...গুণময়ও কালীঘাট-ট্রাম-ডিপোর সামনে ট্যাক্সি ছাড়িয়া ট্রামে চড়িয়া সোজা লালবাজার পুলিশ-অফিসে আসিয়াছে। এখানে আসিয়া যেমন শোনা সমর মিত্র ফটকের দিকে গিয়াছেন, অমনি গুণময় এখানে ছুটিয়া আসিয়াছে...

রিপোর্ট দিয়া গুণময় বলিল—কিন্তু আমি ভাবছি স্যর, এ খুনের সঙ্গে অত-বড় রায় বাহাদুর ডাক্তার...তাঁর কি সম্পর্ক থাকতে পারে?

মস্ত একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সমর মিত্র বলিলেন—আছে গুণময়, সম্পর্ক আছে। তুমি তো সব কথা জানো না...

—এত-বড় ডাক্তার...এমন পশার...এত নাম...

হাসিয়া সমর মিত্র বলিলেন—পাপ-পুণ্যের বিচার ওঁরা বড় একটা

করেন না! প্রোফেশনাল ম্যান্‌···ওঁরা দেখেন রোগী···আর সেই রোগীর আছে কেমন টাকার বহর! নেহাৎ যেগুলো অন্যায় কাজ, সেইগুলোই করেন না!···আইন বাঁচিয়ে যেখান থেকে যত টাকা রোজগার করা যেতে পারে, সেদিকে নজর রাখার দরুণ অনেক সময় সমাজের কিম্বা আর পাঁচজনের হিতাহিতের বিচার করবার মতো মন বা অবসর অনেকের থাকে না!···এখন নয়···পরে তোমায় বুঝিয়ে বলবো···রায় বাহাদুরের গতিবিধি দেখবার ভার কেন তোমায় দিয়েছিলুম!··· আমার best congratulations ···অসাধারণ ধৈর্য্য ধরে তুমি যে এ-কাজে সফল হয়েছো, এই ধৈর্য্যই একদিন তোমার পদোন্নতির সহায় হবে···জেনো, গুণময়।

সলজ্জ মৃদু হাস্যে গুণময় বলিল—আপনার আশীর্ব্বাদ মিথ্যা হবে না স্যর···

পরের দিনের জন্য সমর মিত্র অপেক্ষা করিলেন না, গুণময়কে বলিলেন—একটা হোটেলে চলো···দুজনে কিছু খেয়ে নি। তারপর চলো···সেই বাড়ীটা আমায় দেখিয়ে দাও। যাবার সময় বালিগঞ্জ থানা হয়ে যাবো··· কারণ, তুমি যে জায়গার কথা বলছো, ও-জায়গা হলো বালিগঞ্জ থানার এলাকায়।

গুণময় বলিল—হ্যাঁ, স্যর···রাসবিহারী এভিনিউয়ের উত্তর-গায়ে সে গলি।

দুজনে হোটেলে ঢুকিয়া চা ও টোষ্ট-রুটি, এবং ওম্‌লেট্‌ খাইয়া লইলেন। তারপর একখানা ট্যাক্সি লইয়া প্রথমে গেলেন বালিগঞ্জ থানায়।

সেখান হইতে দুজন জমাদার, দুজন কনষ্টবল লইলেন; একই ট্যাক্সিতে চড়িয়া আসিলেন হিন্দুস্থান রোডের মোড়ে।

ট্যাক্সি হইতে নামিয়া গুণময়কে লইয়া তিনি চলিলেন সেই বাড়ীর সন্ধানে···জমাদার ও কনষ্টবলদের হাঁটিয়া সতর্কভাবে পিছনে আসিতে বলিলেন। কথা রহিল একজন জমাদার শুধু দেখিবে, কোন্ বাড়ীতে তিনি ঢুকিতেছেন···তারপর তিনি বাঁশী বাজাইলে জমাদারও বাঁশী বাজাইবে, এবং জমাদারের বাঁশী বাজিবা মাত্র বাকী কয়জন সে-বাড়ীতে প্রবেশ করিবে।

সে বাড়ী মিলিল। হিন্দুস্থান রোড হইতে ছোট একটা গলি দক্ষিণ-মুখী গিয়া রাসবিহারী এভিনিউয়ে পড়িয়াছে। সেই গলির মধ্যে প্রকাণ্ড একটা পাচ-তলা বাড়ী··যেন রাইটার্স বিল্‌ডিংয়ের একটা ছোট সংস্করণ এখানে আনিয়া কে গুঁজিয়া দিয়াছে!

বাড়ীর দ্বারবানকে ডাকিয়া সমর মিত্র বলিলেন—জানো দরোয়ানজী, তোমার এ-বাড়ীতে এক ভদ্রলোকের খুব অসুখ চলেছে ক'দিন···বড়-বড় ডাক্তার আসছেন···সে-রোগী কোন্ তলার কোন্ ঘরে থাকে?

প্রশ্ন শুনিয়া দরোয়ান বিস্মিত দৃষ্টিতে সমর মিত্রের পানে চাহিল। তারপর বলিল—এত বড় বাড়ী···বহুৎ ভাড়াটিয়া আছে··· কোন্ ভাড়াটিয়ার ঘরে কার অসুখ···তার নাম বা সংবাদ পাওয়া অসম্ভব।

সত্য কথা! গুণময় বলিল—আজ দুপুরবেলা ডাক্তারবাবু এসেছিলেন, দরোয়ানজী···

দরোয়ান বলিল, সে জানে না। দুপুরবেলায় সে রুটী পাকাইতেছিল ···ইত্যাদি।

সমর মিত্র বলিলেন—নীচে দেখছি, দোকান। কোনো দোকানে জিজ্ঞাসা করে দেখা যাক…

এই কথা বলিয়া তিনি ঢুকিলেন এক রেডিয়োর দোকানে। দোকানে তিন-চার জন নিষ্কর্ম্মা যুবক বসিয়াছিল…রেডিয়োয় গান চলিয়াছে… পঙ্কজ মল্লিকের গান—

কাহারে চেয়ে পথে বিফল মনোরথে
আকুল ব্যথা-ভরে
অভিমানী রে !…

যুবার দল তন্ময় চিত্তে গান শুনিতেছিল…সমর মিত্র তাদের ধ্যান-ভঙ্গ করিলেন। প্রশ্ন করিলেন—শুনচেন মশাই…

মশাইরা সে-কথায় কর্ণপাত করিল না।

সমর মিত্র বুঝিলেন, তরুণ সমাজের অমন পপুলার পঙ্কজ মল্লিক…তার উপর পঙ্কজ মল্লিকের কণ্ঠে ঐ 'ও কেন গেল চলে' গান ! এ-গান না থামিলে উত্তর মিলিবে না ! তিনি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

গান থামিলে প্রশ্ন করিলেন—দায়ে পড়ে আপনাদের একটু বিরক্ত করছি, মশায়…

একজন বলিল—আপনার রেডিয়ো খারাপ হয়েছে ?

সমর মিত্র বলিলেন—আজ্ঞে না…তার চেয়ে বেশী বিপদ !

—বিপদ ?

সমর মিত্র বলিলেন—হ্যাঁ। মানে, আমাদের একটি বন্ধুর খুব অসুখ। মাঝে মাঝে ডাক্তার রায় বাহাদুর সুকৃতি মল্লিক মশায় দেখতে আসছেন… এই খপরটুকু মাত্র শুনে এখানে তাঁকে দেখতে এসেছি ! কিন্তু এ যা বাড়ী দেখছি…বাড়ী তো নয়, গোটা সহর। এর মধ্যে রোগী-বন্ধুকে খুঁজে

বার করতে হলে পাঁচ-তলা ঢুঁড়ে প্রত্যেকটি কামরায় খোঁজ নিতে হয়। তাই, মানে···

যুবকদের মধ্যে একজন বলিল—সে বন্ধুর নাম?

সমর মিত্রের মনে দ্বিধা··তারপর তিনি সহজ সপ্রতিভ কণ্ঠে বলিলেন—আমরা তাকে ইয়ে বলে' ডাকি! ভালো নাম হলো···পলাশ চৌধুরী···

দু-নম্বর যুবা বলিল—পলাশ চৌধুরী!

সমর মিত্র বলিলেন—আজ্ঞে হাঁ···এখন পলাশের অসুখ, কিম্বা তার কোনো আত্মীয়র, তা তো বুঝছি না। তবে খপর শুনে ছুটে আসছি। রায় বাহাদুর সুকৃতি মল্লিক চিকিৎসা করছেন··সার্জ্জারিতে ওঁর জোড়া কেউ তো আর কলকাতা সহরে নেই! তা থেকে অনুমান হচ্ছে সার্জ্জারি কেশ!

যুবা ক'জন পরস্পরে মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করিল।

তিন-নম্বর বলিল—ওঁয়েষ্ট-ব্লকের তিন-তলায় খপর নিন দিকিনি···আমার যেন মনে হচ্ছে···ভালো কথা, রাসবিহারী এভিনিউর উপর এই বাড়ীর এক-তলায় আছে এস্‌সেলশিয়র ফার্ম্মাসী—সেখানে খোঁজ নেছেন?

সমর মিত্র বলিলেন—না। ওদিকে ডাক্তারখানা আছে, বুঝি? ঠিক বলেছেন। আচ্ছা·· সেই ডাক্তারখানা থেকেই ওষুধ নেওয়া সম্ভব।··· আচ্ছা, ধন্যবাদ মশায়রা, নমস্কার···

সমর মিত্র বাহির হইয়া আসিলেন এবং রাসবিহারী এভেনিউর উপরে যে-ফার্ম্মাসী, সেই ফার্ম্মাসীতে ঢুকিলেন। একখানা বাঙলা খপরের কাগজ খুলিয়া একজন ভদ্রলোক তারি পৃষ্ঠায় গভীর মনোনিবেশ করিয়া চেয়ারে বসিয়া আছে···

সমর মিত্র ডাকিলেন—শুনছেন মশায়···

খপরের কাগজের আড়াল হইতে মুখ বাহির করিয়া ভদ্রলোক চাহিলেন। ভদ্রলোকের চোখের চশমা প্রায় নাকের ডগার কাছে ঝুলিয়া নামিয়া আছে···ভদ্রলোক বলিলেন,—প্রেসক্রুপসন্ ? ওহে লালমোহন···

সমর মিত্র বলিলেন—প্রেসক্রুপসন্ নয়। কথা আছে।

—বলুন···

ভদ্রলোক এবার খপরের কাগজখানা নামাইয়া টেবিলের উপরে রাখিলেন।

সমর মিত্র বলিলেন—আমাদের এক বন্ধুর খুব বড় অপারেশন হয়েছে। তিনি থাকেন এই মস্ত ফ্ল্যাটে···কোন্ তলার কোন্ ঘরে, জানি না। রায় বাহাদুর সুকৃতি মল্লিক ডাক্তার অপারেশন করেছেন···তা আপনাদের এ ফ্ল্যাটখানি যা দেখছি···ফ্ল্যাট তো নয়···যেন Noah's arc (নোয়ার জাহাজ)···এ ফ্ল্যাটের কোথায় বন্ধুটি আছেন, খুঁজে পাচ্ছি না। দারুণ সমস্যায় পড়েছি। তাই আপনার কাছে এসেছি। আপনার এ ফার্ম্মাসীটি দেখছি মডার্ণ···নিশ্চয় ওষুধ-পত্র ওঁরা এখান থেকে নিচ্ছেন। যদি সন্ধান দিতে পারেন···মানে, প্রেসক্রুপশন হলো ডাক্তার সুকৃতি মল্লিকের ; এবং রোগীর নাম পলাশ চৌধুরী।

ভদ্রলোক ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন, করিয়া বলিলেন—কৈ, সুকৃতি মল্লিকের কোনো প্রেসক্রুপশন্ সার্ভ করেছি বলে তো মনে পড়ছে না !···দেখি···

বলিয়া মোটা একখানা বাঁধানো লম্বা খাতা খুলিয়া তার পাতায়-পাতায় ভদ্রলোক বার-বার চোখ বুলাইলেন···সমর মিত্রও ঝুঁকিয়া পাতায়-পাতায় দেখিলেন···এবং প্রায় আধ ঘণ্টা পরে নিশ্বাস ফেলিয়া ভদ্রলোক বলিলেন, —না মশাই, সুকৃতি মল্লিকের কোনো প্রেসক্রুপশন্ দেখছি না···

সমর মিত্রও দেখিলেন না। শুধু সুকৃতি মল্লিকের প্রেসক্রপশন্ কেন, পলাশ চৌধুরী বা পী চৌধুরী রোগীর নামের চিহ্নও নাই এ খাতায়! তার উপর অপারেশনের জন্য সাধারণতঃ যে সব জিনিষের প্রয়োজন...মানে, গজ, লিণ্ট, লাইশল, বোরিক তুলা, কার্বলিক এসিড, টিংচার-আয়োডিন...এ সব জিনিষের ফর্দও এক মাসের মধ্যে এ-খাতার কোনো পাতায় দেখিতে পাইলেন না! ভাবিলেন, চালাক লোক! এ সব জিনিষ অন্য কোনো ডিসপেনসারি হইতে খরিদ করিয়া আনিয়াছে, নিশ্চয়!...

নিশ্বাস ফেলিয়া সমর মিত্র বলিলেন—আপনাকে অনর্থক কষ্ট দিলুম, মশায়, মাপ করবেন!

চোখের চশমাখানাকে নাকের উপরে ঠেলিয়া তুলিয়া ভদ্রলোক বলিলেন—এর আর মাপ করা কি! ভদ্রলোক এসেছেন খপর জানাতে... এ আমার কর্ত্তব্য! আচ্ছা, ধন্যবাদ...নমস্কার...

বলিয়া সমর মিত্র বাহিরে আসিলেন।

গুণময় বলিল,—দোতলাটা আমি একবার ঘুরে এসেছি, স্যর। দোতলার উত্তর-কোণে রোগী থাকে...অপারেশনের রোগী...শুধু চার-পাঁচজন পুরুষ-মানুষ থাকে সঙ্গে। ওদিকটায় স্ত্রীলোকের নাম-গন্ধ নেই!...ও-ঘরটা একবার দেখবেন কি?

সমর মিত্র ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কি ভাবিলেন...নিমেষের জন্য। তারপর বলিলেন—বেশ, চলো...

গুণময়ের সঙ্গে তখনি তিনি দোতলায় উঠিলেন। উত্তর-কোণের ঘরে আসিয়া দেখেন, ঘর খালি...শুধু একখানা সতরঞ্চ পড়িয়া আছে...

গুণময় বলিল—আশ্চর্য্য! এইমাত্র আমি এসে বাহির থেকে শুনেছি

ও-ঘরে কথা হচ্ছে···ঘরের বাইরে থেকে দেখে গেছি, একটা মিষমিষে কালো ছোকরা বসে বিড়ি ফুঁকছে···

সমর মিত্র বলিলেন—যদি ওরা হয়, তাহলে যতখানি চালাক ওদের ভাবছিলুম, তার চেয়েও ঢের বেশী চালাক আর হুঁশিয়ার দেখছি! নিশ্চয় তোমাকে দেখে সন্দেহ করেছে! নাহলে চকিতে অদৃশ্য হবে কেন?

গুণময় বলিল—কিন্তু এমন হঠাৎ কোথায় পালাবে, স্যর?

সমর মিত্র বলিলেন—আমরা বেড়াচ্ছি ডালে-ডালে, ওরা বেড়ায় পাতায়-পাতায়। বেশ, একবার ভালো করে সন্ধান নি···

পাশের ঘরে এক ভদ্রলোক বসিয়া বাঙলা টকির গান গাহিতেছেন—

সেই যে বাঁশী বাজিয়ে ছিলে
যমুনারি তীরে···

সমর মিত্র আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন, বলিলেন—শুনচেন?

ভদ্রলোকের গান থামিল। ভদ্রলোক বলিলেন,—কি চান?

সমর মিত্র বলিলেন—পাশের ঘরের লোকজন কোথায় গেল, বলতে পারেন?

ভদ্রলোক বলিলেন—কোথায় আবার যাবে! অফিস থেকে ফিরে এসে দেখছি, ঘরের মধ্যে কলকলানি শব্দ! রোগী রয়েছে···

সমর মিত্র বলিলেন—হ্যাঁ, আমিও চিঠি পেয়েছি। আমাদের জানা লোক এ ঘরে আছে। তাই দেখতে এলুম। এসে দেখি, ঘর খালি!

ভদ্রলোকের চোখে বিস্ময়ের রেখা! তিনি বলিলেন—ঘর খালি?

—হ্যাঁ···দয়া করে এসে একবার যদি ছাখেন···

ভদ্রলোক উঠিলেন। গুণময় এবং সমর মিত্রের সঙ্গে সে-ঘরে আসিলেন, আসিয়া দেখেন, শূন্য ঘর! বলিলেন,—তাজ্জবের কথা!

সমর মিত্র বলিলেন—আচ্ছা, ওঁদের নাম জানেন ... কারো নাম? ঘর যদি আমার ভুল হয়ে থাকে, তাই জিজ্ঞাসা করছি···

ভদ্রলোক বলিলেন—বিমল গাঙ্গুলি হলেন কর্তা··তাঁরি ছোট ভাইয়ের অসুখ···তাঁর নাম নাকি কমল। কার্ব্বঙ্কল্ হয়েছে নাকি···তার অপারেশন ···কিন্তু আশ্চর্য্য তো···যে-রোগীর এমন অবস্থা···এমন চট্ করে তাকে নিয়ে কোথায় গেল?

গুণময় বলিল—মারা গেল নাকি?

ভদ্রলোক বলিলেন—মারা যাবে কি, মশায়! পাশের ঘরে আমি আছি·· মারা গেলে আমি জানতে পারবো না?

সমর মিত্র বলিলেন—কথায় বলে, কলকাতার সহর···পাশের বাড়ীর খপর পাশের বাড়ীর লোক রাখে না!

ভদ্রলোক বলিলেন—তা বলে পাশের ঘরে থেকে খপর পাবো না··· পাশের ঘরে বাস করছি? হুঁঃ! তায় আবার মরার খপর!

সমর মিত্র বলিলেন—ওঁরা ক'দিন এ-বাসায় এসেছেন, বলতে পারেন?

মনে মনে হিসাব করিয়া ভদ্রলোক বলিলেন—তা প্রায় এক মাস।

সমর মিত্র বলিলেন—এক মাস আপনি ওঁদের জানেন?

—না। এর মধ্যে একদিন ডাক্তার এলেন···শুনলুম, বড়ড বা... ড় ···রাত তখন এগারোটা···শুনলুম সেদিন অপারেশন হবে···তার আগে ওঁদের সঙ্গে কথা হয়নি।

রাত এগারোটা! সমর মিত্র বলিলেন—কে ডাক্তার, বলতে পারেন?

ভদ্রলোক বলিলেন—খুব বড় ডাক্তার·· রায় বাহাদুর সুকৃতি মল্লিক···

—ও···আচ্ছা, তাহলে তাঁর কাছ থেকেই খপর নেবো'খন। আপনার কথা শুনে সোজা অবাক হয়ে যাচ্ছি···আজ সন্ধ্যার পর অফিস থেকে এসে আপনি দেখে গেছেন, ঘরে মানুষ আছে···

সমর মিত্রের মুখের কথা লুফিয়া লইয়া ভদ্রলোক কহিলেন—নিশ্চয়···

সমর মিত্র বলিলেন—আপনি গান করুন, মশায়। আর বিরক্ত করবো না···আমরা সন্ধান নিচ্ছি···

সিঁড়িতে আসিয়া গুণময় বলিল—কি করবেন, স্যর ?

সমর মিত্র বলিলেন—একজন জমাদারকে এই দালানে চৌকি দিতে রেখে ভাবছি···তারপর রায়-বাহাদুরের কাছে যাবো···

—এই রাত্রে ? তিনি দেখা করবেন ?

সমর মিত্র বলিলেন—কাল ভোরে যাবো তাহলে ?

—সেই ভালো হবে স্যর···একেবারে পরিচয় দিয়ে বলবেন···সব ফাঁশ হয়ে গেছে !

সমর মিত্র শুধু বলিলেন—হুঁ···

অষ্টম পরিচ্ছেদ

তদারক

পরের দিন সকালে উঠিয়া সমর মিত্র গিয়া রায় বাহাদুর সুকৃতি মল্লিকের সঙ্গে দেখা করিলেন, বলিলেন—আপনার রোগী এবং প্রাকটিশ ··সব ছেড়ে আমার সঙ্গে কথা কইতেই হবে···আমি পুলিশ অফিসার এবং এসেছি জরুরী তদারকের কাজে। খুনের তদারক!

রায় বাহাদুর চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন.—সমন! কিন্তু কোনো খুনী ব্যাপারের খপর আমি জানি না তো!

সমর মিত্র বলিলেন—কাল একখানা চিঠি পেয়েছিলেন আপনি··· অপারেশন-কেশের রোগী···এক হাজার টাকা ফী···চিঠির তলায় নাম ছিল থিয়েটারের সেই সি-আই-ডি!

শুনিতে শুনিতে রায় বাহাদুরের দুই চোখ বিস্ফারিত··তিনি নিঃশব্দে রহিলেন। কোনো কথা বলিলেন না।

সমর মিত্র বলিলেন—সেই চিঠি পেয়ে আপনি বিকেল চারটের সময় বেরিয়েছিলেন ঐ রোগীকে দেখতে··

রায় বাহাদুরের মুখে পাণ্ডুরতা! তিনি বলিলেন—হ্যাঁ···

সমর মিত্র বলিলেন—সেই রোগীকে আমরা চাই·সে হলো খুনী আসামী!

রায় বাহাদুর বলিলেন—খুনী আসামী!

—হ্যাঁ···শুধু মানুষ খুন করেনি, সেই সঙ্গে চুরি করেছে···প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার জিনিষ!

রায় বাহাদুর বলিলেন—বলেন কি মশায় ?

সমর মিত্র বলিলেন—তামাসা করছি না। এবং আমার মনে হয়, তার পায়ে গুলির চোট্ লেগেছিল এবং সেই চোট্ দেখাবার জন্যই আপনাকে ওরা কল্ দিয়েছিল।

রায় বাহাদুর বলিলেন—তাই। পায়ে গুলি লেগেছিল, বটে!

—এ কথা আপনি পুলিশে জানালে বোধ হয়···

কথাটা শেষ হইল না।

রায় বাহাদুর বলিলেন—খপরের কাগজে যেটুকু খপর বেরিয়েছিল আমার নিরুদ্দেশ হওয়ার ব্যাপার সম্বন্ধে···তার বেশী কথা যদি আমি বলি, তাহলে আমার প্রাণ যাবে। আপনি ভাবেন, আমার নিজের প্রাণের উপর আমার মমতা নেই? তা ছাড়া আমি ডাক্তার···আমি রোগীর ইতিহাস শুনলুম, কোথায় তিনি শীকার করতে গেছলেন, ফেরবার সময়ে বন্দুক ছিল ভরা···গুলি লেগে জখম হয়েছে। আশা করি, যদি বলি, কোনো ভদ্র রোগীর চিকিৎসা করতে গিয়ে যে কথা শুনবো, সে-কথা অবিশ্বাস করা সঙ্গত হবে না, তাহলে সে আমার অপরাধ?

সমর মিত্র বলিলেন—এ কথা মানি, রায় বাহাদুর। কিন্তু এখন আমার কাছে যখন আসল কথা শুনলেন, তখন অপরাধীর গ্রেফতার করার সাহায্যে আপনার আপত্তি থাকতে পারে না! তাছাড়া আপনি বললেন, প্রাণের ভয়! মানুষের প্রাণ নেওয়া অত সহজ নয়, রায় বাহাদুর। তার উপর আমরা আপনার পাহারাদারীর জন্য গার্ড দিতে রাজী আছি।

মৃদু হাস্যে রায় বাহাদুর বলিলেন—তার প্রয়োজন নেই! তবে আমাকে সাহায্য করবার কথা বলছেন···সে সাহায্য কি করে করবো?

কারণ, ঐ চিঠি পেয়ে কাল গিয়ে আমি শুনি, রোগী সে বাসায় নেই। সে ঘরে অন্য লোক রয়েছে।

সমর মিত্র বলিলেন—সে বাড়ীর ঠিকানা বলবেন?

রায় বাহাদুর ঠিকানা বলিলেন। সে ঠিকানা মিলিল···অর্থাৎ কাল গুণময়ের সঙ্গে যে-গৃহে গিয়াছিলেন, সেই গৃহ!

শুনিয়া সমর মিত্র বলিলেন,—দোতলার উপরে ঐ ঘরই বটে···আমিও কাল ও ঘর খালি দেখে এসেছি।···আচ্ছা, রোগীর নাম?

রায় বাহাদুর বলিলেন—পলাশ চৌধুরী।

—তার অবস্থা কেমন দেখেছিলেন···যখন শেষ তাকে দেখেন?

রায় বাহাদুর বলিলেন,—আমি ঐ একবারই গিয়েছিলুম সে রাত্রে সেই থিয়েটার থেকে।

—আপনার সঙ্গে আর কোনো ডাক্তার ছিলেন?

রায় বাহাদুর বলিলেন—তাঁর নাম শুনেছিলুম, রঘুপতি সামন্ত···শুনলুম, ওঁরা রাজশাহীর ওদিকে নাকি জমিদার আর ঐ রঘুপতি ওঁদের ফ্যামিলি-ডাক্তার···সঙ্গে এসেছে···সেও ওঁদের সঙ্গে শীকারে গিয়েছিল!

—রোগীর অবস্থা?

রায় বাহাদুর বলিলেন—ঘা সাংঘাতিক···তবে কেউ-কেউ সেরে ওঠে, আবার কেউ সারে না! এ রোগীর সম্বন্ধে আমি বলেছিলুম, খুব হুঁশিয়ার না থাকলে মারাত্মক হতে পারে। মানে, যাকে বলে prognosis uncertain (ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত) ছিল।

সমর মিত্র বলিলেন—কাল আপনি গিয়ে রোগীকে দেখতে পেলেন না, আশ্চর্য্য হয়েছিলেন, নিশ্চয়!

—তা হয়েছিলুম বৈ কি!

—কাউকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন···কোথায় গেল ?

রায় বাহাদুর বলিলেন—দু'চারজনকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম। তারা জবাব দিলে, হাসপাতালে নিয়ে গেছে···জ্বর নাকি খুব বেড়েছিল··অচৈতন্য অবস্থা··

সমর মিত্র একবার চিন্তা করিলেন। সত্যই হাসপাতালে লইয়া গেছে ? না, বন্দীবাজী ?

রায় বাহাদুর বলিলেন—আর কোনো কথা আছে ?

সমর মিত্র বলিলেন—আপনার তিলমাত্র সন্দেহ হয় নি যে কোনো রকম বদমায়েসী করতে গিয়ে জখম হয়েছে ?

—না। সাধারণতঃ মানুষকে আমরা বিশ্বাস করি, সমর বাবু। আমরা তো পুলিশ নই যে দুনিয়াকে সন্দেহের চোখে দেখবো!

সমর মিত্র বলিলেন—বুঝেছি !···কিন্তু অত টাকা ফী আপনাকে দিলে ···একটু unusual (অসাধারণ) মনে হয় নি ? তাছাড়া মিথ্যা কথা বলে আপনাকে নিয়ে গেল···

রায় বাহাদুর বলিলেন—ক্ষমা করবেন···অত রাত্রে নিয়ে গিয়ে যখন রোগী দেখালো, তখন আমি বললুম, চাতুরীর কি প্রয়োজন ছিল ? তাতে জবাব দিলে, বন্দুকের গুলি, মশায়···আসল কথা বললে আপনি যদি না আসেন ! তার উপর প্রকাশ পেলে পুলিশ-হাঙ্গামায় পড়তে হবে ! হয়তো বাড়ীতে চিকিৎসা হবে না, রোগীকে পুলিশ পাঠাবে হাসপাতালে। তাতে আমি বললুম, বেশ তো, এমনি রোগী দেখতে হবে বললেই হতো !··পুলিশ সেজে ডেপুটি-কমিশনারের নাম করবার কি কারণ ছিল ? তাতে জবাব দিলে, থিয়েটার দেখছেন আমোদ করে···পশারহীন ডাক্তার নন··কলকাতার ফার্ষ্ট সার্জ্জন ! যত টাকাই ফী

বলতুম, যদি না আসতেন! অথচ রঘুপতি বাবু বললেন, খুব সিরিয়াস্ কেশ্ এবং এ-গুলি বার করতে হলে রায় বাহাদুর ছাড়া আর কাউকে দিয়ে তা হবে না। সেই জন্যই ঐ ছলনার আশ্রয় নিয়ে ছি[illegible] তখন আমি মোটা টাকা চেয়ে বসলুম। তারা বললে, দেবে। কি[illegible]মায় সত্য করিয়ে নিলে, এ এ্যাকসিডেন্টের কথা পুলিশে যেন না [illegible]নাই!… আমি ভাবলুম, ভদ্রলোক যখন পুলিশকে এতখানি এড়িয়ে চল[illegible]ন… তাছাড়া আমাকে এত টাকা ফী দিচ্ছেন…কাজ কি তখন আমার ঝা[illegible]মার সৃষ্টি করা!

সমর মিত্র বলিলেন—হুঁ…তাঁর দুই ভ্রূ চিন্তা-ভরে কুঞ্চিত হইল।

রায় বাহাদুর বলিলেন—কেন বলুন তো, এর মধ্যে সত্যই ভীষণ কিছু আছে?

সমর মিত্র বলিলেন—আছে!…এখন মাপ করবেন রায় বাহাদুর, এর পরে আপনাকে সব কথা বলবো'খন! আপনাকে এখন যে কষ্ট দিলুম সেজন্য ক্ষমা করবেন!

রায় বাহাদুর বলিলেন—না, না, কষ্ট কিসের!…আপনার কর্তব্য আপনি করেছেন! আমারও কর্তব্য, এ বিষয়ে যেটুকু সাহায্য করতে পারি…

নমস্কার করিয়া সমর মিত্র চলিয়া আসিলেন।

আসিলেন সন্ধান লইয়া ফিল্ম-ষ্টার মণিমালার গৃহে। মণিমালা তখন সদ্য স্নান করিয়া আসিয়াছে…সজ্জা প্রসাধন করিতেছে। এখনি টালিগঞ্জের ষ্টুডিয়ো হইতে গাড়ী আসিবে…শুটিং আছে।

দাসী তাঁকে ড্রয়িং রুমে বসাইল।···সজ্জিত ঘর। রেডিয়ো-শেটের পাশে একখানা ফটোগ্রাফ। চিনিলেন, জ্যোৎকুমারের ফটো।·· বুঝিলেন, সতীপদর কথা সত্য।

মণিমালা আসিল। আসিয়া কহিল—কি চান্?

সমর মিত্র বলিলেন—আমি পুলিশ···এসেছি একটা জরুরি তদারকীর কাজে।

মণিমালা বলিল—কিন্তু এখনি আমাকে ষ্টুডিয়োয় যেতে হবে···গাড়ী আসবার সময় হয়েছে।

সমর মিত্র বলিলেন—আমার কাজ যতক্ষণ না শেষ হবে, ততক্ষণ ষ্টুডিয়ো কেন, কোথাও যাওয়া হবে না!

মণিমালার মনে ঈষৎ বিরক্তি···নিরুপায়ে সে নিজের ওষ্ঠ দংশন করিল।

সমর মিত্র বলিলেন—ভূমিকার প্রয়োজন নেই!·তুমি জ্যোৎকুমারকে জানতে···বাগমারীর সতীপদ চৌধুরীর কাছে কাজ করতো?

চোখের পলক ঈষৎ উন্নমিত করিয়া মণিমালা চাহিয়া রহিল সমর মিত্রের পানে; কোনো জবাব দিল না।

সমর মিত্র বলিলেন—সেই জ্যোৎকুমার মারা গেছে। মানে, খুন হয়েছে···এ খপর নিশ্চয় তোমার অজানা নেই!

মণিমালা কোনো জবাব দিল না।

সমর মিত্র বলিলেন—কথা কইলে ফিল্ম-ষ্টারের মর্য্যাদার হানি হবে না ···কথা না কইলেই মর্য্যাদার হানি হতে পারে! ভাবছো খপরের কাগজে এ খপর ছাপা হলে···

মণিমালা কথা কহিল···ঈষৎ আর্ত্ত স্বরে বলিল—তাতে আমার ক্ষতি হবে।

সমর মিত্র বলিলেন—আমি তা বুঝি। কাজেই চুপ করে থাকলে মঙ্গল হবে না। তার চেয়ে আমি যা জিজ্ঞাসা করি, সহজ-ভাবে তার সহজ জবাব দিলে তোমার দুশ্চিন্তার কারণ থাকবে না।

মণিমালা বলিল—বলুন, কি জিজ্ঞাসা করবেন···

সমর মিত্র প্রশ্ন করিতে উদ্যত, দাসী আসিয়া খপর দিল,—ষ্টুডিয়ো থেকে গাড়ী এসেছে।

মণিমালা চাহিল সমর মিত্রের পানে···দু'চোখের দৃষ্টি করুণ মিনতিতে পরিপূর্ণ।

সমর মিত্র বলিলেন—একটু দেরী হবে, বলে দাও গে··

দাসী চলিয়া গেল।

সমর মিত্র তখন প্রশ্ন করিলেন—জ্যোৎকুমার তোমায় কত টাকা করে দিত?

মণিমালা বলিল—আমি তার কাছ থেকে পয়সার প্রত্যাশী ছিলুম না। কোনো দিন নয়। তার আয় ছিল সামান্য···দেশে মা বেঁচে আছেন···মস্ত পরিবার··অনেক সময় আমিই তাকে টাকা দিয়ে তার সংসারে সাহায্য করেছি!

সমর মিত্র স্থির-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন মণিমালার পানে। ফিল্ম-ষ্টারের ভালোবাসা! বলিলেন--দুজনে কতদিন থেকে ভাব?

মণিমালা বলিল—প্রায় এক বছর···

—হুঁ। জ্যোৎকুমার বেশ সৌখীন ছিল। মানে, ভালো এবং দামী পোষাক-পরিচ্ছদ পরতো।··অর্থাৎ ষ্টাইল ছিল খুব?

মণিমালা কহিল—তার অনেক খরচ আমি দিতুম···

—বুঝেছি।·· জ্যোৎকুমারের কোনো বন্ধুকে জানো? তার সঙ্গে

তোমার এখানে আর কেউ আসতো, এমন বন্ধু? তাছাড়া শুনেছি, বাজারে জ্যোৎকুমারের দেনা ছিল। সে সব দেনার কথা···মানে, এগুলোর খোঁজ-খপর দিলে সহজে তোমার নিষ্কৃতি মিলবে। না হলে···খুনী-মামলায় হয়তো কোর্টে তোমায় সাক্ষী দিতে যেতে হবে।

মণিমালার বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা দ্রুত দুলিয়া উঠিল। মণিমালা বলিল—আমি যা জানি, সত্য কথা বলবো···

মণিমালা যা বলিল, তার মর্ম্ম—মণিমালার উপর জ্যোৎকুমারের অনুরাগ প্রবল ছিল; জ্যোৎকুমারের গুণও ছিল অনেক। সে কখনো সুরা স্পর্শ করিত না। ইয়ার্কি দিবার লোভে জ্যোৎকুমার তার গৃহে আসিত না। মণিমালাকে বিবাহ করিবে বলিয়া জ্যোৎকুমার ইদানীং তাকে খুব জোর তাগিদ দিতেছিল। বলিয়াছিল, বিবাহের পর মণিমালার ফিল্ম-কেরিয়ারে কোনো বাধা থাকিবে না!···টাকা সে ধার করিয়াছিল, সত্য! দুজনের কাছে দুটো হুণ্ডি ছিল···পাঁচশো এবং সাতশো টাকার। মণিমালা এ-টাকা শোধ করিয়া দিবে বলিয়াছিল, কিন্তু জ্যোৎকুমার সে প্রস্তাব বরাবর প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। সে বলিত, তোমার টাকায় জ্যোৎকুমার তার দেনা শোধ করিতে পারিবে না। খাটিয়া শোধ করিবে। সতীপদ চৌধুরীর কন্যা সরলা জ্যোৎকুমারকে ভালোবাসিত। সরলার উপর জ্যোৎকুমারের কিন্তু এতটুকু লোভ ছিল না! জ্যোৎকুমারকে সরলা সম্প্রতি একখানা চিঠি লিখিয়াছিল। লিখিয়াছিল, তাকে বিবাহ করিলে জ্যোৎকুমারের কোনো দুঃখ, কোনো অভাব থাকিবে না!···তবু জ্যোৎকুমার তাহাতে সাড়া দেয় নাই। সে-চিঠি মণিমালা দেখিয়াছে। চিঠি নাই···জ্যোৎকুমার ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে। মণিমালা আরো বলিল—ইদানীং সতীপদ চৌধুরীর কারবারে দেনা জমিতেছিল···এবং

সেজন্য সতীপদর মনে অশান্তির সীমা ছিল না। জ্যোৎকুমার ভাবিত, চাকরিটা যদি সহসা একদিন খশিয়া যায়, তাহাতে সে বিস্মিত হইবে না।

জ্যোৎকুমারের দুজন বন্ধুর নাম পাওয়া গেল। একজনের নাম ষোড়শী ঘোষাল ; আর-একজনের নাম পার্ব্বতী সেন। দুজনেই বনিয়াদী ঘরের ছেলে। তবে বংশের বনিয়াদ ছাড়া গর্ব্ব করিবার মতো তাদের টাকা-কড়ি নাই ! মণিমালা তাদের ঠিকানা দিতে পারিল না ; তবে বলিল, খোঁজ করিয়া তাদের ঠিকানা দিতে পারিবে !···

এ সব কথা শেষ করিতে সময় লাগিল প্রায় চল্লিশ মিনিট। সব কথা শুনিয়া সমর মিত্র বলিলেন—এ সব কথা আর-কাকেও তুমি বলো না। কারণ, তুমিও নিশ্চয় চাও, জ্যোৎকুমারের খুনের কিনারা হয় ?

মণিমালা বলিল—নিশ্চয় চাই···

তার স্বর গাঢ়।

সমর মিত্র বলিলেন—এখন তোমার ছুটী !··· যদি দরকার হয়, আবার আসবো।

—আসবেন।

—এবার যদি আসি, টেলিফোন করে আসবো। তোমার ঘরে টেলিফোন আছে, দেখছি। তোমার নামেই টেলিফোন ?

মণিমালা বলিল—হ্যাঁ···

সমর মিত্র চলিয়া আসিলেন।

মণিমালার গৃহ হইতে তিনি আসিলেন নির্ম্মলের গৃহে। শুনিলেন, নির্ম্মল এখানে নাই। কাল রাত্রে সে ফরিদপুর গিয়াছে। কবে ফিরিবে, ভৃত্য রাঘব তাহা বলিতে পারিল না।

নবম পরিচ্ছেদ

মালতীর কথা

পরের দিন সকালে খপরের কাগজ পড়িতে বসিয়া একটা খপরের উপর সমর মিত্রের চোখ পড়িল। মৃত্যু-সংবাদ। বড় বড় অক্ষরে ছাপা—

বিখ্যাত বাঙালী শীকারী পলাশ চৌধুরীর মৃত্যু

এই হেডিংয়ের নীচে ছাপা হইয়াছে—

সুন্দরবনে শীকার করিতে গিয়া বিখ্যাত শীকারী পলাশ চৌধুরী মহাশয়ের পায়ে কি করিয়া বন্দুকের গুলি লাগে। নৌকায় করিয়া তাঁহাকে কলিকাতায় আনা হয় এবং এখানে বিখ্যাত সার্জ্জন রায় শ্রীযুক্ত সুকৃতি মল্লিক মহাশয়ের চিকিৎসাধীনে রাখা হয়। ডাক্তার পায়ে অস্ত্রোপচার করিয়া গুলি বাহির করিয়া দেন। তারপর পলাশ বাবু ধীরে ধীরে সারিয়া উঠিতেছিলেন। হঠাৎ পরশু তারিখে জ্বর বাড়ে এবং নানা উপসর্গ দেখা দেয়; এবং শেষ-রাত্রে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া পলাশ বাবুর মৃত্যু হইয়াছে। বড়ই পরিতাপের বিষয়, মৃত্যু-কালে স্ত্রী-পুত্র কেহ কাছে ছিলেন না। আমরা মৃতের আত্মার সদ্গতি প্রার্থনা এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত স্ত্রী-পুত্র-কন্যার সুগভীর শোকে সমবেদনা-জ্ঞাপন করিতেছি।

সংবাদটুকু সমর মিত্র দুবার্ তিনবার বার-বার পড়িলেন। পড়িয়া মৃদু হাস্য করিলেন, তারপর সংবাদটুকুকে ঘিরিয়া লাল পেন্সিলের মার্কা দিলেন!···

গুণময় আসিল।

সমর মিত্র বলিলেন—পলাশ চৌধুরীর মৃত্যু-সংবাদ বেরিয়েছে আজকের কাগজে, দেখেছো গুণময়?

গুণময় বলিল—আপনার ঐ রাসবিহারী এভেনিউয়ের পলাশ চৌধুরী?

—হ্যাঁ। এই ছাখো।

বলিয়া কাগজখানা তিনি ফেলিয়া দিলেন গুণময়ের সামনে, বলিলেন,—লাল পেন্সিলে দাগ-দেওয়া খপর···মন দিয়ে পড়ো গুণময়। আমি তোমাকে এ সম্বন্ধে জেরা করবো।

একাগ্র মনোযোগে গুণময় সংবাদটুকু পাঠ করিল, তারপর সমর মিত্রের পানে চাহিয়া বলিল,—বলুন, এবার কি জিজ্ঞাসা করবেন?

সমর মিত্র বলিলেন—এ পলাশ চৌধুরীরও পায়ে চোট···বন্দুকের গুলির চোট এবং সে চোটের চিকিৎসা করতে রায় বাহাদুর সুকৃতি মল্লিকের ডাক পড়েছিল···দেখছো তো?

গুণময় বলিল—হ্যাঁ স্যর, দেখছি।

সমর মিত্র বলিলেন—আমাদের লোকটার নামও পলাশ চৌধুরী···তিনিও পায়ে বন্দুকের চোট খেয়েছিলেন এবং তাঁর চিকিৎসা করতে গিয়েছিলেন এই রায় বাহাদুর সুকৃতি মল্লিক মশায়···

গুণময় বলিল—হ্যাঁ···

সস্মিত মুখে সমর মিত্র বলিলেন,—এদিকে এগুলোয় যেমন মিল দেখছো, তেমনি অমিলও আছে। প্রথমতঃ আমাদের পলাশ চৌধুরী বন্দুকের গুলি খেয়েছিল সতীপদ বাবুর বাগমারীর বাগানে· সুন্দরবনে বাঘ মারতে গিয়ে চোট পায় নি! দ্বিতীয়তঃ এ পলাশ চৌধুরী মারা যেতে পারেন, কিন্তু আমাদের পলাশ চৌধুরী মারা যায় নি বলেই আমার বিশ্বাস!

গুণময় নিরুত্তরে সমর মিত্রের পানে চাহিয়া রহিল।

সমর মিত্র বলিলেন—একটা কাজ করা যাক···পলাশ চৌধুরী যদি

কলকাতায় মারা গিয়ে থাকে, খপরের কাগজের এ খপর যদি সত্য হয়, তাহলে তার মৃত্যু কলকাতাতেই ঘটেছে ; এবং কলকাতার রাসবিহারী এভেনিউয়ে মৃত্যু হলে নিশ্চয় ক্যাওড়াতলার শ্মশান-ঘাটে তাঁর মৃতদেহ পোড়ানো হয়েছে ! একবার শ্মশান-ঘাটে টেলিফোন করি···শুধু কাল কেন,···এক-হপ্তার মধ্যে কোনো পলাশ চৌধুরীর মৃত্যু সেখানকার খাতায় রেজিষ্ট্রী করা হয়েছে কি না···খপর নিই।

সমর মিত্র তখনি ফোন করিলেন ক্যাওড়াতলার শ্মশান-ঘাটে। খপর মিলিল, না, কাল নয়, পরশু নয়—এক-মাসের মধ্যে কোনো পলাশ চৌধুরীর মৃতদেহ ওখানকার শ্মশানে চিতায় পুড়িতে যায় নাই !

শুনিয়া গুণময়ের দুচোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত !

সমর মিত্র বলিলেন—আমিও তাই ভেবেছিলুম ! এবার দেখা যাক, নিমতলা শ্মশান-ঘাট আর কাশী-মিত্রের-ঘাট···

গুণময় বলিল—রাসবিহারী এভেনিউ থেকে অত-দূরে যাবে মড়া পোড়াতে ?

সমর মিত্র বলিলেন—যাওয়া উচিত নয়। তবে অনুচিত কাজও তো মানুষ অনেক সময় করে থাকে। কাজেই ও দু-জায়গায় সন্ধান নিয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যাক।

সমর মিত্র ফোন্ করিলেন নিমতলা শ্মশান-ঘাট···Burrabazar 1955··

সাড়া মিলিল। প্রশ্ন করিলেন—পলাশ চৌধুরী নামে কোনো ব্যক্তির মৃতদেহ ওখানে আজ···কাল···পরশু···তরশু···এক-মাসের মধ্যে পোড়ানো হইয়াছে কি না ?

জবাব মিলিল,—না। ছ' মাসের মধ্যে ও-নামের কোনো মৃত ব্যক্তির নাম নিমতলা বার্নিং-ঘাটের রেজেষ্ট্রী-কেতাবে নাই!

কাশী-মিত্রের ঘাট হইতেও ঐ একই সংবাদ মিলিল।

গুণময় বলিল—ব্যাপার কি, স্যর?··· মানুষ মারা গেল না···অথচ খপরের কাগজে এমন করে মৃত্যু-সংবাদ ছাপা হলো?

হাসিয়া সমর মিত্র বলিলেন—জানতে পেরেছে, আমরা পাছু নিয়েছি···তাই আমাদের চোখে ধূলো দেবার জন্য এ খপর ছাপানো!

গুণময় বলিল—খপরের কাগজওয়ালারা তা বলে না জেনে এমন মিথ্যে খপর ছাপাবে?

সমর মিত্র বলিলেন—খপরের কাগজের আপিসে বহু ছোকরা বহু মতলবে যাতায়াত করে। তাদের মনের পরিচয় কোনো আপিসের কর্ত্তারা জানতে পারেন না। তাছাড়া নিউজ-ডিপার্টমেণ্টের লোককে দু'খানা চপ্‌ খাইয়ে খপর ছাপিয়ে বার করা এ-কালে শক্ত কাজ নয়। কিন্তু যাক্ ও কথা···পলাশ চৌধুরী মোদ্দা একটু ভাবিয়ে তুললে! ভাবছি, লালবাজার থেকে আজ একবার বাগমারীতে যাবো। মনে হচ্ছে, সেখানে কিছু খপর আছে···মণিমালা ফিল্ম-ষ্টারের কাছে যে কথা শুনেছি···একবার ঐ সরলা দেবীকে দু'চারটে কথা বলা প্রয়োজন!

গুণময় বলিল—আমায় কিছু করতে হবে?

সমর মিত্র বলিলেন—তুমি শুধু একবার সেই নির্ম্মলের খপর নিয়ো ···এ ব্যাপারে সে-ছোকরার অমন উৎসাহ···হঠাৎ সে বাইরে চলে গেল···আমায় একটু খপর না দিয়ে!···আমার মনে হচ্ছে, আমরা

ওদিকে বোধ হয় wild goose chase করছি! এই ব্যাপারেই সে হয়তো কোনো খপর পেয়েছে…

গুণময় বলিল—নির্ম্মল বাবুর খপর নেবো, স্যর?

লালবাজার হইতে সমর মিত্র যখন বাগমারীতে সতীপদ বাবুর গৃহে আসিয়া পৌঁছিলেন, বেলা তখন প্রায় তিনটা। আসিয়া সামনে কাহাকেও দেখিলেন না। বেয়ারাকে ডাকিতে মালতী আসিয়া দেখা দিল। বলিল—আপনি এসেছেন…ভালোই হয়েছে! আজ সকালের পোষ্টে আমি একখানা চিঠি পেয়েছি। সে চিঠি আপনাকে দেখাবার জন্য অস্থির হয়ে আছি!

চিঠি! সমর মিত্র বলিলেন—দেখি সে-চিঠি…

চিঠি আনিয়া মালতী সেখানি দিল সমর মিত্রের হাতে।

খামের চিঠি। সমর মিত্র চিঠি বাহির করিয়া পড়িলেন। বাঙলায় লেখা চিঠি। লেখা আছে—

মালতী দেবী

তোমার হাতের বন্দুকের গুলিতে আমাদের দলপতি জখম! জীবন-মৃত্যুর খেলা চলিয়াছে! যদি তার প্রাণ যায়, তোমার প্রাণ দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ইতি

হাতের অক্ষরগুলা বেশ যত্ন করিয়া বেছাঁদের করিয়া তোলা হইয়াছে। খামের উপরে ইংরেজীতে ঠিকানা লেখা। চিঠি আসিতেছে…

পোষ্ট-মার্ক দেখিলেন, পার্ক ষ্ট্রীট পোষ্ট-অফিস।

চিঠিখানা বহুক্ষণ নাড়াচাড়া করিয়া সমর মিত্র বলিলেন—সতীপদ বাবুর মেয়ে কোথায় ?

মালতী বলিল—মামাবাবুর সঙ্গে মার্কেটে গেছে।

—মার্কেটে হঠাৎ ?

মালতী বলিল—মামাবাবুর কি দরকার আছে।

—কখন গেছেন ?

—একটার পর।

—হুঁ...

সমর মিত্র গম্ভীর হইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন...

দু মিনিট, পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট কাটিয়া গেল। তারপর মালতীর পানে চাহিলেন...মালতী তাঁর পানেই চাহিয়াছিল। তার দুচোখের দৃষ্টি স্থির, অবিচল...

সমর মিত্র ডাকিলেন—মালতী...

মালতীর দু চোখের পাতায় মৃদু কাঁপন...সে কোনো জবাব দিল না।

সমর মিত্র বলিলেন—একটা ব্যাপারের এমন প্রমাণ পেয়েছি... যে সে-সম্বন্ধে চুপ করে থাকা চলে না!...সরলা নেই, ভালো হয়েছে। তার সম্বন্ধেই বিশেষ করে কিছু জানতে চাই...

মালতীর মাথায় রক্তস্রোত ছলাৎ করিয়া উঠিল!

সমর মিত্র বলিলেন—জ্যোৎকুমারকে সরলা ভালো বাসতো। জ্যোৎকুমার কিন্তু বাসে নি। জ্যোৎকুমারকে সরলা সে ভালোবাসা জানিয়েছিল চিঠি লিখে...

মালতী কোনো জবাব দিল না।

সমর মিত্র বলিলেন—এ কথা সত্য ?···বলো। না হলে সে-চিঠি নিয়ে একটা গণ্ডগোল ঘটতে পারে।

মালতী একটা নিশ্বাস ফেলিল। নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—সরলা ভালোবাসতো···

—তুমি কি করে জানলে ?

সলজ্জভাবে মালতী বলিল—আমাকে অনেক বার বলেছে। ওর সম্বন্ধ এসেছিল দু'চার জায়গা থেকে। মামাবাবুর খুব আগ্রহ ছিল তার এক জায়গায় বিয়ে দিতে। সরলা আপত্তি তুলেছিল এবং বলেছিল, বিয়ে যদি হয় তো ও-ঘরে নয়। যদি বিয়ে করে তো বড় লোকের ঘরের ছেলেকে বিয়ে করবে না···গেরস্ত-ঘরে সে বিয়ে করবে।

সমর মিত্র বলিলেন—কিন্তু ঐ কথা থেকে···

কথাটা তিনি শেষ করিলেন না।

মালতী বলিল—তা নয়। আমি একদিন মামাবাবুকে বলেছিলুম, জ্যোৎকুমার বাবুর সঙ্গে সরলার যদি বিয়ে ত্থান্ মামাবাবু ? তাতে মামাবাবু বলেছিলেন—পাগল হয়েছিস্ ! ওর কি আছে ?···এ কথা সরলা শুনেছিল···

সমর মিত্র বলিলেন—আচ্ছা, সতীপদ বাবুর অনেক টাকা দেনা··· এ কথা সত্য ?

মালতী বলিল—হ্যাঁ। মানে, ইদানীং নিজে উনি কাজ-কর্ম্ম বড় দেখতেন না···তার উপর অনেকগুলো ভালো ভালো ঘরের সঙ্গে কারবার বন্ধ হয়ে গেল।

—কত টাকা দেনা···জানো ?

—না।

—আন্দাজ ?

—তা চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার টাকার কম নয় !

—সেজন্য ওঁর কোনো রকম ভাবান্তর ইদানীং লক্ষ্য করেছো ?

—করেছি। মামাবাবু যেমন সৌখীন, তেমনি আমুদে ছিলেন। গাড়ীর আর ঘোড়ার সখ ছিল ওঁর খুব বেশী। ঘোড়াগুলো বেচে দেছেন। গাড়ীর মধ্যে ঐ একখানা পুরানো ফোর্ড···তা'ও টুরার-গাড়ী। আমরা কতবার বলেছি, একখানা সেডান-বডি গাড়ী কিনুন, মামাবাবু···শুধু জবাব দিতেন, দাঁড়া না, এদিকে একটু গুছিয়ে উঠি···

—হুঁ···বলিয়া সমর মিত্র আবার চিন্তামগ্ন হইলেন।

দু-চার মিনিট পরে ডাকিলেন - মালতী···

মালতী চাহিল সমর মিত্রের পানে।

সমর মিত্র বলিলেন—আচ্ছা, তোমার পৈত্রিক সম্পত্তির কিছু কি তোমার মামাবাবুর হাতে নষ্ট হয়েছে ?

মালতী বলিল—কলকাতার একখানা বাড়ী···মামাবাবুর একবার বড্ড টানাটানির সময় আমি বাঁধা দিয়েছিলুম···বারো হাজার টাকায়। ···সে-টাকা মামাবাবু নিয়েছেন···

—তার এক-পয়সা শোধ দ্যান নি ?

—না।

—সে বন্ধকী-দেনার টাকা সুদে বাড়ছে ?

—তা বাড়ছে বৈ কি !

—সে সম্বন্ধে উনি তোমায় কখনো কিছু বলেন নি ?

মালতী বলিল—মাসখানেক আগে একদিন বলেছিলেন, উপায় করছি রে··তোর বাড়ীখানা এবার বোধ হয় খালাশ করে দিতে পারবো।

—এ ছাড়া আর কোনো কথা নয়?

—না।

—এবং এক মাসে তার কোনো ব্যবস্থাও হয় নি?

মালতী বলিল—না···

তারপর কোনো কথা নাই! অনেকক্ষণ···

সমর মিত্র আবার বলিলেন—একটা কথা বলবো, মালতী?

—বলুন···

সমর মিত্র বলিলেন—তোমার যে-পরিচয় পেয়েছি···তাতে জানতে পারছি, তোমার বাবা অনেক টাকার মালিক ছিলেন··সে টাকার মালিক এখন তুমি!···মামার কাছে তুমি আছো···এ-বয়সে তোমার যে-রকম মনের আনন্দে থাকবার কথা, তোমার মনে সে-আনন্দ নেই!···বাড়ীতে খুন হয়ে গেছে···তার জন্য মনের অবস্থা খারাপ হওয়া স্বাভাবিক···কিন্তু তোমায় দেখে আমার মনে হয়েছে, মনের এ-অবস্থা হবার আরো অন্য কারণ আছে··এবং তোমার মন যে এমন হয়েছে, সে অনেক দিনের দুশ্চিন্তায়···

এ-কথা শুনিয়া মালতী হতভম্বের মতো চাহিয়া রহিল সমর মিত্রের পানে··

সমর মিত্র বলিলেন—তুমি অনধিকার-চর্চ্চা মনে করতে পারো,

কিন্তু একান্ত-গোপন না হলে তুমি যদি তোমার এ ভাবান্তর হবার কারণ আমাকে বলতে পারো, তাহলে আমার মনে হয়, এ ব্যাপারের মীমাংসাতেও আমি অনেকখানি সাহায্য পাবো !···

এই পর্য্যন্ত বলিয়া সমর মিত্র সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া রহিলেন মালতীর পানে। মালতীর দুই কাণের ডগা রাঙা হইয়া উঠিল··· কপালে ঘর্ম্ম-বিন্দু···তার মনের মধ্যে যেন ঝড় বহিতেছে···মানব-চরিত্রে অভিজ্ঞ সমর মিত্র তাহা বুঝিলেন।

তিনি বলিলেন—কি বলো মালতী? পারবে বলতে?

একান্ত সঙ্কোচে মালতী কোনো মতে সমর মিত্রের পানে চাহিল ···কিন্তু চাহিয়া বেশীক্ষণ থাকিতে পারিল না। সমর মিত্রের তীক্ষ্ণ স্থির দৃষ্টির সামনে সে মাথা নত করিল।

সমর মিত্র বলিলেন—জ্যোৎকুমারের হত্যা এবং তোমার মামাবাবুর ছবি চুরি ··এ ব্যাপারের মধ্যে যে-রহস্য, সে রহস্যের চাবি-কাঠিটি বাইরে নেই। যতদূর আমি চিন্তা করেছি, আমার মনে হয়, এর চাবি আছে এই বাড়ীর মধ্যে। তাই নয় কি?···বলো···

মালতী আবার চাহিল সমর মিত্রের পানে এবং কোনো মতে বলিল—দয়া করে আমায় কোনো কথা জিজ্ঞাসা করবেন না···

সমর মিত্র বলিলেন—শুধু একটা কথার জবাব দাও···লক্ষীটি! আমি জানতে চাই, তোমার বিষয়-সম্পত্তির কথা···যতদূর তুমি জানো, সে সম্পত্তি নির্দ্দায় এবং নিরাপদ আছে কি না?

একটা বড় নিশ্বাস ফেলিয়া মালতী বলিল—সে খপর মামাবাবু জানেন। ম্যানেজার-নায়েব—তাদের সঙ্গে যা কিছু বন্দোবস্ত···তা মামাবাবুই করেন। অর্থাৎ মামাবাবু সব ভার নেছেন।

—তোমার সঙ্গে কখনো সে সম্বন্ধে কোনো পরামর্শ কেউ করেছেন ?

—না।

—কোনো কাগজ-পত্র কখনো সই করেছো তুমি···তোমার বিষয়-সম্পত্তির সম্পর্কে ?

—গভর্ণমেণ্ট-পেপারের সুদ আনবার সময় পেপারে সই করেছি ···কখনো বা দু' একখানা এফিডেভিটও সই করতে হয়েছে।

—কিসের এফিডেভিট ?

—দু' চারখানা শেয়ার-স্ক্রিপ্‌ট্‌ কেনাবেচা করা হয়েছে···তার জন্য।

—কিসের শেয়ার ? কত টাকার শেয়ার···মনে আছে ?

—দু'খানা শেয়ারের কথা মনে আছে···একখানা মুঙ্গোড়া কোল কোম্পানির ; আর একখানা হাবার্ট টী কোম্পানির শেয়ার···দু'খানির প্রত্যেকটা শেয়ার হাজার টাকার করে'···

—কত দিন আগে এফিডেভিট সই করেছো ?

মালতী বলিল—ছ' সাত মাস আগে।

—কোর্টে গিয়েছিলে সে জন্য ?

—না।

—কোনো হাকিমের বাড়ীতে ?

—একজন অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট আছেন···মামাবাবুর পুকুরে মাঝে মাঝে তিনি মাছ ধরতে আসেন। তাঁর সামনে এই বাড়ীতে বসেই ও দুটো শেয়ার সই করেছি।

—হাকিমের নাম মনে আছে ?

দিয়া।

—পশুপতি ঘোষ।

—ও···চিনি। আচ্ছা, তোমাকে তাহলে আর বিরক্ত করবো না। মোদ্দা, তুমি সাবধানে থেকো। এমন চিঠি পেয়েছো! তারপর যা শুনলুম, আমার একটু ভয় হচ্ছে তোমার জন্য!···এ কথা না জানলে বলতুম, অমন চিঠি ওরা লেখে···ওতে ভয় করবার কিছু নেই! যাই হোক, একটু সাবধানে থেকো···কাল আর-একবার আমি এখানে আসবো'খন···

মালতী বলিল, একটা কথা···

—বলো···

মালতী বলিল- আপনার মনে হয়, কোনো কিনারা করতে পারবেন?

মৃদু হাসিয়া সমর মিত্র বলিলেন—মনে হয়, পারবো। তবে কবে, তা ঠিক বলতে পারছি না।

দশম পরিচ্ছেদ

ধরণীধর আর্টিষ্ট

দুদিন পরের কথা।

সকালে সমর মিত্রের কাছে একটা খোট্টা বেয়ারা আসিয়া হাজির। তার হাতে চিঠি। বেয়ারা বলিল, মণিমালা-বিবির কাছ হইতে আসিয়াছে। চিঠি আছে।

খাম ছিঁড়িয়া সমর মিত্র চিঠি পড়িলেন। চিঠিতে লেখা আছে—

মান্যবরেষু

আপনার উপদেশমত আমি যো[illegible] বাবু ও পার্ব্বতী বাবুর ঠিকানা জোগাড় করিয়াছি; তাঁদের খপর পাঠাইয়া আমার এখা[illegible] আজ দুপুরবেলায় আসিতে বলিয়াছি। তাঁরা বলিয়াছেন, আসিবেন।

ষ্টুডিয়োয় আজ আমার কাজ [illegible]। আপনি যদি দয়া করিয়া আমার এখানে বেলা দুটা নাগাদ আসেন, তাহা হইলে [illegible]ড়শী বাবু এবং পার্ব্বতী বাবুর সঙ্গে কথা কহিতে পারেন।

যদি বেলা দুটায় আনা[illegible] সুবিধা হয়, কোন্ সময়ে সুবিধা হইবে জানাইলে আমি তাঁহাদের সঙ্গে আপনার সাক্ষা[illegible] ব্যবস্থা করিতে পারি।

আপনি আমার শতকোটি প্রণাম জানিবেন।

ইতি

মণিমালা

চিঠি পড়িয়া সমর [illegible] খুশী [illegible]। এ-সব মেয়ের সম্বন্ধে অনেকের সঙ্গে তিনি তর্ক ক[illegible]। অনেকের ধারণা, এ-সব মেয়ের মন পাথর—নিজেদের স্বা[illegible] ছাড়া দুনিয়ায় এরা আর কোনো

কিছুর ধার ধারে না! তর্ক করিয়া সমর মিত্র বলিয়াছেন, নিজের কর্ম্ম-জীবনের অভিজ্ঞতায় তিনি দেখিয়াছেন, এ-সব পাথর-মনেও যে সুগন্ধি কুসুম ফোটে, বহু অন্তঃপুরের যত্ন-পালিত কোমল কুসুমও তেমন গন্ধ-বর্ণ-বৈচিত্র্যের ধার ধারে না। তিনি দেখিয়াছেন, অন্তঃপুরিকা সাধ্বী-সতী স্বামীর বিপদে গহনা-গাঁঠি লইয়া স্বামীর কাছ হইতে সরিয়া গিয়াছেন! আবার এদিকে এই সব সমাজ-পরিত্যক্তাদের মধ্যেও এমন নারী দেখিয়াছেন যে তার প্রিয়জনের বিপদে নিজেকে রিক্ত নিঃস্ব করিয়া দিতে কাতর হয় নাই!

ভৃত্যের পানে চাহিয়া তিনি বলিলেন—আচ্ছা, তোমার বিবিকে বলো, দো বাজে হাম্ যায়েগা...

৬

বেলা দুটায় মণিমালার গৃহে আসিয়া সমর মিত্র দেখেন, দু'জন তরুণ ভদ্রলোক গম্ভীর মুখে বসিয়া আছে।

সমর মিত্রকে দেখিয়া মণিমালা বলিল—নমস্কার...আসুন ..

সমর মিত্র আসন গ্রহণ করিলে দু'জনকে নির্দ্দেশ করিয়া মণিমালা বলিল—ইনি হলেন ষোড়শী বাবু...আর ইনি মিষ্টার সেন...মানে, পার্ব্বতী বাবু।

পার্ব্বতী সেন যে মিষ্টার, তাঁর ইংরেজী পোষাকেই সে পরিচয় জাজ্বল্যমান ছিল। ষোড়শী বাবু ধুতি-পাঞ্জাবি-পরা বাঙালী।

সমর মিত্র চাহিলেন পার্ব্বতী সেনের দিকে, কহিলেন—আপনি কি কাজ করেন?

পার্ব্বতী সেন বলিল— ক্যালকাটা কর্পোরেশনে লাইসেন্স ডিপার্টমেণ্ট···

সমর মিত্র চাহিলেন ষোড়শীর দিকে, বলিলেন—আপনি?

ষোড়শী বলিল—পৈত্রিক কিছু সম্পত্তি আছে, দেখা-শোনা করি··· অন্য কোনো কাজ করি না।

সমর মিত্র বলিলেন—জ্যোৎকুমার বাবুর সঙ্গে কতদিন জানা-শোনা?

ষোড়শী বলিল—তাঁর সঙ্গে আমার জানাশোনা চার-পাঁচ বছর··· এই পার্ব্বতীর মারফৎ।

—ও···বলিয়া সমর মিত্র চাহিলেন পার্ব্বতীর দিকে, বলিলেন—আপনি তাহলে older friend? আপনার সঙ্গে জ্যোৎকুমার বাবুর···

সমর মিত্রের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বে পার্ব্বতী বলিল—ছেলে-বেলায় জ্যোৎকুমার থাকতো আমাদের পাড়ায় কম্বুলিয়াটোল লেনে। আমরা এক স্কুলেই পড়েছিলুম···ওর সঙ্গে ভাবও বরাবর বেশ জমাট রকম ছিল···

সমর মিত্র বলিলেন—আপনাদের কাছে মনের কথা প্রকাশ করে বলতেন জ্যোৎকুমার বাবু?

পার্ব্বতী বলিল—সবটুকু বলতো কি না, কি করে জানবো? তবে অনেক কথার আলোচনা করতো!

সমর মিত্র বলিলেন—সতীপদ বাবুর কাছে চাকরি তিনি করতেন, ···ও বাড়ীর সম্বন্ধে কখনো কোনো কথা বলেছিলেন? মানে, খুব

ব্যক্তিগত কথা···নিজের সম্বন্ধে? কিম্বা সতীপদ বাবুর মেয়ে সরলা, ভাগনী মালতীর সম্বন্ধে? বা সতীপদ বাবুর সম্বন্ধে?

অবিচল-নেত্রে পার্ব্বতী কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল সমর মিত্রের পানে তারপর বলিল—সে তো বহু বৎসর ধরে চাকরি করছে সতীপদ বাবুর কাছে···ক বছরে অনেক কথাই বলেছে···কোন্ কথাটা বিশেষ করে জানতে চান···মানে, বাজে যা-তা কতকগুলো বকে' আপনাকে জ্বালাতন না করে কাজের কথাটুকু আপনি জানতে পারেন, এই বুঝে যদি আপনি প্রশ্ন করেন···

সমর মিত্র নিঃশব্দে কিছুক্ষণ কি চিন্তা করিলেন, তারপর বলিলেন, —বটে!···আমার প্রথম প্রশ্ন—আপনারা কখনো সতীপদ বাবুর বাড়ীতে গেছেন জ্যোৎকুমার বাবুর কাছে?

পার্ব্বতী বলিল—গিয়েছি বৈ কি···বহুবার গেছি।

—জ্যোৎকুমার বাবুর আলাদা কোয়ার্টার্স ছিল ওখানে।

—ছিল।

—সে কোয়ার্টার্স সতীপদ বাবুর বাড়ী থেকে একটু দূরে? মানে, লাগাও ছিল না?

—না। কোয়ার্টার্স ছিল বাড়ী থেকে একটু দূরে। তবে ঐ এক কম্পাউণ্ডের মধ্যেই।

সমর মিত্র বলিলেন—আমি সে কোয়ার্টার্স দেখেছি।···আচ্ছা, আপনারা বহুবার সে কোয়ার্টার্সে গেছেন নিশ্চয়···

—নিশ্চয়।

—কোনো বার জ্যোৎকুমার বাবুর ঘরে সরলা কিম্বা মালতীকে দেখেছেন?

—দু-চার বার দেখা হয়েছে। বসে আমরা একসঙ্গে গল্প করছি, সতীপদ বাবুর মেয়ে কিম্বা ভাগনী হয়তো এলেন! এসে জ্যোৎকুমারকে তাঁদের জন্য কোনো জিনিষ কিনে আনবার কথা বললেন…

—কি রকম জিনিষ?

—টয়লেটের জিনিষ…বোনবার প্যাটার্ণ…সিল্ক…উল…স্বরলিপির বই…মাথার কাঁটা…এমনি টুকিটাকি!

সমর মিত্র একাগ্র মনোযোগে শুনিলেন, তারপর বলিলেন—আপনাদের সঙ্গে তাঁদের আলাপ-পরিচয় হয়েছিল? আপনাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইতেন তাঁরা?

—খুব কম। হয়তো এম্পায়ারে নাচ হচ্ছে কিম্বা কোনো সিনেমা-শো…ওঁরাও দেখে এসেছেন, আমরাও দেখেছি…সেই নাচ আর ছবির সম্বন্ধে আলোচনা হলে সে আলোচনার আসরে কেউ চুপ করে থাকতুম না।…ওঁরা দুই বোনও তাতে যোগ দিতেন…

সমর মিত্র বলিলেন—মাপ করবেন…এবার যে-কথা জিজ্ঞাসা করবো, ভদ্র ঘরের মেয়েদের সম্বন্ধে সে-কথা বলা শোভন হবে না। কিন্তু বুঝচেন তো my task and responsibility…তাই এ-কথা বলতে হচ্ছে।

—বলুন…

—মেয়ে দুটি কেমন? যাকে বলে, পুরুষ-ঘেঁষা…

পার্ব্বতী যেন চমকাইয়া উঠিল, বলিল—না, না, সমর বাবু… **Far from it**! ওঁদের কথাবার্ত্তায় এবং আচারে-ব্যবহারে বেশ **reserve** ছিল…আমাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা যা কইতেন, তার মধ্যে বাচালতা ছিল না বা কোনো রকম complexও ছিল না। বাঙালীর

ঘরের মেয়েদের যে সঙ্কোচ, যে লজ্জা, যে সম্ভ্রমবোধ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, তার কোনো ব্যতিক্রম এঁদের কোনো কথায় বা আচরণে আমরা কোনোদিন লক্ষ্য করিনি!

সমর মিত্র বলিলেন—আমারো তাই বিশ্বাস, মেয়ে দুটির মনে বেপরোয়া ভাব নেই! আচ্ছা··· তারপর তিনি প্রশ্ন করিলেন,—সতীপদ বাবুর সম্বন্ধে আপনাদের ধারণা কি রকম? আপনাদের বন্ধুর কাছ থেকে তাঁর সম্বন্ধে যে-সব কথাবার্ত্তা শুনতেন, তা থেকে···

পার্ব্বতী বলিল—জ্যোৎকুমার বলতো, সতীপদ বাবুর তার উপর বিশ্বাস ছিল অগাধ···জ্যোৎকুমারকে তিনি ছেলের মতো ভালো বাসতেন! তবে ইদানীং দেনার দায়ে ভদ্রলোক যেন কেমন হয়ে গেছেন! জ্যোৎকুমার বলতো, সর্ব্বদা কেমন উন্মনা···কোনো বিষয়ে ক-পা এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ জ্যোৎকুমারকে বলতেন···না জ্যোৎকুমার, ওদিকে আর নয়!···জ্যোৎকুমারের মুখেই যা শুনতুম, তা থেকে আমাদের ধারণা যে, সতীপদ বাবুর বহুৎ টাকা দেনা···অথচ পুরোনো চাল এবং মান-সম্ভ্রম বজায় রেখে চলতে গিয়ে কোনোদিকে সামলাতে পারছেন না চলার বেগে তিনি অতলে চলেছেন··দাঁড়াবার আশা বিসর্জ্জন দিয়ে!

সমর মিত্র বলিলেন— সতীপদ বাবুর বাড়ীতে তাঁর ছবি দেখেছেন, নিশ্চয়?

—দেখেছি। কিন্তু জ্যোৎকুমার বলতো, ও-সব ছবির মধ্যে আসলে-নকলে মিশে একাকার হয়ে গেছে।

সমর মিত্র বলিলেন—তার মানে?

—মানে, আগে ছিল সব ছবি আসল। তারপর কে একজন

টিষ্ট এসে ছবির কপি করে। কপি হয়ে গেলে কোন্‌টা আসল, কোন্‌টা নকল,—তার হিসাব রইলো না। দু ছবি মিশে একাকার হলো। কোন্‌টা আসল, কোন্‌টা নকল, আমাদের মতো লোকের পক্ষে ধরা অসম্ভব!

সমর মিত্র বলিলেন—বাড়ীতে এখন যে সব ছবি আছে, সেগুলির মধ্যে আসল ছবি আছে? দু' একখানাও? না, সব ছবি আসলের নকল?

ষোড়শী এতক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া প্রশ্নোত্তর শুনিতেছিল। এবারে সে কথা কহিল। বলিল,—তা যদি জানতে চান্‌ তো আর্টিষ্ট ধরণীধর বোসকে ডেকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

ধরণীধর বোসের নাম শুনিয়া সমর মিত্র চাহিলেন ষোড়শীর পানে, বলিলেন—তিনি কোথায় থাকেন? কোথায় তাঁকে পাবো, বলতে পারেন?

ষোড়শী বলিল—সে থাকতো বাগবাজারে। খুব ভালো ফুটবল খেলতো··· তারি জন্য তার পপুলারিটি। সেই সঙ্গে ছেলেবেলা থেকে ছবি আঁকবার সখ ছিল! একবার তার আঁকা একখানা ছবি···পুরোনো 'ভারতী' কাগজ ছিল···মাসিক-পত্র···সেই মাসিক পত্রের সম্পাদক মণিলাল গাঙ্গুলি আর সৌরীন মুখুয্যের চোখে পড়ে,—ব্যস্‌, সে ছবি ভারতীতে তাঁরা ছাপিয়ে দ্যান। সে ছবি কাগজে বার হবার পর আর্টিষ্ট বলে তার খ্যাতি হয়। তখন কতই বা তার বয়স! বোধ হয়, চব্বিশ-পঁচিশ বছর। ছবির সুখ্যাতি বার হতে তার ঝোঁক চাপলো আর্ট স্কুলে ভর্ত্তি হবে। হলো ভর্ত্তি···এবং বেশ ভালো রেজাল্ট করলে আর্ট স্কুলে। তারপর বেশ পয়সা-কড়ি রোজগার, সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক

গিয়ে আস্তানা নিলে ওয়েলিংটন-স্কোয়ারে। ওয়েলিংটন-স্কোয়ারে তার সন্ধান করেছিলেন ?

সমর মিত্র বলিলেন—করেছিলুম। খপর পেয়েছি, ধরণীধর বোস is out of town.

পার্ব্বতী সেন বলিল—সম্ভব। বাইরে থেকে ও বড় বড় অর্ডার পায় ছবি আঁকবার।

সমর মিত্র বলিলেন—আচ্ছা, জ্যোৎকুমার বাবুর কাছ থেকে এমন কথা কখনো শুনেছিলেন যে সতীপদ বাবু তাঁর বাড়ীর সে-সব ছবি বেচে দেনা শোধ করবার চেষ্টা করছেন ?

ললাট কুঞ্চিত করিয়া পার্ব্বতী সেন বলিল—একবার যেন বলেছিল। মারা যাবার দিন দশ-পনেরো আগে। জ্যোৎকুমার বলেছিল, সতীপদ বাবু আসল ছবিগুলো বেচে দিতে চান্! জ্যোৎকুমার আর সতীপদ বাবুর ভাগনী তাতে মহা আপত্তি তুলেছে···

—বেচা হলো কি না, সে সম্বন্ধে কোনো কথা হয়েছিল ?

পার্ব্বতী সেন বলিল—আজ্ঞে না, সে সম্বন্ধে কোনো কথা হয় নি। ···আচ্ছা, সতীপদ বাবু সে সম্বন্ধে কিছু বলেননি ?

সমর মিত্র বলিলেন—তাঁর কাছ থেকে স্পষ্ট ভাষায় বা ইঙ্গিতও এমন পাচ্ছি না যা থেকে এ সব ছবির সম্বন্ধে কোনো ধারণা করতে পারি !

ষোড়শী বলিল—মণি জানে না ?

মণিমালা চুপ করিয়াছিল ; বলিল—না।

সমর মিত্র চাহিলেন ষোড়শী এবং পার্ব্বতীর পানে, বলিলেন—না কিম্বা মালতীর সঙ্গে জ্যোৎকুমারের সম্পর্ক···

ষোড়শী বলিল—জ্যোৎকুমার thorough gentleman ছিল···

পার্ব্বতী বলিল—সতীপদ বাবুর মেয়ে সরলা ভালো বাসতো জ্যোৎকুমারকে ; কিন্তু জ্যোৎকুমার সসম্মানে তারে দূরে রাখতো। সরলা মনিবের মেয়ে, সে জন্য বটে ! তাছাড়া…

কথাটা শেষ না করিয়া পার্ব্বতী চাহিল মণিমালার পানে। মণিমালার দু' গালে ফুটিল গোলাপী আভা !

সমর মিত্র তাহা লক্ষ্য করিলেন, করিয়া বলিলেন—এই ধরণীধর বোসের সম্বন্ধে আপনারা যদি একটু সন্ধান দিতে পারেন, তাহলে ভারী বাধিত হবো !…

পার্ব্বতী বলিল—আমি নেবো সন্ধান। বাগবাজারে ওর খুড়তুতো ভাইয়েরা থাকে…আজই আমি তাদের সঙ্গে দেখা করবো।

সমর মিত্র বলিলেন—দয়া করে তাহলে নেবেন খপর…খপর পেলে ফোনে আমায় জানাবেন…আমার ফোন্-নম্বর হলো পি-কে নাইন্-ফাইভ-ওয়ান্ !

এ কথা বলিয়া তিনি ছোট একটা নিশ্বাস ফেলিলেন, ফেলিয়া বলিলেন, —হ্যাঁ, এখন আর দু'চারটে কথা…কিন্তু সে কথার আগে…

বলিয়া তিনি চাহিলেন মণিমালার পানে, চাহিয়া বলিলেন—তোমার সাক্ষাতে এ সব কথা শোভন হবে না…তুমি যদি একটু বাইরে যাও, মা-লক্ষ্মী…তবে তোমার সম্বন্ধে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করবো না, সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো ! তোমার পরিচয় আমি পেয়েছি…বুঝলে ! অন্য যারা যা বলে, বলুক…আমি বলি, তুমি লক্ষ্মী !

মণিমালা উঠিল, বলিল—না, না, আমি কিছু মনে করবো না। আমি উঠে যাচ্ছি। তবে একটা কথা…

সমর মিত্র বলিলেন—বলো…

মণিমালা বলিল—আমায় যদি অনুমতি দেন, আপনাদের জন্য আমি একটু চায়ের ব্যবস্থা করি···

সমর মিত্র বলিলেন—তোমার হাতের চা···সাদরে আমি গ্রহণ করবো মা-লক্ষ্মী।

মণিমালা চলিয়া গেল।

তারপর কয়েকটি প্রশ্নের উত্তরে সমর মিত্র যে-তথ্য পাইলেন, তার মর্ম্ম,—

জ্যোৎকুমার লেখাপড়ায় চিরদিন ভালো ছিল। সঙ্গতি ছিল না, টুইশনি করিয়া নিজের পড়াশুনা চালাইয়া আসিয়াছে বরাবর। ম্যাট্রিকে সে থার্ড ষ্ট্যাণ্ড করিয়াছিল···তারপর ভাগ্যোন্নতি-সাধনের পথ সে একটু মুক্ত দেখিল। আই-এ পরীক্ষায় ন' জনের নীচে ষ্ট্যাণ্ড করিয়াছিল। বি-এ পড়িবার সময় তার মনে রোমান্টিসিজম্ দেখা দেয়। সাহিত্য পড়িয়া নিজের মনেও সে সাহিত্য রচনা করিত। বি-এতে অনার্স পায় নাই···এগজামিনেশনের পূর্ব্বে তার খুব অসুখ হয়। পাশ করিল, কিন্তু তার মন গেল ভাঙ্গিয়া! তারপর ইংরেজী খপরের কাগজের অফিসে চাকরি লয়। তার মাথা খুলিল জর্নালিজমে। কিন্তু চতুর্গুণ খাটিয়াও বেতনের দিক হইতে কর্ত্তৃপক্ষের দারুণ ঔদাস্য এবং শৈথিল্য, তার উপর মালিকদের ব্যক্তিগত সখ ও আরো পঞ্চাশ রকম উপসর্গ মানিয়া লিখিতে হইবে—কখন্ কিসের জোরে কাগজের পলিসি বদলায়, তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নাই—এমনি নানা কারণে ও দিকে তার মনে বিরাগ জন্মিতে বিলম্ব ঘটিল না!

জ্যোৎকুমার ইংরেজী লিখিত চমৎকার; এবং এই লেখার গুণে তার খ্যাতি বেশ একটু বিস্তার লাভ করিয়াছিল। তার ঐ খ্যাতির সূত্র

ধরিয়া সতীপদ বাবু নিজে জ্যোৎকুমারকে ডাকিয়া তাঁর সেক্রেটারি ও কারবারের ম্যানেজারের পদে বাহাল করেন। সতীপদ বাবু তাকে খুব স্নেহ করিতেন···তার শক্তির দাম দিতেও তিনি কখনো কার্পণ্য করেন নাই! এবং সতীপদ বাবুর ওখানে কাজ করিবার সময় ক'বছর পূর্ব্বে সতীপদ বাবুর এক বন্ধু ফিল্ম-কোম্পানি খুলিয়া বসেন। তাঁর কোম্পানির পাবলিশিটির কাজে সতীপদ বাবুই জ্যোৎকুমারকে বলেন সাহায্য করিতে —কোম্পানির কাছ হইতে সেজন্য জ্যোৎকুমার মাসে দেড়শো টাকা পাইত। এই পাবলিশিটির কাজ করিতে গিয়া মণিমালার সঙ্গে জ্যোৎকুমারের আলাপ-পরিচয়। মণিমালা একটু বেশী রকমের সেন্টিমেন্টাল···ভদ্র ঘরে জন্মিয়াছিল। বিবাহ হইয়াছিল; কিন্তু স্বামীর দারুণ স্বার্থপরতা এবং নীচতায় একটি দিনের জন্য সুখ-শান্তি ভোগ করে নাই। স্বামীর আশ্রয় ছাড়িয়া সে আসিয়া সিনেমায় যোগ দেয়। মণিমালার প্রতিভায় জ্যোৎকুমার আকৃষ্ট হয়। মণিমালার প্রতিভার উপর তার শ্রদ্ধা ক্রমে মণিমালার উপর গভীর প্রেমে আসিয়া জমে! বিবাহের কথা হইয়াছিল। কিন্তু হিন্দু-আইনের বিধির জন্য বিবাহে বাধা! তাই সে সম্বন্ধে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে না পারিয়া দুটি হৃদয় আকুল হইয়া··· ইত্যাদি।

মণিমালার সঙ্গে জ্যোৎকুমারের এ-সম্পর্কের কথা সতীপদ বাবু শুনিয়াছিলেন···সরলাও শুনিয়াছিল। এবং জ্যোৎকুমারের মুখেই ষোড়শী ও পার্ব্বতী শুনিয়াছে. এ ব্যাপার লইয়া সরলা একদিন জ্যোৎকুমারের সঙ্গে খানিক বাদানুবাদ করিয়াছিল। সে বাদানুবাদের ইতিহাস, অর্থাৎ···

সরলা বলিয়াছিল—ভদ্র ঘরে যোগ্য-কন্যার আপনি অভাব দেখেছেন জ্যোৎকুমার বাবু?

জ্যোৎকুমার জবাব দিয়াছিল—তা নয়। যোগ্যতা-অযোগ্যতা নিয়ে কোনো আসরে কোনো দিন বিচার-তর্ক তুলিনি।

সরলা। আপনি ভাবেন, ভদ্র-ধনী ঘরের মেয়ে···আপনাকে তারা মালা দেবার যোগ্য মনে করবে না ?

জ্যোৎকুমার। সে কথা ভেবে দেখিনি! তবে মানুষের অন-চিকতে যদি কাউকে দেখে মনে হয়···

ইহার পর সরলার শেষ কথা,—ফিল্মে যারা প্রেমের অভিনয় করে, সত্যকার জীবনেও যে তারা অভিনয় করে না, তার কি গ্যারাণ্টি আছে জ্যোৎকুমার বাবু ?

জ্যোৎকুমার সে কথার জবাব দেয় নাই।

এবং ইহার পরে সরলা একদিন সুস্পষ্টাক্ষরে চিঠি লিখিয়া জ্যোৎকুমারকে জানাইয়াছিল, সরলা তাকে ভালোবাসে এবং জ্যোৎকুমারের কণ্ঠে মালা দিতে উৎসুক···

জ্যোৎকুমার সে চিঠির জবাব দেয় নাই। মুখের কথায় বলিয়াছিল—আমাকে মাপ করবেন। এ জন্মে এত-বড় স্পর্দ্ধার জ্যোৎকুমারের মনে কখনো জাগে নাই···কখনো জাগিবে না। তার মন লইয়া কথা! অতএব···

সমর মিত্র এ রোমান্সের কাহিনী শুনিলেন। জ্যোৎকুমারের কথা ভাবিয়া মনে ব্যথা জমিয়া উঠিল···আর বেচারী মণিমালা!

চা পান করিয়া তিনি একবার লালবাজার পুলিশ অফিসে আসিলেন···

তারপর আরো দু'চার জায়গা ঘুরিয়া বাড়ী ফিরিলেন, রাত তখন প্রায় নটা···

খাইতে বসিয়াছেন, টেলিফোন বাজিল। পার্ব্বতী সেনের ফোন্।

পার্ব্বতী জানাইল—ধরণীধর বাবুর ঠিকানা পাইয়াছে···ধরণী কলিকাতায় আছে। কাল সকালে পার্ব্বতী আসিবে সমর মিত্রের গৃহে; আসিয়া সমর মিত্রকে সঙ্গে লইয়া ধরণীধরের গৃহে যাইবে।

ধরণীধরের সঙ্গে দেখা হইল। ধরণী কাজের মানুষ। আর্টিষ্ট হইলেও ব্যবসা-বুদ্ধিতে খাটো নয়। সে বলিল—পাঁচশো টাকায় কয়েকখানি ছবির সে কপি করিয়া দিয়াছিল। এত অল্প টাকায় কাজ করিবার কারণ, তার পেট্রন একজন ভদ্রলোক তাকে বলিয়াছিলেন, সতীপদ বাবুর আর্থিক অবস্থা খারাপ হইয়াছে। এ জন্য তাঁর খাতিরে···

সে পেট্রন?

ধরণীধর বলিল— ম্যাকফার্শন সাহেব। তিনি এখন বিলাতে।

সমর মিত্র প্রশ্ন করিলেন—আসল ছবি নকল করার কারণ কিছু শুনেছিলেন?

ধরণীধর বলিলেন—আমাকে সতীপদ বাবু বলেছিলেন, এক মার্কিন বন্ধু অনুরোধ করছেন। আমার এ সব ছবির কপি তিনি রাখতে চান, তাই···just to oblige that admiring friend.

ইহার বেশী এমন কোন সংবাদ মিলিল না, যে-সংবাদের জোরে···

ধরণীধর বোসকে ধন্যবাদ জানাইয়া সমর মিত্র বাড়ী ফিরিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

মালতীর হত্যা-রহস্য

পরের দিন সবে মাত্র ভোর হইয়াছে, সমর মিত্রের ঘরে টেলিফোন বাজিল। সমর মিত্র গিয়া ফোন্ ধরিলেন। মাণিকতলা হইতে সতীপদ বাবু ফোন্ করিতেছেন···

সতীপদ বলিলেন—আপনি সমর বাবু?

—হ্যাঁ···

সতীপদ বলিলেন—কাল আপনি এসে মালতীর চিঠি দেখে গিয়েছিলেন। সে চিঠি সত্যি হয়েছে···সর্ব্বনাশ ঘটেছে! মালতীকে কে খুন করে গেছে!

সমর মিত্রের সর্ব্বাঙ্গে রোমাঞ্চ-রেখা! তিনি বলিলেন—আমি এখনি যাচ্ছি।

আর্দ্দালীকে সঙ্গে লইয়া সমর মিত্র তখনি তাঁর টু-শীটারে চড়িয়া বাহির হইলেন···এবং সোজা মাণিকতলা থানায় আসিলেন। অফিসে বিজয় বাবু অফিস-ঘরে বসিয়া ডায়েরি লিখিতেছিলেন। সমর মিত্র আসিয়া ডাকিলেন,—বিজয়···

বিজয় বলিল—ব্যাপার কি স্যর? এই সকালে···

—সতীপদ বাবুর বাড়ী থেকে কোনো খপর পাও নি?

—না।···কিসের খপর বলুন তো?

—সতীপদ বাবুর ভাগনী মালতী···সেই মালতী একখানা উড়ো

চিঠি পেয়েছিলেন···ওঁর বন্দুকের গুলিতে সেই একটা লোক জখম হয়েছিল না? সেই সম্বন্ধে চিঠি। চিঠিতে লেখা ছিল, যদি সে লোকটা মরে, তোমারও প্রাণ যাবে!···কাল আমি সে-চিঠি দেখে মেয়েটিকে সাবধানে থাকতে বলে এসেছিলুম। আজ একটু আগে সতীপদ বাবু টেলিফোন করে জানিয়েছেন, সে-মেয়েটি খুন হয়েছে···

বিজয়ের গায়ে কাঁটা···দুই চোখ বিস্ময়ে যেন ঠেলিয়া বাহির হইবে! বিজয় বলিল—বলেন কি, স্যর!

—সেই খপর পেয়েই আমি ছুটে আসছি।···তুমি জরুরি ডায়েরি লিখছো···আসতে পারবে এখন?

—নিশ্চয় আসবো স্যর···আমার এলাকায় খুন! কিন্তু আমার এখানে সতীপদ বাবু খপর দিলেন না!

সমর মিত্র বলিলেন—ভদ্রলোক ভেবড়ে গেছেন··বাড়ীতে দু দুটো খুন···মগের মুল্লুকেও এমন হয় না, বিজয়! এ-দিকে জানিয়ে যাই।

৮

বিজয়কে লইয়া সমর মিত্র আসিলেন সতীপদ বাবুর গৃহে।

সতীপদ বাবু পাথরের মূর্ত্তির মতো বসিয়া আছেন···মৌন মূক!··· মুখ বিবর্ণ, মলিন! দেখিলে মনে হয়, দুর্ভাবনায় যেন তাঁর বয়স প্রায় বিশ বৎসর বাড়িয়া গিয়াছে···সারা দেহে যেন জীর্ণতার আবরণ!

প্রশ্ন করিয়া জানা গেল, শেষ রাত্রে আবার তেমনি একটা শব্দ··· টেবিল-চেয়ার নাড়ার শব্দ···সঙ্গে সঙ্গে দোতলা হইতে সরলার চীৎকার, —বাবা···বাবা···

সে-চীৎকারে সতীপদ বাবুর ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়···তিনি দোতলায়

আসিতেছিলেন···সরলা তাঁর গায়ের উপরে ঝাঁপাইয়া [illegible] শুধু বলিল,—মালতী··· তারপর অজ্ঞানের মতো ! বহু-কষ্টে স[illegible] ধরিয়া দোতলার ঘরে বসাইয়া তিনি আসিলেন মালতীর ঘরে। আসিয়া দেখেন, বিছানায় রক্তস্রোত বহিতেছে ! মালতী নাই ! সিঁড়ির উপরেও রক্তের দাগ ! উচ্চ কণ্ঠে মালতীকে তিনি ডাকেন সাড়া পাইলেন না ! আলোগুলা জ্বালিয়া দিয়া লোকজন লইয়া চারিদিকে সন্ধান করিলেন ···বাগানে সেই শিউলি-ঝোপের কাছে মালতীর শাড়ী পড়িয়া আছে, দেখেন, শাড়ীতে রক্তের দাগ ! তার একটু আগে মালতীর ব্লাউশ··· রক্তমাখা !

তন্ন-তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও মালতীকে কোথাও পাওয়া যায় নাই !

পাগলের মতো রাত্রির শেষ ক'টা মুহূর্ত কি করিয়া যে কাটাইয়াছেন ! সকালে সাতটা বাজিবামাত্র সমর মিত্রকে ফোন্ করিয়া এ সংবাদ জানাইয়াছেন···

কাহিনী শুনিয়া সমর মিত্র বাড়ী-বাগান ঘুরিয়া স্বচক্ষে সব দেখিলেন ···শাড়ীতে রক্তের দাগ···ব্লাউশের বুকের কাছটা যেন কাটা··· তীক্ষ্ণ অস্ত্র চালাইলে যেমন ভাবে কাটে, তেমনি ! রক্ত-ধারা অনুসরণ করিলেন। বিছানায় রক্ত ! সে-রক্ত জমিয়া কাল্‌চে-পানা হইয়া উঠিয়াছে। সিঁড়িতে, বাগানে রক্ত-বিন্দু···

দেখিয়া শুনিয়া বহুক্ষণ তিনি গুম্ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। খু[illegible] করিয়া লাশ লইয়া চম্পট দিবার কি প্রয়োজন ছিল ? তাছাড়া রক্তের দাগ শেষ হইয়াছে শিউলি-ঝোপের পাশে···তারপর আর এক-ফোঁটা রক্ত কোথাও নাই ! মাটীতে লাশ পুঁতিবে, এমন চিহ্ন নাই ! লাশ উড়িয়া যাইতে পারে না ! পুকুরে ফেলিয়া দিলেও পাথর

বাঁধিয়া ফেলিবে! এবং তা যদি ফেলিয়া থাকে, তাহা হইলে পুকুর পার হইয়া এই শিউলি-ঝোপের পাশে আসিবার কি হেতু থাকিতে পারে? তাছাড়া লাশ যদি পাচার করিল, তাহা হইলে তার পরণের শাড়ী এবং গায়ের ব্লাউশ এখানে ফেলিয়া গেল কেন?

বেলা প্রায় বারোটার পর এখানকার জবানবন্দী শেষ করিয়া বিজয়কে লইয়া সমর মিত্র মাণিকতলা থানায় ফিরিলেন। বিজয়কে বলিলেন—এ বেলায় তুমি বসে ডায়েরি লিখে ফ্যালো, বিজয়। আমি একবার ডেপুটি-সাহেবের ওখানে যাচ্ছি···গিয়ে তাঁকে সব বলি। এ্যাসিষ্টাণ্ট কমিশনার তো খানিকটা দেখে-শুনে গেলেন···ডেপুটি সাহেবের ওখানে তাঁকেও নিয়ে যাবো। তারপর যা হয়···

বিজয় বলিল—এ খুনের জন্য mystery (রহস্য) আরো নিবিড় হয়ে উঠলো, স্যর···

সমর মিত্র বলিলেন—স্যাখো, হয়তো এই খুন থেকেই আগেকার খুনের রহস্য-আবিষ্কারের কাজ আমাদের সহজ হয়ে আসবে।

—তার মানে?

সমর মিত্র বলিলেন—দেখা যাক···কি হয়। আমার মাথার মধ্যে যত কথা জাগছে, তার একটি কণাও যদি ঠিক মেলে···তাহলে মনে হচ্ছে, এত দিনে বিধাতা বোধ হয় উপায় করে দিলেন! হতভাগা নির্বুদ্ধিতার বশে নিজেকে ধরিয়ে দেবে, মনে হচ্ছে!

উপ্সা;

বিস্ময়-বিমূঢ় বিজয়কে তার ডায়েরির সম্বন্ধে সচেতন করিয়া সমর মিত্র থানা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন !

দুদিন পরের কথা।

বেলা তখন এগারোটা। আহারাদি সারিয়া সমর মিত্র বাহির হইতেছেন, হঠাৎ নির্ম্মল আসিয়া হাজির !

সমর মিত্র বলিলেন—তুমি তো বেশ ছেলে ! আমার সঙ্গে থেকে এ রহস্য-মীমাংসায় সাহায্য করবে, বললে ! বলে' ওদিকে···

সমর মিত্রের কথা লুফিয়া লইয়া নির্ম্মল বলিল—নিঃশব্দে ফেরার হয়ে গেলুম ?

—নিশ্চয়।

—ফেরার হইনি, স্যর। কলকাতাতেই কদিন আছি···এবং আপনার ঐ বাগমারীর বাগানের পিছনে আছি···এক টাকায় তিনখানা কাপড়-বেচা কাপড়ওয়ালা সেজে !

শুনিয়া সমর মিত্র অবাক ! বলিলেন—তার মানে ?

নির্ম্মল বলিল—তার মানে, আপনি যে থিওরি ধরে চলেছেন, তাতে আমি বাধা দিতে চাইনি। আমার থিওরি মেনে আমি চলবো ভেবে নিঃশব্দে আমি সরে এসেছি। এবং আমি যে-খপর জেনেছি ···শুনলে আপনি আশ্চর্য্য হবেন !

সমর মিত্র বলিলেন—বলো, শুনি তোমার খপর···

নির্ম্মল বলিল—আমার এক-নম্বরের খপর, আপনাদের পলাশ চৌধুরী মারা যায় নি।

সমর মিত্র বলিলেন—আমারো তাই বিশ্বাস !

নির্ম্মল বলিল—মালতী দেবীও বেঁচে আছেন।

সমর মিত্র বলিলেন—সে-বিশ্বাস আমারো খুব প্রবল!

নির্ম্মল বলিল—পলাশ চৌধুরীর আসল নাম বঙ্কিনাথ।

সমর মিত্র বলিলেন—বঙ্কিনাথ ! কালিমপঙ্ থেকে যার লেখা চিঠি আমরা পেয়েছি ?

—হ্যাঁ···

সমর মিত্র নিরুত্তরে নির্ম্মলের পানে চাহিয়া রহিলেন··· চোখের দৃষ্টিতে একরাশ প্রশ্ন!

নির্ম্মল বলিল—সেই বঙ্কিনাথ থাকে রেল-লাইনের ওপারে ছকু মিস্তিরের বাগান-বাড়ীতে। ছকু মিস্তিররা কলকাতা-ছাড়া। তাদের বাড়ী-বাগান পড়ে আছে মালীর হাতে। মালীর হাতে টাকা গুঁজে সেই বাগানে বাস করছে বঙ্কিনাথ!

সমর মিত্র বলিলেন—কিন্তু গুলির চোট্-খাওয়া রোগীকে ডাক্তার সুকৃতি মল্লিক দেখে এসেছেন রাসবিহারী এভেনিউয়ের বাড়ীতে!

নির্ম্মল বলিল—বাগানে আগুন লেগেছিল···সেই তদারকীর সময় ···রাত প্রায় এগারোটায়···মনে আছে ? তার একটু আগে ওর রোগীকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল রাসবিহারী এভেনিউয়ে। ডাক্তার অপারেশন করবার দুদিন পরে আবার বঙ্কিনাথকে ছকু মিস্তিরের বাগানে এনে ওরা রেখেছে।

সমর মিত্র বলিলেন—এত খপর তুমি পেলে কি করে, নির্ম্মল ?

ঈশ্বা।

নির্ম্মল বলিল—গাড়ীতে উঠুন স্যর, বলছি···

৭

দুজনে গাড়ীতে উঠিলেন। সমর মিত্র গাড়ী চালাইলেন। নির্ম্মল বলিতে লাগিল,—

সেদিন বাগানে রাত এগারোটায় আগুন লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে থিয়েটার থেকে ডাক্তার সুকৃতি মল্লিক নিরুদ্দেশ হলেন···তারপর তিনি ফিরে এসে যে ষ্টেট্‌মেণ্ট প্রচার করলেন, আমার মনে হলো, হয়তো এ দুটি ঘটনায় সংযোগ আছে। এখানে বন্দুকের চোট-খাওয়া আসামী চম্পট···এবং সকলের চোখে ধূলো দিয়ে···কি করে তা সম্ভব হতে পারে?···আপনার মনে আছে, গলির উপর সে রাত্রে ছিল মোটর-বাইক···মোটর-বাইক ফট্‌-ফট্‌ শব্দে চলে গিয়েছিল? তাই থেকে আমার মনে দারুণ সন্দেহ জাগে। পাছে বোকা বনি, এই ভয়ে আপনাকে না জানিয়ে কাপড়ওয়ালা সেজে পরের দিন এক-সময়ে আমি ঐদিকে গেলুম। 'কাপড়া-কাপড়া' বলে হাঁকতে হাঁকতে চারিদিকে দেখছিলুম। দেখলুম, মোটর-বাইকের চাকার দাগ গলি থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় পড়ে কলকাতার দিকে যায় নি···চাকার দাগ গেছে পূব-দিকে···অর্থাৎ যে-দিকে রেল-লাইন, সেই দিকে। এখানে তেমন বেশী গাড়ী চলে না···কাজেই সে-দাগ মিলিয়ে যায় নি! দেখলুম সে-দাগ···ছকু মিস্তিরের বাগানে গিয়ে ঢুকেছে! তারপর খুব হুঁশিয়ার হয়ে কাপড়ওয়ালা সেজে ছকু মিস্তিরের বাগানে গিয়ে মালীকে খদ্দের পাকড়ে একখানা গামছা বিক্রী করি···পাঁচ আনা দামের গামছা···দশ পয়সা দামে! মালী

মহা খুশী! তাকে শেষে বলি, মালী-ভাই তোমার বাগানে বাবুরা কেউ থাকে না, আমারো চালচুলো নেই···যদি থাকতে একটু জায়গা দাও, তাহলে কাপড় বেচে যা লাভ করবো, তা থেকে ছু আনা করে তোমায় দেবো। মালী বললে, বাগানে জায়গা নেই··· বাবুরা এসেছে···সঙ্গে রোগী! এ কথা শুনে আমার সন্দেহ আরো প্রবল হলো। রোগী নিয়ে বাবুরা এই পাণ্ডব-বর্জ্জিত দেশে আসবে কিসের লোভে?···তবু মালীর আশা ছাড়লুম না। একদিন রাত্রে মালীর ওখানে এসে আস্তানা নিলুম। বললুম, কোথায় আর যাবো? রাত্তিরটার জন্য থাকতে দাও। মালী থাকতে দিলে। তারপর মালী ঘুমোলে আমি সেই অন্ধকারে গা ঢেকে বাড়ীর কানাচে এসে কাণ পেতে রইলুম··· কোনো কথা যদি শুনতে পাই! সেখানে খানিকক্ষণ থাকতে-থাকতে শুনলুম, কি সব কথা হচ্ছে···বঙ্কিনাথকে সরাবার পরামর্শ! একজন বললে, পুলিশ ওদিকে রাসবিহারী এভেনিউয়ে ঘুরছে···ওদিকে আর যাওয়া হবে না!

বাধা দিয়া সমর মিত্র বলিলেন--রাসবিহারী এভেনিউয়ের যে বাড়ীতে লোক ছিল, সে-লোক ছু'চার দিন আগে সরে গেছে!

নির্ম্মল বলিল—সে-লোক ওদের পরিচিত মাত্র···রোগী দেখাতে হবে বলে ওরা ঐখানে গিয়ে উঠতো। তারপর আজ হলো শুক্রবার··· সোমবার থেকে মালীর ওখানে আমি ছিলুম···রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার জন্য মালীকে আট আনা করে পয়সা দিতুম। পয়সা পেয়ে মালী আমায় গুরুর মতো আদরে রাখতো। মালী বললে, বাবুরা আর ছু-চারদিন পরে চলে যাবে···তখন তুমি এসে এইখানে থেকো।

…তারপর হাঁা, যা বলছিলুম…কাল রাত্রে…তখন [illegible] বেজেছে…চারিদিক নিশুতি…আমি গিয়ে ওদের ঘরের কানাচে দাঁড়ালুম। শুনলুম, একজন বলছে, জানবার মধ্যে জানে ঐ ভাগনীটা…তাকে সরাতে হবে! তারপর টাকা-কড়ির ভাগ-বাটোয়ারা করে নিজেরা সরে পড়বো!…ভাগনীকে চিঠি দেবে, শুনলুম…প্রাণের ভয় আছে বলে! শুনে আমার মন নেচে উঠলো! আমি হুঁশিয়ার হয়ে ওৎ পেতে রইলুম! রাত প্রায় দুটো…বাগান থেকে দুজন ভদ্রলোক বেরুলেন…হাফ-প্যাণ্ট-পরা মূর্ত্তি! তাদের [illegible] সঙ্গে একটা বাণ্ডিল…আমি খুব সন্তর্পণে পাছু নিলুম। তারা সেই খিড়কীর ভাঙ্গা দেওয়ালের দিক দিয়ে সতীপদ বাবুর বাগানে ঢুকলো…আমি লুকিয়ে চুপচাপ বসে রইলুম। এক ঘণ্টা কাটলো, দু' ঘণ্টা কাটলো! দেখি, লোক দুটো ফিরছে…অজ্ঞান অচেতনের-মতো-একজনকে ঘাড়ে তুলে! সেই বৌবাজার আর্ট-ষ্টুডিয়োর ছবি ছিল সতীদেহ-স্কন্ধে মহাদেব…ঠিক তেমনি ভঙ্গী!…কাকে বইছে, বুঝতে পারলুম না। তবে মানুষ বয়ে চলেছে, তা বুঝতে বাকী রইলো না!…আমি ওদের পিছনে…কিন্তু ওরাও খুব হুঁশিয়ার…কাজেই ঠিক 'ফলো' করতে পারলুম না! প্রায় আধ ঘণ্টা পরে পাতি-মাতাল সেজে আমি চলে এলুম…এবং এলুম সেই মালীর বাগানে। বাগানের ফটক খোলা…মালীর ঘরের সামনে ছোট চাতাল। ঘুমের ভাণ করে সেইখানে পড়ে রইলুম। প্রায় ভোরের দিকে দুজন লোক ঢুকলো বাগানে—সঙ্গে সে মানুষ-লগেজ নেই! বুঝলুম, আর কোথাও রেখে এসেছে!…তারপর আজ দু-তিন দিন ধরে খোঁজ নিচ্ছি! বুঝেছি, যাকে নিয়ে এসেছিল, সে সতীপদ বাবুর ভাগনী! আর রক্তে

দাগ বলে যা চালিয়েছে, ওটা রঙ! ভাগনীর কাপড়-জামা ফেলে এসেছে বাগানে···যেন খুন করে লাশ পাচার করেছে, পাঁচ জনের মনে সেই ধারণা জন্মে দেবার জন্য!

এক-নিশ্বাসে এত কথা বলিয়া শেষ করিয়া নির্ম্মল বলিল—শুনলেন তো···

সমর মিত্র বলিলেন—হুঁ। রক্ত সম্বন্ধে আমারো ধারণা, মানুষের রক্ত নয়। ক্লোরোফর্ম্ম দিয়ে অজ্ঞান করে মালতীকে নিয়ে আসা বিচিত্র নয়! কিন্তু সতীপদ বাবুর মেয়ে চীৎকার করেছিল! তার মানে, স্বচক্ষে সে কিছু দেখেছিল, তাই! কিন্তু সে যদি দেখলো, তাহলে সে কথাটা আমাদের কাছে প্রকাশ করলে না কেন?

নির্ম্মল বলিল—তাই না কি!···সত্যি? এ-কথা গোপন করবার মানে?

সমর বলিলেন—আমার কি মনে হয় জানো, নির্ম্মল?

—কি, স্যর?

—এ সব ব্যাপারের সঙ্গে ঐ সরলার যোগ আছে···প্রত্যক্ষ না হলেও অপ্রত্যক্ষ!

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

রাউণ্ড-আপ্

লালবাজারে পৌঁছিয়া সমর মিত্র বলিলেন—এবার রণক্ষেত্রে ঝাঁপ দিতে হবে, নির্ম্মল··

নির্ম্মল বলিল—নিশ্চয়। তাই আমি আপনার কাছে এসেছি। মালী বললে, তারা ও-বাগানে থাকবে বড়-জোর আর চার-পাঁচ দিন। সে কথা খুব সত্য বলে মানি না···হয়তো ওরা আজ কিম্বা কাল সরে পড়বে।

সমর মিত্র বলিলেন—নিশ্চয়! আজই round up (ঘেরা) করবার ব্যবস্থা করা চাই। তোমায় বহু ধন্যবাদ···তুমি এ খপরগুলো নেছ!···তোমার চলে যাওয়ায় আমি যেন অকূল-পাথারে পড়েছিলুম, নির্ম্মল!

তারপর দুজনে পরামর্শ হইয়া গেল। এবং সে পরামর্শ-অনুযায়ী গুণময়কে সঙ্গে লইয়া নির্ম্মল গেল বাগবাজারিতে সতীপদর গৃহে; এবং চট্‌পট ওয়ারেণ্ট ও সার্চ্চ-ওয়ারেণ্ট লইয়া একদল পুলিশ-ফৌজ সহ সমর মিত্র গিয়া রেল-লাইনের ওপারে ছকু মিস্তিরের বাগান-বাড়ীতে হানা দিলেন! এমন কৌশলে এবং নিঃশব্দে এ কাজ নিষ্পন্ন হইল যে পথিকদের কাহারো মনে এতটুকু কৌতূহল বা আগ্রহ জমিবার অবকাশ ছিল না!

মালী স্নান করিতে যাইতেছিল·· তাকে প্রথমে বাগানের বাহিরে আনিয়া গ্রেফ্‌তার করা হইল। তারপর বাগান-বাড়ী ঘেরাও করিয়া একেবারে ব্যাঘ্র-ঝম্পনে আক্রমণ!

ঘরের মধ্যে ছিল দুজন মাত্র লোক···দুজনেই ভদ্রবেশী। একজনের পায়ে চোট্‌···ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। সে ছিল মেঝেয় তোষক-পাতা শয্যার উপর; আর একজন তার পাশে বসিয়া কাগজে কি লিখিতেছিল···

দুজনে গ্রেফ্‌তার হইল। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ী-বাগান ঘেরাও এবং সার্চ্চ!···

সার্চ্চের ফলে মিলিল কতকগুলো খাতা, চিঠি, হিসাব এবং নানা কেমিক্যাল্‌স্ (রাসায়নিক দ্রব্য)। দুটো টর্চ্চ পাওয়া গেল···গুপ্তি-ছুরিওয়ালা একটা লাঠি মিলিল। বন্দুকের গুলির চোট্‌-খাওয়া বঙ্কিনাথকে পাওয়া গেল না—আগে হইতেই সে সরিয়া পড়িয়াছে!*

সে-গুলোর ব্যবস্থা যথারীতি সম্পন্ন করিয়া সমর মিত্র চিঠি এবং খাতার পাতা উল্টাইতে লাগিলেন···

খাতায় পাওয়া গেল সাঙ্কেতিক বহু পরিভাষা। খাতার পাতার মাথায় তারিখ লেখা এবং তারিখের নীচে রোজ-নামচার মতো··· কাকে কি-চিঠি লেখা হইয়াছে···কি অর্থে কোন্ সঙ্কেত লিপায়িত হইয়াছে, সে-তারিখের সে সঙ্কেতের ব্যাখ্যা!···

সমর মিত্রের মনে কৌতূহল হইল।···সতীপদর বাগানে যে-চিঠি

* বঙ্কিনাথের দুর্বৃত্ততার সম্বন্ধে আরো বেশী কথা যাঁরা জানিতে চান, তাঁরা নবকথা সিরিজের প্রথম উপন্যাস "অর্থমনর্থম্" পড়িয়া দেখুন।

পাইয়াছিলেন···সাঙ্কেতিক ভাষায় লেখা, সে-চিঠির কথা মনে পড়িল। সে-চিঠি আসিয়াছিল কালিমপঙ্ হইতে···চিঠিতে লেখা ছিল "কপির ফসল···" খাতায় তার সূত্র মিলিল। খাতায় লেখা আছে, "কপি"—"সতীপদর বাড়ীর ছবি।" অর্থাৎ ছবির খরিদদার মিলিয়াছে!

"মার্কিন-টুরিষ্ট মনরো সাহেব। খরিদদারটিকে জোগাড় করিয়াছে সুধাংশু মিত্তির। তাকে দালালী দিতে হইবে শতকরা পাঁচ টাকা হিসাবে। ছবির দাম ত্রিশ হাজার টাকা।···চিঠি লেখা হইল, জবাব আসিবামাত্র কাজ-হাশিল করা চাই···মনরো সাহেব রেঙ্গুনে যাইতেছেন। এক মাস পরে কলিকাতায় আসিবেন। তারপর তিন দিনের মধ্যে তিনি সমুদ্র যাত্রা করিবেন। অতএব এ ব্যাপার জরুরি।"

পড়িয়া সমর মিত্র নিশ্বাস ফেলিলেন। সতীপদর গৃহ হইতে ছবি চুরি হইয়াছে, সত্য···এবং কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া সত্ত্বে ছবির সম্বন্ধে একটি কথাও কেন শুনা যায় নাই, তার অর্থ বুঝিলেন।

কাগজ-পত্র ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে একখানা খশড়া লেখা মিলিল পলাশ চৌধুরীর মৃত্যুর সম্বন্ধে খপরের কাগজে যে সং ছাপিয়া বাহির হইয়াছিল, তারি খশড়া। ছন্দে-ছন্দে রহিয়াছে!

সমর মিত্র বুঝিলেন, সে সংবাদ জাল···তার অকাট্য প্রমাণ এই খশড়া!

আসামীদের বহু প্রশ্ন করা হইল···তারা একটি কথাও বলিল না।

সার্চ্চের জিনিষ-পত্র-সমেত আসামীদের লইয়া সমর মিত্র যখন ক্ষুদু মিত্তিরের বাগান হইতে বাহির হইলেন, বেলা তখন পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে। মালীকেও গ্রেফ্‌তার করিয়া আনিলেন। আসিবার সময় সেখানে পাহারা রাখিয়া আসিলেন। বলিয়া আসিলেন, হুঁশিয়ার থাকিবে…যে-লোক বাগানে ঢুকিবে, তাকেই যেন গ্রেফতার করা হয়…সে-গ্রেফতারের ছাড়-ছোড় নাই!

তারপর তিনি আসিলেন সতীপদর গৃহে। সতীপদ ইজি-চেয়ারে অবসন্নের মতো দেহ-ভার ঢালিয়া পড়িয়া আছেন…কাছে বসিয়া আছে গুপময় এবং নির্ম্মল…

দূরে বৃক্ষান্তরালে সিপাহীর হেফাজতে আসামীদের রাখিয়া সমর মিত্র একা আসিলেন সতীপদর কাছে…সতীপদকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—নমস্কার সতীপদ বাবু…

সতীপদ মুখ তুলিয়া খাড়া হইয়া উঠিয়া বসিলেন, বলিলেন—নমস্কার! আসুন সমর বাবু…

তারপর দুজনেই নীরব!

এবং সে নীরবতা ভঙ্গ করিলেন সমর মিত্র।

সমর মিত্র বলিলেন—কেমিক্যাল এগ্‌জামিনারের রিপোর্ট পেয়েছি, সতীপদ বাবু। আপনার ভাগনী খুন হয় নি…হলেও সে রক্ত এখানে পেয়েছি…সে রক্ত নয়, রঙ। কেমিক্যাল প্রণালীতে দু'চার রকম এসিড মিশিয়ে রক্তের মতো করা হয়েছে। কাজেই

আপনি উতলা হবেন না···মালতী খুন হন্ নি। ওকে কেউ চুরি করে নিয়ে গেছে।

সতীপদর দু'চোখ স্থির অবিচল···সে-চোখে কোনো ভাব নাই···না দুঃখ, না বিস্ময়, না উদ্বেগ! যেন পুতুলের চিত্র-করা চোখ!

সমর মিত্র বলিলেন—দুজন আসামী গ্রেফতার হয়েছে। সে জন্য মালতীর সম্বন্ধে ভয় আরো বেশী হয়ে উঠেছে। এখনো ওর কোনো অনিষ্ট যদি না করে থাকে, ভয় হচ্ছে, এ-দুজন গ্রেফতার হবার পরে যদি মরিয়া হয়ে কিছু করে বসে!···আসামীদের এখানে এনেছি···দেখুন দিকিনি চিনতে পারেন কি না! যে-লোক আপনার বগে ঘুষি মেরেছিল···এদের মধ্যে সে আছে কি না?

এ কথা বলিয়া গুণময়কে উদ্দেশ করিয়া সমর মিত্র বলিলেন—তুমি যাও গুণময়···আগে গিয়ে দেখবে, বীরভদ্র সিংয়ের হাজতে আসামীরা আছে। একটা উড়ে মালী আছে, তাকে আনবার দরকার নেই। বাঙালী আসামী দুজনকে শুধু নিয়ে এসো।

কথাটা বলিয়া সমর মিত্র চাহিলেন সতীপদর পানে। দেখিলেন, সতীপদর যে চোখ ছিল চিত্র-করা চোখের মতো···সে-চোখের দৃষ্টিতে কি বৈচিত্র্য···আতঙ্ক, বিস্ময়, লজ্জা, সংশয়, দ্বিধা···বুদ্বুদের মতো সে দৃষ্টিতে এ-সবের উদয়াস্ত-লীলা চলিয়াছে!···

সমর মিত্র বলিলেন—আপনার মেয়েকে একবার চাই। তাঁর এবং আপনার ভাগনীর মুখে টর্চের আলো ফেলে সে-রাত্রে আসামী পালিয়েছিল···আপনার মেয়ে যদি সে-লোককে চিনতে পারেন···

সতীপদ কোনো জবাব দিলেন না। তিনি নিস্পন্দ নিথর!

নির্ম্মল বলিল—ঐ যে বেয়ারা রয়েছে···ওকে বলে দিচ্ছি···

একটা বেয়ারা ছিল কাছে। নির্ম্মল তাকে বলিল—তোর দিদিমণিকে এখানে শীগগির একবার আসতে বল্।

বেয়ারা চলিয়া গেল।

সতীপদ হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন,—কিন্তু···

কথা শেষ হইল না···অবসন্নের মতো তিনি ইজি চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন।···তাঁর দুচোখ মুদিত হইল···

আসামীদের আনা হইলে সমর মিত্র ডাকিলেন—সতীপদ বাবু···

সতীপদ চোখ মেলিয়া চাহিলেন···চাহিবামাত্র সম্মুখে ঐ দুই মূর্ত্তি!

দেখিবামাত্র আতঙ্কে তাঁর মুখ সাদা হইয়া গেল···তিনি আবার মূর্চ্ছিতের মতো চক্ষু মুদিলেন।

ঠিক সেই সময়ে সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল সরলা···

নির্ম্মল বলিল—দেখুন দিকিনি, চিনতে পারেন কি না···

সরলা চাহিল আসামীদের পানে···চাহিবামাত্র আর্ত্ত চীৎকার··· সঙ্গে সঙ্গে সরলার দেহ কাঁপিয়া উঠিল···সরলা মূর্চ্ছিত হইয়া মেঝের উপর পড়িয়া গেল···

দারুণ চাঞ্চল্য···কোলাহল···বিপর্য্যয় ব্যাপার ঘটিল।

সরলার চেতনা ফিরিলেও তার অবস্থা এমন যে তদারকীর কাজ তখন চলে না!

আসামীদের চালান করিয়া দিয়া সমর মিত্র রোগীর পরিচর্য্যায় মনোনিবেশ করিলেন।

সতীপদর মনে দারুণ উদ্বেগ···কেবলি বলেন—আমার সব গেল! একটা মেয়ে···

এ গৃহের চাঞ্চল্য বিদূরিত করিয়া সমর মিত্র যখন বাগমারি ত্যাগ করিলেন···রাত তখন দশটা···

নির্ম্মল বলিল—আমি ভাবছি, এইখানে পড়ে থাকি···সঙ্গীন মুহূর্ত্ত চলেছে···

সমর মিত্র বলিলেন—হুঁ···

পরের দিন সকালে সমর মিত্র টেলিফোনে আহ্বান পাইলেন। নির্ম্মলের ফোন।

নির্ম্মল বলিল—সতীপদ বাবু আত্মহত্যা করেছেন। যা ভেবেছিলুম! ···তিনিই ছিলেন এ রহস্যের মূলে। শীগগির আসুন···

সমর মিত্র কাল-বিলম্ব না করিয়া আসিলেন···বিজয় তাঁর পূর্ব্বেই আসিয়াছে।

সমর মিত্রের হাতে নির্ম্মল চিঠি দিল। সতীপদ চিঠি লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। সমর মিত্র চিঠি পড়িলেন। চিঠিতে লেখা আছে—

"বেশী কথা বলবার নেই! দেনার দায়ে এমন অবস্থা হয়েছিল যে

মুক্তির উপায় ছিল না। যাঁরা পাওনাদার, তাঁদের হাতে-পায়ে ধরেছি! বলেছি, সময় দাও···ধীরে-সুস্থে দেনা শোধ করবো; তাড়া দিলে মান-ইজ্জৎ যাবে। সেই মান-ইজ্জৎ রক্ষা করবার জন্য মিনতি জানিয়েছিলুম। পাষণ্ডের দল···সময় দিতে, চাইলে না! এরা মানুষ নয়। যাদের দায়ে পড়ে টাকা ধার করতে হয়, তাদের মতো হতভাগা জগতে আর নেই!

ইনশলভেন্সি নিতে পারতুম···কিন্তু পারলুম না শুধু মান-ইজ্জতের দায়ে। শেষে কোনো উপায় না দেখে অসদুপায় অবলম্বন করলুন।

বাড়ীর ছবি বেচে যদি কিছু টাকা মেলে! কিন্তু ছবির উপর মমতা ছিল প্রচুর! মালতী বললে,—না মামাবাবু···ছবি বেচবেন না। তার চেয়ে আমার কোনো সম্পত্তি বেচে দায়-মুক্ত হোন্! কিন্তু আমার এক বন্ধু জুটলো বদ্যিনাথ। সে বললে, আসল ছবির নকল করান! সেই নকল ছবি আসল বলে বেচে দেবো। ছবির জাল-জুচ্চুরি ধরবে, এমন লোক এ দেশে নেই!

ছবির নকল করালুম ধরণীধর বোসকে দিয়ে। জ্যোৎকুমার বললে —কেন এ কাজ করছেন? তাকে বিশ্বাস করে সব কথা বলেছিলুম। তার ছিল আপত্তি। মালতীরও আপত্তি ছিল।

কোনো মতে ছবি নকল হলো। কিন্তু আসলের সঙ্গে বদল করা গেল না। জ্যোৎকুমার আর মালতী সজাগ-পাহারা দিত! ইতিমধ্যে মনরো সাহেব রেঙ্গুন থেকে কলকাতায় এলো। দু তিন দিনের মধ্যে সে আমেরিকা চলে যাবে। এই বেলা ছবি না দিলে সর্বনাশ! পাওনাদারের হাত থেকে রক্ষা পাবো না।

তখন পরামর্শ হয়ে গেল। বঙ্কিনাথ ছিল কালিমপঙে···তাকে চিঠি লিখলুম। সে চিঠি লিখলে তার লোককে। সে লোক এসে আমার সঙ্গে দেখা করলে। তাকে বললুম, বঙ্কিনাথ না থাকলে সাহস হবে না! তখন বঙ্কিনাথকে টেলিগ্রাম করে আনা হলো। সব ঠিক···মালতী সন্দেহ করলে! মালতী কড়া-নজর রাখতে লাগলো।

যে-রাত্রে ছবি সরাবার ব্যবস্থা, সে রাত্রে···জ্যোৎকুমার বোধ হয় সব কথা শুনে ফেলেছিল, তাই সে বাড়ী গেল না। ছবি সরানো হচ্ছে,—আমি আড়ষ্ট হয়ে বসে আছি—জ্যোৎকুমার এসে মহা-তর্ক তুললে। বললে, আমি বাধা দেবো। আমি বঙ্কিনাথকে ডাকলুম। বঙ্কিনাথের সঙ্গে জ্যোৎকুমারের ধস্তাধস্তি চললো, এমন সময় বঙ্কিনাথের লোক এসে জ্যোৎকুমারের বুকে বসালো ছুরি!

ওদিকে মালতী সরে পড়লো। মালতী আসবামাত্র ওরাও গেল সরে। বঙ্কিনাথ যখন পালায়, মালতী বন্দুক ছোড়ে··· সে-গুলি গিয়ে বঙ্কিনাথের পায়ে লাগে।

তারপর বলবার আর কিছু নেই। ছবি চলে গেছে—টাকা আমি পেয়েছি। দশ হাজার মাত্র। বাকী টাকার চেক দিয়ে গেছে মনরো সাহেব। সে-চেকের টাকা পাবো আমেরিকার ব্যাঙ্ক থেকে। চেক পাঠানো হয়েছে। চেকের টাকা যথাসময়ে এসে যাবে।

কিন্তু বিপদ, এরা দুজন ধরা পড়েছে! বঙ্কিনাথের দুজন লোক। যদি ওরা সব কথা প্রকাশ করে দেয়? যে মান-ইজ্জতের জন্য এ-কাজ করলুম, সে মান-ইজ্জৎ আর কোথায় রইলো? কাজেই আত্মহত্যা ছাড়া উপায় নেই!

●

ইপ্সা।

মালতীকে আমার পরামর্শে সরিয়ে রাখা হয়েছে। সে আছে উল্টোডিঙ্গিতে…১২ নম্বর সুধীর সরকার লেনে। তাকে এ সব কথা যেন বলা না হয়! মামাবাবুকে সে অন্তরের সঙ্গে ভালোবাসে।

সরলা বিয়ে করতে চেয়েছিল জ্যোৎকুমারকে। কিন্তু জ্যোৎকুমার আমার নাড়ী-নক্ষত্র জানে বলে' আমার উপর তার শ্রদ্ধা থাকতে পারে না! সেজন্য এ বিয়ের আমার আপত্তি!

আজ আমি বিদায় নিচ্ছি। বুঝি, আমার এ আত্মহত্যায় যে কলঙ্ক প্রচারিত হবে, যে অখ্যাতি, তার হাত থেকে নিজে মুক্তি পেলেও সরলাকে সে কলঙ্ক আর অখ্যাতির মধ্যে ফেলে যাওয়া দারুণ কাপুরুষতা! কিন্তু বাপের কলঙ্কে যত দুঃখই সে পাক্, তার নিজের জীবন অকলঙ্ক। সুতরাং এ কলঙ্কের রেখা তাকে চিরদিন কলুষিত রাখতে পারবে না, এইটুকুই তার সান্ত্বনা!

বিষয়-সম্পত্তি কি হলো, কি করে গেল, জানি না। তবে কোনো বন্ধুর মনে যদি করুণা জাগে, তাহলে দয়া করে তিনি আমার অনাথ মেয়ে আর ভাগনীর মুখ চেয়ে এ সম্পত্তিকে যেন দায়-মুক্ত করেন।…সে কাজে লোকসান না সয়েও অনায়াসে তিনি এ বংশের সম্মান রক্ষা করতে পারবেন। শিক্ষার গর্ব্ব গৌরব অনেকেই করেন, আমার এ মিনতি কি নিষ্ফল হবে?

মা সরলা, মা মালতী—তোমরা আমাকে ক্ষমা করো।

দুর্ভাগা

সতীপদ চৌধুরী

বদ্রিনাথের সন্ধান এ-যাত্রা মিলিল না। ছবু মিত্তিরের বাগানে সেই পুলিশের হানা দিবার সময়ে সে ছিল না! ছবির পিছনে ছোটা নিষ্ফল। যাঁর ছবি, তিনি নিজে বেচিয়া দিয়াছেন। কাজেই উপায় নাই।

চেকের বাকী টাকা মিলিয়াছে। মনরো সাহেব তো বদমায়েস নন্; তিনি শুধু ধনী নন্—ভদ্রলোক।

মালতীর সন্ধান মিলিল। উল্টাডিঙ্গির বাড়ীতে সে ছিল। তার মনে এতটুকু আনন্দ নাই! সে যেন নির্ব্বাপিত দীপ…কোথায় গেল সে জীবনের শিখা?

বিচারে আসামীদের তিন-চারিটা [illegible] জেল পাঁচ ছ [illegible] ছর করিয়া জেলের ব্যবস্থা হইয়া গেল।

জ্যোৎকুমারের বিয়োগ-বেদনায় সরলার কাতরতার সীমা ল না! সমর মিত্র বহু সান্ত্বনা দিলেন, বলিলেন—কিন্তু-[illegible] াহে যে-লোক তোমার দাম বোঝে নি, তার জন্য তোমার এ-মোহ ক নয়, মা…তোমার জন্য যোগ্য-পাত্রের অভাব হবে না!

আর্ত্ত স্বরে সরলা বলিল—আমায় মাপ করুন! দুদিন আমায় াবতে সময় দিন…

সমর মিত্র বলিলেন—বেশ মা, ভাবো! কিন্তু তুমি লেখাপড়া

শিখেছো···বুদ্ধিমতী···সব দিক তোমায় বুঝতে হবে। তোমার বাবার বংশ-মর্য্যাদা···সে-মর্য্যাদা তোমায় রক্ষা করতে হবে!

গাঢ় কণ্ঠে সরলা বলিল—সে-মর্য্যাদা কোনো দিন আমি ক্ষুণ্ণ করবো না···

মালতীর বিবাহের কথা এক-রকম পাকা হইয়া গিয়াছিল, রঙপুরের ওদিককার কোন্ জমিদারের পুত্রের সহিত।

সমর মিত্র সে সম্বন্ধে ত [illegible] দিতে তাঁরা বলিলেন, এ মকর্দ্দমা লইয়া সমস্ত দেশে যে হুলস্থূল [illegible] গেছে,···তার উপর যে-মেয়ে বন্দুকের গুলিতে একজনকে জখম করিয়াছে, সে-মেয়েকে ঘরের বধূ করিয়া আনিতে ইত্যাদি···

চিঠি পড়িয়া নির্ম্মল বলিল—জমিদার, না, জমাদার! জানে শুধু টাকার দাম! মানুষের দাম [illegible] জানে না, তার ঘরে যায় মোসাহেবের [illegible]ল···ভদ্রঘরের মেয়ে সে-ঘরে [illegible] নরকের মতো!

সমর মিত্র চাহিলেন মালতীর পানে, ডাকিলেন—মালতী···

হাসিয়া মালতী বলিল—আপনি পাগল হয়েছেন, মামাবাবু!

সমর মিত্রকে মালতী বলিয়া দিয়াছে, তাঁকে সে 'মামাবাবু' বলিয়া ডাকিবে···

সমর মিত্র বলিয়াছেন—বেশ মা, আজ থেকে আমিই তোমার মামাবাবু।

মালতী বলিল—জমিদারের ছেলে বলেই কি মানুষ তাকে শ্রদ্ধা-সম্মান করবে? আমি যাকে মালা দেবো, সে হবে মানুষ···

সমর মিত্র বলিলেন—মানুষের পরিচয় কি সহজে মেলে, মা?

মালতী বলিল—সে-পরিচয় যতক্ষণ না পাবো…আমি বেশ থাকবো, মামাবাবু।

সমর মিত্র চাহিলেন নির্ম্মলের পানে…নির্ম্মল চাহিয়াছিল বাহিরে আকাশের পানে…নির্ব্বাক!

সমর মিত্র হাসিলেন…মৃদু হাসি। বলিলেন—একজনকে কিন্তু জানি মা…সে মানুষ…সত্যিকারের মানুষ!

মালতী চাহিল সমর মিত্রের পানে…সেই সঙ্গে নির্ম্মলও…

সমর মিত্র বলিলেন—সে মানুষ এই নির্ম্মল…তার উপর নির্ম্মল ইয়ং এ্যাণ্ড নাইস্…কি বলো, মা?

—আপনি ভারী দুষ্টু! যান্…বলিয়া ক্ষিপ্র চরণে মালতী সেখান হইতে চলিয়া গেল।

হাসিয়া সমর মিত্র বলিলেন—দুষ্টু বলে পালালে চলবে না, মা…

পালানো সত্যই চলিল না। মালতীকে ধরা দিতে হইল… নির্ম্মলের হাতে। কন্যা সম্প্রদান করিলেন সমর মিত্র।

নির্ম্মলের হাতে মালতীর হাত রাখিয়া সমর মিত্র বলিলেন—এ ব্যাপারের মীমাংসা তুমিই করেছো, নির্ম্মল। যে অধ্যবসায়, যে বুদ্ধির পরিচয় তুমি দেছ, তার যোগ্য পুরস্কার এই মালতীমালা!

শেষ